সোঽহম্ অর্থাৎ সেই ব্রহ্মই আমি এইরূপ নিত্যপরমানন্দরসভোগী হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

অথ লয়সিদ্ধিযোগসমাধিঃ।—যোনিমুদ্রাং সমাসাদ্য স্বয়ং শক্তিময়ো ভবেৎ। সুশৃঙ্গাররসেনৈব বিহরেৎ পরমাত্মনি। আনন্দময়ঃ সংভূত্বা ঐক্যং ব্রহ্মণি সম্ভবেৎ। অহং ব্রহ্মেতি বাদ্বৈতং সমাধিস্তেন জায়তে ॥ ৪ ॥

যোনিমুদ্রা অবলম্বন করিয়া যোগী আপনাকে শক্তি অর্থাৎ স্ত্রী এবং পরমাত্মাকে পুরুষ কল্পনা করিবে। স্ত্রীপুরুষবৎ আপনার সহিত পরমাত্মার শৃঙ্গাররসপূর্ণ বিহার হইতেছে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে। এতাদৃশ সম্ভোগ হইতে উৎপন্ন পরমানন্দরসে মগ্ন হইয়া পরমব্রহ্মের সহিত স্বয়ং অভেদরূপে পরমপ্রণয়ে মিলিত হইয়াছি এরূপ বোধ করিবে। ইহা হইতে আমিই ব্রহ্ম ও অদ্বিতীয় এরূপ নিত্যজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। এই সমাধির নাম লয়সিদ্ধিযোগ ॥ ৪ ॥

অথ ভক্তিযোগসমাধিঃ।—স্বকীয়হৃদয়ে ধ্যায়েদিষ্টদেবস্বরূপকম্। চিন্তয়েদ্ভক্তিযোগেন পরমাহ্লাদপূর্ব্বকম্। আনন্দাশ্রুপুলকেন দশাভাবঃ প্রজায়তে। সমাধিঃ সম্ভবস্তেন সম্ভবেচ্চ মনোন্মনিঃ ॥ ৫ ॥

পরম আনন্দ ও ভক্তির সহিত স্বীয় হৃদয়মধ্যে ইষ্টদেবকে ধ্যান করিতে হইবে। এরূপ ধ্যান হইতে আনন্দজনিত অশ্রুধারা প্রবাহিত, শরীর পুলকিত ও মনঃ নিত্যভাব প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। ইহার নাম ভক্তিযোগসমাধি। ইহাদ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভরূপ মনের উন্মীলন হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

অথ রাজযোগসমাধিঃ।—মনোমূর্চ্ছাং সমাসাদ্য মন আত্মনি যোজয়েৎ। পরাত্মনঃ সমাযোগাৎ সমাধিং সমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬ ॥

মনোমূর্চ্ছা নামক কুম্ভক অবলম্বন করিয়া পরমাত্মাতে মনকে সংযুক্ত করিবে। এইরূপ পরমাত্মার সংযোগ হইতে রাজযোগসমাধিসিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

ইতি তে কথিতং চণ্ড! সমাধির্ম্মুক্তিলক্ষণম্। রাজযোগঃ সমাধিঃ স্যাদেকাত্মন্যেব সাধনম্। উন্মনী সহজাবস্থা সর্ব্বে চৈকাত্মবাচকাঃ ॥ জলে বিষ্ণুঃ স্থলে বিষ্ণুর্ব্বিষ্ণুঃ পর্ব্বতমস্তকে। জালামালাকুলে বিষ্ণুঃ সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ ॥ ভূচরাঃ খেচরাশ্চামী যাবন্তো জীবজন্তবঃ। বৃক্ষগুল্মলতাবল্লীতৃণাদ্যা বারিপর্ব্বতাঃ। সর্ব্বং ব্রহ্ম বিজানীয়াৎ সর্ব্বং পশ্যতি চাত্মনি ॥ আত্মা ঘটস্থচৈতন্যমদ্বৈতং শাশ্বতং পরম্। ঘটাদ্বিভিন্নতো জ্ঞাত্বা বীতরাগো বিবাসনঃ। এবম্বিধঃ সমাধিঃ স্যাৎ সর্ব্বসঙ্কল্পবর্জ্জিতঃ। স্বদেহে ধনদারাদিবান্ধবেষু ধনাদিষু। সর্ব্বেষু নির্ম্মমো ভূত্বা সমাধিং সমবাপ্নুয়াৎ ॥ লয়ামৃতং পরং গোপ্যং তত্ত্বং শিবোক্তং বিবিধানি চ। তাসাং সংক্ষেপমাদায় কথিতং মুক্তিলক্ষণম্ ॥ ইতি তে কথিতশ্চণ্ড! সমাধির্দুর্ল্লভঃ পরঃ। যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্জন্ম জায়তে ভূবিমণ্ডলে ॥

চণ্ড! মুক্তির লক্ষণাক্রান্ত সমাধিযোগ তোমাকে কথিত হইল। রাজযোগসমাধি উন্মনী সহজাবস্থা প্রভৃতি সমস্ত যোগই এক আত্মাতে সাধিত হইয়া থাকে। জল, স্থল, পর্ব্বতচূড়া, শিখারাজীপূর্ণ অগ্নি-প্রভৃতি সমস্তেই বিষ্ণু বিদ্যমান আছেন; নিখিলবিশ্বই বিষ্ণুকর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। স্থলচর আকাশচর আদি যাবদীয় জীবজন্তু ও বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, বল্লী, তৃণ, জল, পর্ব্বত ইত্যাদি সকলই ব্রহ্মময়। যোগী ব্রহ্মাণ্ডের সকল পদার্থই আত্মাতে দর্শন করিয়া থাকেন। জীবাত্মা পরমাত্মার ছায়াস্বরূপ। পরমাত্মা অদ্বিতীয়, নিত্য ও শ্রেষ্ঠ। মানবের পার্থিবদেহে জীবাত্মারূপী পরমাত্মার অংশ আবদ্ধ হইয়া কেবল দেহস্থচৈতন্যরূপেই অবস্থান করেন, কিন্তু দেহরূপ বন্ধন হইতে পরিমুক্ত হইলেই রাগদ্বেষবাসনাদিশূন্য হইয়া পুনর্ব্বার সেই নিত্য সংপূর্ণ ব্রহ্মে মিলিত হয়েন। সকল অভিলাষবিহীন হইয়া এইরূপে সমাধি করিতে হইবে। স্বীয় শরীর, পত্নী, মিত্র, ধন প্রভৃতি সকল বিষয়েই মমতাশূন্য হইয়া সমাধিযোগ সাধন করিতে হইবে। লয়ামৃত প্রভৃতি নানাবিধ পরমতত্ত্ব শিবকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে; অতিগোপনীয় এই সকল তত্ত্ব হইতে সারাংশ সঙ্কলন করিয়া অতিসংক্ষেপেই মুক্তির লক্ষণ বিবৃত হইল। চণ্ড! তোমাকে এই দুর্ল্লভ ও শ্রেষ্ঠ সমাধিযোগ বলিলাম। ইহা যোগী বিজ্ঞাতথাকিলে, পৃথিবীমণ্ডলে তাঁহার পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

প্রকারান্তরম্ শিবসংহিতায়াম্ যথা।—মন্ত্রযোগো হটশ্চৈব লয়যোগস্তৃতীয়কঃ ॥ চতুর্থো রাজযোগঃ স্যাৎ স দ্বিধা ভাববর্জ্জিতঃ ॥

অথ রাজযোগঃ।—অত ঊর্দ্ধং দিব্যরূপং সহস্রারং সরোরুহম্। ব্রহ্মাণ্ডাখ্যস্য দেহস্য বাহ্যে তিষ্ঠতি মুক্তিদম্। কৈলাসো নাম তস্যৈব মহেশো যত্র তিষ্ঠতি। অকুলাখ্যো বিনাশী চ ক্ষয়বৃদ্ধিবিবর্জ্জিতঃ। স্থানস্যাস্য জ্ঞানমাত্রেণ নৃণাং সংসারেঽস্মিন্ সম্ভবো নৈব ভূয়ঃ। ভূতগ্রাম্যং সন্ততাভ্যাসযোগাৎ কর্ত্তুং হর্ত্তুং স্যাচ্চ শক্তিঃ সমগ্রা ॥ স্থানে পরে হংসনিবাসভূতে কৈলাসনাম্নীহ নিবিষ্টচেতাঃ। যোগী হতব্যাধিরধো কৃতাধিরায়ুশ্চিরং জীবতি মৃত্যুমুক্তঃ ॥ চিত্তবৃত্তির্যদা লীনা কুলাখ্যে পরমেশ্বরে। তদা সমাধিসাম্যেন যোগী নিশ্চলতাং ব্রজেৎ ॥ নিরন্তরকৃতধ্যানাজ্জগদ্বিস্মরণং ভবেৎ। তদা বিচিত্রসামর্থ্যং যোগিনো ভবতি ধ্রুবম্ ॥ তস্মাদ্ গলিতপীযূষং পিবেদ্ যোগী নিরন্তরম্। মৃত্যোর্ম্মৃত্যুং বিধায় স কুলং জিত্বা সরোরুহে।। অত্র কুণ্ডলিনীশক্তির্লয়ং যাতি কুলা-

ভিধা। তদা চতুর্ব্বিধা স্থষ্টির্লীয়তে পরমাত্মনি ॥ যজ্‌জ্ঞাত্বা প্রাপ্য বিষয়ং চিত্তবৃত্তির্ব্বিলীয়তে। তস্মিন্ পরিশ্রমং যোগী করোতি নিরপেক্ষকঃ। চিত্তবৃত্তির্যদা লীনা তস্মিন্ যোগী ভবেদ্ ধ্রুবম্। তদা বিজ্ঞায়তে খণ্ডজ্ঞানরূপী নিরঞ্জনং ॥ ব্রহ্মাণ্ডবাহ্যে সঞ্চিন্ত্য স্বপ্রতীকং যথোদিতম্। তমাবেশ্য মহচ্ছূন্যং চিন্তয়েদবিরোধতঃ ॥ আদ্যন্তমধ্য-শূন্যন্তৎ কোটিসূর্য্যসমপ্রভম্। চন্দ্রকোটিপ্রতীকাশমভ্যস্য সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥ এতদ্ধ্যানং সদা কুর্য্যাদনালস্যং দিনে দিনে। তস্য স্যাৎ সকলা সিদ্ধির্ব্বৎসরান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ক্ষণার্দ্ধং নিশ্চলং তত্র মনো যস্য ভবেদ্ ধ্রুবম্। স এব যোগী সদ্ভক্তঃ সর্ব্বলোকেষু পূজিতঃ ॥ তস্য কল্মষসংঘাত-স্তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ যং দৃষ্ট্বা ন প্রবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসার-বর্ত্মনি। অভ্যসেত্তং প্রযত্নেন স্বাধিষ্ঠানেন বর্ত্মনা ॥ এত-দ্ধ্যানস্য মাহাত্ম্যং ময়া বক্তুং ন শক্যতে। যঃ সাধয়তি জানাতি সোঽস্মাকমপি সম্মতম্ ॥ ধ্যানাদেব বিজানাতি বিচিত্রে ক্ষণসম্ভবম্। অণিমাদিগুণোপেতো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ রাজযোগো ময়া খ্যাতঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতঃ। রাজাধিরাজযোগোঽয়ং কথয়ামি সমাসতঃ ॥ ইতি রাজযোগকথনম্ ॥

তন্ত্রান্তরে তু।—ইদানীং কথয়িষ্যামি রাজযোগস্য লক্ষণম্। রাজযোগ-কৃতে পুংভিঃ সিদ্ধিচিহ্নং ভবেদিতি। পরিপূর্ণং ভবেচ্চিত্তং জগৎস্থোঽপি জগদ্বহিঃ। ন ক্ষোভং জন্মমৃত্যুশ্চ ন দুঃখং ন সুখং তথা। ভেদাভেদো মনঃস্থো ন জ্ঞানং শীলং কুলন্তথা। প্রকাশকুশসম্বন্ধিপ্রসঙ্গোঽয়ং নির-ন্তরম্। সর্ব্বপ্রকাশকামাস্তু নষ্টভৌমাদিরেব চ। অস্য জাড্যৈর্ন চিহ্নঞ্চ নিষ্কলোঽয়ং নিরঞ্জনঃ। অনন্তোঽয়ং মহাজ্যোতির্ব্বাঞ্ছাভোগঃ দদাতি চ। অস্য চিত্তে নানুরাগো বিরাগো ন ভবেদিতি। রাজ্যে প্রাপ্তেঽপি নো হর্ষং হানৌ দুঃখং ভবেন্ন হি। কচিদ্বস্তুনিদেশস্য নিঃস্বনে কেষু কুত্রচিৎ। বিদ্যা-বিদ্যামিত্রশত্রৌ সমা দৃষ্টিশ্চ সর্ব্বশঃ। ভোগাশক্তাদিকর্ত্তৃত্বে ন মনো নো ভবেৎ ধ্রুবং। লোকমধ্যে ভবেৎ কর্ত্তা মনোমধ্যেঽপি নিষ্ক্রিয়ঃ। এষো-ঽপি রাজযোগীতি সুখে দুঃখে সমস্তথা। হর্ষশোকৌ ন জায়েতাং নোদ্বেগং লোকজঙ্গমে। নিত্যোল্লাসে নিরাকারে নিরাসনে নিরাত্মনি। মনসা নিশ্চলো ভূত্বা সদা তিষ্ঠেৎ সনোঽপি চ। যথাকাশে ভ্রমন্ বায়ুরাকাশং ব্রজতে স্বয়ম্। তথাকাশে মনো লীনং রাজযোগক্রিয়ামতম্। জগৎসংসর্গে-ঽপি নির্লেপং পদ্মপত্রজলং যথা ॥

ইতি ঘেরণ্ডসংহিতায়াং ঘেরণ্ডচণ্ডসংবাদে ঘটস্থযোগসাধনে সমাধিযোগো নাম সপ্তমোপদেশঃ ॥

পূর্ব্বকালে যোগীগণ প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়া সিদ্ধ হইয়া মহাফল প্রাপ্ত হইতেন এমং কি ব্রহ্মাদি দেবগণ পূরক, কুম্ভক, রেচকরূপ প্রাণায়াম সাধন করিয়া যমভয় নিবারিত করিয়াছেন। অতএব প্রাণায়াম অভ্যাস করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

এই প্রাণায়াম অভ্যাস করা কালে অতিশয় সাবধান হইয়া কার্য্য করিতে হয়, তাহার ব্যতিক্রমে নানা উৎকট রোগ জন্মিয়া থাকে।

পূরক, কুম্ভক ও রেচক এই তিন অঙ্গবিশিষ্ট প্রাণায়ামে এক অবধি শতপর্য্যন্ত মাত্রাসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে। মাত্রাসংখ্যা পূরকে ১ একগুণ, কুম্ভকে ৪ চারি গুণ এবং রেচকে ২ দুই গুণ হইয়া থাকে। মাত্রাসংখ্যা-নুসারে প্রাণায়াম তিনপ্রকার যথা—বিংশতি, ষোড়শ ও দ্বাদশমাত্রা; বিংশতিমাত্রা সংখ্যা প্রাণায়াম উত্তম, ষোড়ষ মধ্যম, দ্বাদশ অধম।

উত্তমমাত্রা কাহাকে বলে তাহা বলা যাইতেছে, পূরক অর্থাৎ শ্বাস-গ্রহণকালে মাত্রা বিংশতি, কুম্ভককালে উহার চারিগুণ অর্থাৎ আশী মাত্রা-সংখ্যা এবং রেচকে দ্বিগুণ অর্থাৎ মাত্রাসংখ্যা চল্লিশ হইয়া থাকে।

মধ্যমমাত্রা প্রাণায়ামের মাত্রাসংখ্যা বলা যাইতেছে, পূরকের সংখ্যা ষোড়শমাত্রা, কুম্ভকে তাহার চারিগুণ চৌষট্টিমাত্রা সংখ্যা এবং রেচকে দ্বিগুণ অর্থাৎ ৩২ বত্রিশ মাত্রাসংখ্যা।

এইক্ষণ অধম মাত্রাসংখ্যা কথিত হইতেছে, পূরকের মাত্রাসংখ্যা বার, কুম্ভকে তাহার চতুর্গুণ, অর্থাৎ আটচল্লিশ মাত্রাসংখ্যা এবং রেচকে দ্বিগুণ অর্থাৎ মাত্রাসংখ্যা চব্বিশ।

এই অধমমাত্রা প্রাণায়াম-সাধনে শরীর হইতে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইতে থাকে, ইত্যাদি পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই প্রাণায়ামবিষয় শ্রীযুক্ত নবীন-চন্দ্র পাল ডাক্তার তাঁহার ইংরাজি যোগফিলজপি গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ ঐ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া যে সকল পাঠকবর্গ এই বিষয় অবহেলা করেন এবং কোন ইংরাজি গ্রন্থে লেখা না থাকায় বিশ্বাস করেন না তাঁহাদের বিশ্বাস ও পরিজ্ঞাতের নিমিত্ত নিম্নে সন্নিবেশিত করা গেল।

"According to some Yogis, Pránayàma is of three kinds, the Adhama, Madhyama, and uttama. The Adhama Pránayáma excites the secretion of sweat. It is thus practised. Inspire through the left nostril for the period of 2,5596 seconds, suspend the breath for the period of 10.2384 seconds, and expire through the right nostril for the period of 5. 1192 seconds. Next inspire through the right nostril for the period of 2.5596 seconds, suspend the breath for the period of 10.2384 seconds and expire through the left nostril for the period of 5.1192 seconds. Lastly, inspire through the left nostril for the period of 2.5596 seconds, suspend the breath for the period of 10.2384 seconds, and expire through the rigtt nostril for the period of 5.1192 seconds. The second variety of Pránayàma is called the Madhyama Pránayáma. It is attended bye onvulsive movements of the features. It is thus Practised. Inspire through the left nostril for the period of 5.1192 seconds, suspend the breath for the period of 20.4768 seconds, and expire through the right nostril for the period of 10.2384 seconds. Next inspire through the right nostril for the period of 5.1192 seconds, suspend the breath for the period of 20.[illegible] second, and expire through the left nostril for the perio[illegible] 10.2384

seconds. Lastly, inspire through the left nostril for the period of 5.1192 seconds, supend the breath for the period of 20.4868 seconds and expire through the right nostril for the period of 20.2384 seconds. The third or Uttama variety of Prânayáma raises the Padmasana above the surface of the earth. It is by the successful practice of this Prânayáma that the aerial Brahman of Madras is supposed to have supported himself in a miraculous posture, which puzzled the ingenuity of the European spectators. It is thus practised. Inspire through the left nostril for the period of 7.6788 seconds, suspend the breath for the period of 30.7152 seconds, and expire through the right nostril for the period of 15.3576 seconds. Next inspire through the right nostril for the period of 30.7152 seconds, and expire through the right nostril for the period of 7.6788 seconds, suspend the breath for the period of 30.7152 seconds, and expire through the left nostril for the period of 15.3576 seconds. Lastly, inspire through the left nostril for the period of 7.6788 seconds, suspend the breath for the period of 39.7152 seconds, and expire through the right nostril for the period of 15.3576 seconds.

"Inspire through the left nostril for the period of 3.4128 seconds, suspend the breath for the period of 13.6512 seconds, and then slowly expire for the period of 6.8256 seconds, through the right nostril. Then inspire through the right nostril for the period of 3.4128 seconds, suspend the breath for the period of 13.6512 seconds, and then expire through the left nostril for the period of 6.8256 seconds,. Lastly, commence the process with the left nostril in a similar way. This process is to be practised four times in the course of the day, for the period of 48 minutes each time. Continue the process for three months, at the expiration of which attempt to increase gradualy the duration of Pranayama until able to practise the following process. Inspire through the left nostril for the period of 13.6513 seconds, suspend the breath for the period of 54.6048 second, and then expire through the right nostril for the period of 27.3204 seconds. Next inspire through the right nostril for the period of 13.6512 seconds, suspend the breath for the period of 54.6048 seconds, and inspire slowly through the left nostril for the period of 27.3024 seconds, and, lastly, inspire through the left nostril once more for the period of 13.6512 seconds. Suspend the breath for the period of 54.6048 seconds, and expire through the right nostril for the period of 17.3024 seconds.

Yoga Philosophy'

ইতি ঢাকা জেলার অন্তর্গত বুতুনীগ্রামনিবাসী শ্রীরসিক মোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত অরুণোদয়নামক মাসিকপত্রিকায় ঘেরণ্ডসংহিতা নামক যোগশাস্ত্র সমাপ্ত।

সিদ্ধনাগার্জ্জুনকক্ষপুটম্।

শ্রীগণেশায় নমঃ। যঃ শান্তঃ পরমানয়ঃ পরশিবঃ কঙ্কালকালান্তকো ধ্য নান্তীত-অনাদিনিত্যনিচয়ঃ সঙ্কল্পসঙ্কোচকঃ। আভাসান্তরভাষকঃ সমরসঃ সর্ব্বাত্মনা বোধকঃ সোঽয়ং শর্ম্ম দদাতু নিত্যজগতাং বিদ্যাদিসিদ্ধাষ্টকং॥ যা নিত্যা কুলকেলিশোভিতবপুর্ব্বোধোদিতা জৃম্ভতে পূর্ণাভামৃতকুণ্ডলা পরপরা মন্ত্রাত্মিকা সিদ্ধিদা। মালাপুস্তকধারিণীং ত্রিনয়নাং কুন্দেন্দুবর্ণোজ্জ্বলাং নিত্যানন্দকুলপ্রকাশজননীং বাগ্দেবতামাশ্রয়ে॥ যেষাং বক্তুাচ্ছিতং কিঞ্চিন্মণিমন্ত্রৌষধাদিকং। তৎকর্ম্মণি রতান্ পূর্ব্বং প্রণমামি মহাত্মনঃ॥ সংসারে বহুবিস্তীর্ণে বিদ্যাসিদ্ধিরনেকধা। প্রোক্তবাঞ্ছঙ্করঃ পূর্ব্বং যদি পৃচ্ছতি পার্ব্বতী॥ অন্যৈর্দ্দেবগণৈঃ সিদ্ধৈর্ম্মুনিদেশিকসাধকৈঃ। যদ্‌যদুক্তং হি শাস্ত্রেষু তৎসর্ব্বমবলোকিতং॥ শাম্ভবে যামলে শাক্তে মৌলে কৌলেয়ডামরে। স্বচ্ছন্দে কাকুলে শৌচে রাজতন্ত্রে মৃতেশ্বরে॥ উড্ডীশে বাতুলে তন্ত্রে উচ্ছিষ্টে সিদ্ধিশাবরে। কিঙ্কিণীমেরুতন্ত্রে চ কালচণ্ডেশ্বরে মতে। শাকিনী-ডাকিনীতন্ত্রে রৌদ্রেহনুগ্রহনিগ্রহে। কৌতুকে শাল্যতন্ত্রে চ ক্রিয়াকালগুণোত্তরে। হরমেখলকে গ্রন্থে ইন্দ্রজালে রসার্ণবে। আথর্ব্বণে মহাবেদে চার্ব্বাকে গারুড়েঽপি চ। ইত্যেবমাগমোক্তঞ্চ বক্তুাবক্ত্রেণ যচ্ছ্রুতং। এতৎ সর্ব্বং সমুদ্ধৃত্য দগ্ধোদ্ধৃতমিবাদরাৎ। সাধকানাং হিতার্থায় মন্ত্রখণ্ডমিহোচ্যতে॥ বশ্যমাকর্ষণং স্তম্ভং মোহমুচ্চাটমারণং। বিদ্বেষব্যাধিকরণং পশুশস্যার্থনাশনং॥ কৌতুকঞ্চেন্দ্রজালঞ্চ যক্ষিণীমন্ত্রসাধনং। চেটকঞ্চাঞ্জনং দিব্যমদৃশ্যং পাদুকাগতিং। গুটিকাখেচরত্বঞ্চ মৃতসঞ্জীবনাদিকং। তথা কক্ষপুটীসিদ্ধাঃ সাঙ্গোপাঙ্গমনেকধা। সুসাধ্যং প্রত্যয়োপেতং সাধকানাং হিতং প্রিয়ং। তত্তন্মন্ত্রমুখং জ্ঞাত্বা কর্ত্তব্যা সিদ্ধিমিচ্ছতা। মন্ত্রসাধনকং পূর্ব্বং সিদ্ধার্থং সাধকোত্তমৈঃ। বিনা মন্ত্রবিধানেন স সিদ্ধিং লব্ধবান্ ভবেৎ॥

অথ মন্ত্রাংশকং বক্ষ্যে মেরুতন্ত্রে শিবোদিতে। মন্ত্রসাধকয়োর্ব্বর্ণান্ স্বরাংশ্চ ক্রমতঃ পৃথক্। বিধায় সিদ্ধসাধ্যাদৈ্যর্গণয়েন্মন্ত্রবিত্তমঃ। অনুস্বারং বিসর্গঞ্চ জিহ্বামূলীয়সংজ্ঞকং। সহিতোচ্চারণাৎ প্রাপ্তং কেবলাক্ষরসংযুতং। অপভ্রংশাক্ষরং ত্যক্ত্বা সাধকশ্চাত্র শোধয়েৎ। ব্যঞ্জনৈর্ব্ব্যঞ্জনং শোধ্যং স্বরৈর্নামস্বরাস্তথা। আদ্যমাদ্যেন সংশোধ্যং দ্বিতীয়েন দ্বিতীয়কং। অনেনৈব প্রকারেণ শেষা শোধ্যা যথাক্রমং। আদ্যং যদক্ষরং নাম্না গোপনেন তদাদিতঃ। এবং মন্ত্রাক্ষরং স্থানং মাত্রাক্ষানাময়ং ক্রমঃ। চতুষ্কঞ্চ চতুষ্কঞ্চ পরিত্যজ্যং পুনঃ পুনঃ। সিদ্ধ্যসাধ্যসুসিদ্ধারিসংজ্ঞয়ৈব যথাক্রমং। এবং ক্রমেণ সর্ব্বেষাং মন্ত্রাণাং গণনে কৃতে। কিয়ৎ সিদ্ধং কিয়ৎ সাধ্যমিত্যাদপি বিচিন্তয়েৎ। যত্রমন্ত্রো ভবেদেতৎ সিদ্ধ্যাদীনাং চতুষ্টয়ং। স মন্ত্রসিদ্ধ ইত্যুক্তঃ সাধ্যো বৈ সিদ্ধিবর্জ্জিতঃ। রিপুবর্জ্জং মন্ত্রযন্ত্রং সা সুসিদ্ধিরিহোচ্যতে। সুসিদ্ধিসবিহীনঞ্চ মন্ত্রং যচ্ছুক্রভূষিতং। আদিসিদ্ধান্তসিদ্ধোঽয়ং মধ্যসিদ্ধোঽথবা ভবেৎ। সুসিদ্ধঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ সাধকানাং ফলপ্রদঃ। আদাবন্তে সুসিদ্ধোঽয়ং ত্রৈলোক্যমপি দাস্যতি। আদাবন্তে চ সাধ্যো যঃ সোঽতিকালেন সিধ্যতি। আদাবন্তে চ যঃ শত্রুঃ সাধকং সারয়ত্যলং। সিদ্ধঃ সিধ্যতি কালেন সাধ্যোঽথ জপহোমতঃ। সুসিদ্ধঃ স্মরণাদেব রিপুঃ সাধকমারকঃ। এবং মন্ত্রাংশকং জ্ঞাত্বা সুসিদ্ধং সিদ্ধমেব চ। সাধ্যঞ্চাপি ক্বচিদ্‌গ্রাহ্যং সিদ্ধ্যর্থং মন্ত্রমুত্তমং। শাস্ত্রাদ্বা গুরুবক্ত্রাদ্বা গ্রাহয়েৎ সাধয়েৎ পুনঃ। পুরে বা পত্তনে গ্রামে কটকে সিন্ধুসঙ্গমে। বনে চোপবনে তীর্থে মহাপীঠে চ সাগরে। পর্ব্বতে সিদ্ধবৃক্ষে চ মূলে বৃক্ষে শ্মশানকে। গুহামাতৃগৃহে পুণ্যক্ষেত্রে বাথ মহানদে। সিদ্ধমন্ত্রে শিবস্থানে গৃহে বাথ যথোদিতে। দীপস্থানং সুনিশ্চিত্য কূর্ম্মচক্রে সুসিদ্ধিদং। অপবর্গং লিখেদ্ধীমান্ মধ্যমো যাবদুত্তরং। ক্ষমীশানপদে ক্ষেত্রে বেদান্তে নেকবোষ্টকে। হৃদান্তে ভুজকুক্ষ্যঙ্ঘ্রিপৃষ্ঠ্যবর্গক্রমাৎ স্থিতাঃ। যদাদিদীপসংজ্ঞানি তেষু ক্ষেত্রাধিপালকঃ। অমৃতং বৃষভঞ্চৈব শূলরাজঞ্চ বাসুকিম্। অমরং অজরঞ্চৈব পূজ্যং শক্তিযুতং তথা। যদ্‌যদ্‌যোনিমহাশব্দোজ্ঞেয়স্তত্রানুক্রমাৎ। মধ্যাৎ পূর্ব্বাদিতঃ পূজ্যা মন্ত্রমত্রৈব কথ্যতে। ওঁ অমুকক্ষেত্রপাল অমৃতদেবীং গৃহ্ণ অবতার মূবল্লিং নিপিতং গৃহ্ণ ওঁ খ খ ল ল খ খ ল ল ক্ষেত্রপাল সর্ব্ববিঘ্নান্ হন হন স্বাহা। অনেন মন্ত্রেণ সর্ব্ব ক্ষেত্রপালা অমৃতা-

দয়ঃ পূজ্যাঃ। যত্র যত্র ভবেদ্বর্গে ক্ষেত্রাণামাদ্যমক্ষরং। তন্মুখং শেষবর্গেষু করকুক্ষ্যাঙ্ঘ্রিকল্পনা। মুখস্থঃ ক্ষোভয়েন্মন্ত্রী করস্থঃ স্বল্পভোগভাক্। কুক্ষিস্থিতোহপ্যুদাসীনঃ পাদস্থো দুঃখমাপ্নুয়াৎ। পুচ্ছস্থিতো বধং বন্ধং তত্তদাপ্নোতি নিশ্চিতং। দীপস্থানমতঃ ক্ষেত্রং জ্ঞাত্বা মন্ত্রং শুচির্জপেৎ। ক্ষেত্রসাধনমন্ত্রাণামেকমেবাদ্যমক্ষরং। যদি স্যাৎ স ধ্রুবং মন্ত্রং ক্ষিপ্রমেব সুসিধ্যতি। ইতি কূর্ম্মচক্রং॥

জপমালাদিসিদ্ধান্তো মন্ত্রাণাং সাধনোচ্যতে। অষ্টোত্তরশতঞ্চৈব চতুঃপঞ্চাশদেব তাঃ। সপ্তবিংশন্মণিস্বাথ কর্ত্তব্যা জপমালিকা। উত্তমা মধ্যমা হীনা ত্রিধা প্রোক্তা ক্রমেণ তু। ব্রহ্মগ্রন্থ্যন্বিতা প্রোক্তা মেরুতন্ত্রে শিবোদিতা। মন্ত্রপ্রত্যক্ষতা সিদ্ধ্যৈ শান্তিকে বাথ পৌষ্টিকে। স্ফাটিকী মৌক্তিকী বাপি প্রোক্তব্যা সিতসূত্রকৈঃ। সর্ব্বকামপ্রসিদ্ধ্যর্থং জপেদ্রুদ্রাক্ষমালয়া। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থী জপেৎ পদ্মাক্ষমালয়া। সারস্বতে প্রবালোত্থা বশ্যে নৈব প্রকীর্ত্তিতা। পদ্মরাগময়ী বাপি সমস্তে পুত্রজীবিকা। বেশ্যাদুচ্চাটয়েচ্চক্রং মহাদেবেন ভাষিতং। গর্দ্দভস্য ক্ষুধোদন্তৈর্ম্মণিং কৃত্বা চ বালকৈঃ। জপমালা প্রকর্ত্তব্যা শত্রূণাং মারকর্ম্মণি। নাম্না পুলস্ত্য সূত্রেণ প্রোতব্যা কার্য্যসিদ্ধিদা। প্রেতদন্তৈরথোক্ষ্ণুতা কর্ত্তব্যা জপমালিকা। সাধ্যদেহনখৈঃ কেশৈঃ গ্রথিতা দ্বেষকর্ম্মণি। মণিভিঃ শস্ত্রসম্ভূতৈরক্ষমালার্থসাধনে। নিধানযক্ষিণীসিদ্ধ্যৈ প্রোতব্যা সিতসূত্রকৈঃ। অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যান্তু জপেদুত্তমকর্ম্মণি। অঙ্গুষ্ঠমধ্যমাভ্যান্তু জপেদাকৃষ্টকর্ম্মনি। তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠযোগেন বিদ্বেষোচ্চাটনে জপঃ। কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকাভ্যান্তু জপেন্মারণকর্ম্মণি। উদয়াদ্যামপর্য্যন্তং হেমন্তে পৌষ্টিকে জপেৎ। যামদ্বয়ং পূর্ব্বরাত্রে শিশিরে মারণং জপেৎ। বসন্তে প্রহরাদূর্দ্ধং যামদ্বয়মিতে জপেৎ। কার্য্যমাকর্ষণং তত্র মন্ত্রৈরিষ্টৈস্তু বস্তুনঃ। গ্রীষ্মে তৃতীয়কে যামেঽভিহিতো দ্বেষকর্ম্মণি। ততোঽস্তময়পর্য্যন্তমুচ্চাটে তোয়দাগমে। অর্দ্ধরাত্রে নিশান্তে চ জপেচ্ছরদি শান্তিকে॥

অন্যমতং। তস্মিন্ কস্মিন্নৃতৌ কার্য্যং মন্ত্রাণাং সাধনং শুভং। পূর্ব্বাহ্নে বশ্যপুষ্ট্যর্থং মধ্যাহ্নে প্রীতিনাশনং। উচ্চাটমপরাহ্নে তু সন্ধ্যায়াং মারণং তথা। সোমদেবগুরূপেতা পৌষ্টিকেঽভিহিতা বুধৈঃ। অষ্টমী নবমী চৈব দশম্যেকাদশী তথা। শুক্রভানুসুতোপেতা প্রশস্তা দ্বেষকর্ম্মণি। ততশ্চতুর্দ্দশী কৃষ্ণা শনিবারে তথাষ্টমী। উচ্চাটনেতি শস্তেয়ং জপেচ্ছঙ্করভাষিতা। অমাবাস্যাষ্টমী কৃষ্ণা তাদৃশী চ চতুর্দ্দশী। ভানুনা তৎসুতোপেতা ভূসুতেনাথ সংযুতা। মারয়েদস্তু তং হোমাগ্নিক্ষিতং শত্রুং নাপি বা। এবং সিধ্যন্তি কর্ম্মাণি তিথিবারানুসাধিতঃ। যথোক্তাসনমারূঢ়ো জপং মন্ত্রে সমাচরেৎ। কুশাজিনাম্বরে রক্তে চতুরঙ্গুলমূর্দ্ধিতঃ। চতুরস্রং দ্বিহস্তঞ্চ সুদৃঢ়ং স্বয়ন্নির্ম্মিতং। তত্রোপরি নিযুঞ্জীত যোগমন্ত্রস্য সিদ্ধয়ে। বদন্নশ্নন্ স্বপন্ বাস্যমাশ্রয়ন্ কিমপি স্মরন্। ক্ষুত্তৃড়্জৃম্ভণনিদ্রাদিবিকলীকৃতমানসং। মন্ত্রসিদ্ধিং ন বাপ্নোতি যস্মাদ্যত্নপরো ভবেৎ। ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনং বশ্যে মোক্ষে চ ধনসাধনে। আকৃষ্টৌ যদ্যদিষ্টং স্যাদ্ধারণং শান্তিপৌষ্টিকে। উচ্চাটে মাহিষং চর্ম্ম মারণে নরকেশজং। শান্তিকে স্বস্তিকে প্রোক্তং পৌষ্টিকে পদ্মাসনং॥ আকৃষ্টৌ পাঙ্কিকং জ্ঞেয়ং বিদ্বেষে কুক্কুটাসনং। অর্দ্ধস্বস্তিকমুচ্চাটে অর্দ্ধোত্থানন্তু মারণে। মহাকালস্যাশ্চ দুর্গায়া বশ্যে উক্তং শিবালয়ে। আকৃষ্টৌ নিয়মো নাস্তি বিদ্বেষস্য শ্মশানকে। উচ্চাটনং কুৎসিতে চ শূন্যে দেবালয়োপরি শ্মশানে কালিকাক্ষেত্রে প্রেতমাকৃষ্য মন্ত্রবিৎ। দক্ষিণাভিমুখো ভূত্বা দন্তৈঃ সংপীড্য চাধরং। রিপুং স্মৃত্বা জপং কুর্ব্বন্ সপ্তরাত্রেণ মারয়েৎ। বাসনাত্র যথা প্রোক্তা কর্ম্মষট্‌কানুরূপিণী। শান্তিকে সৌম্যরূপা সা পৌষ্টিকে বশ্যকর্ম্মণি। কাকোলূকাদিভিঃ শত্রুং ভক্ষ্যমাণং মৃতং স্মরেৎ। ইত্যেবং বাসনা কার্য্যা স্থানধ্যানমথোচ্যতে। চতুষ্পত্রাম্বুজে গুহ্যে কুর্য্যান্মূলে মনঃ স্থিরং। রসসিদ্ধিং তথা বশ্যমাকৃষ্টিং কালবঞ্চনং। জপনাদ্বিষভূতাদিকার্য্যারম্ভং গমাগমৌ। সারস্বতং স্তম্ভনঞ্চ বামবাহেন সাধয়েৎ। হৃৎপদ্মকর্ণিকাং ধ্যায়ন্ স্থিরচিত্তেন যোজয়েৎ। লভতে পৌষ্টিকীং সিদ্ধিং শত্রূচ্চাটনমারণে। বিদ্বেষে রবিবাহেন বরনারীবিমোহনং। শান্তিকং পৌষ্টিকং বশ্যং সাধয়েচ্চন্দ্রযোদিতং। ভ্রুবোর্ম্মধ্যে দ্বিপত্রে চ দক্ষবাহেন সাধয়েৎ। ক্ষুদ্রবিদ্যা মহাবিদ্যা মোক্ষকৌতূহলানি চ। যস্য মন্ত্রস্য যদ্ধ্যানং ধ্যায়েৎ স্থানগতং বুধঃ। অথবা সর্ব্বমন্ত্রাণাং ধ্যানং সিদ্ধিকরং শৃণু। কক্ষং বিন্দুগতং ধ্যাত্বা প্রাণশক্তিসমুত্থিতং। শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং শান্তিকে পৌষ্টিকে শুভে। সারস্বতে রসে মোক্ষে খেচরত্বে রসাতলে। সা রক্তা সর্ব্ববশ্যেষু স্তম্ভনে মোহনেপি চ। আকর্ষণে ব্রহ্মবাদে কৌতুকে সিদ্ধিদায়িনী। পীতা তূচ্চাটনে দ্বেষে কৃষ্ণা মারণকর্ম্মণি। এবং ধ্যাত্বা জপং কুর্য্যান্মানসোপাংশুবাচিকং। শান্তিকে পৌষ্টিকে মোক্ষে মানসং জপমাচরেৎ। বশ্যাকৃষ্টাবুপাংশু স্যাদ্বাচিকং ক্ষুদ্রকর্ম্মণি। শনৈঃ শনৈঃ সুবিস্পষ্টং ন দ্রুতং ন বিলম্বিতং। জপং সপ্রণবং কুর্য্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মার্থসিদ্ধয়ে। জপপ্রারম্ভকালে তু মন্ত্রেণার্ঘ্যং প্রদাপয়েৎ। নাতিরিক্তঞ্চ ন্যূনঞ্চ জপং কুর্য্যাৎ সুনিশ্চিতং। জপস্য চ দশাংশেন হোমং কুর্য্যাদ্দিনে দিনে। অথবা লক্ষপর্য্যন্তং হোমঃ কার্য্যো বিপশ্চিতা। গব্যক্ষীরাজ্যমধুভির্বশ্যে পৌষ্টিককর্ম্মণি। ত্রিকোণে বৃত্তকুণ্ডে বা বায়ব্যাভিমুখো হুনেৎ। লবঙ্গশ্রীফলং জাতী প্রিয়ঙ্গু কিংশুকং তথা। পঞ্চদ্রব্যৈর্ম্মিতং

হোমং কুর্য্যাদাকৃষ্টকর্ম্মণি । লবঙ্গেকেন বা কুর্য্যাত্তির্য্যগুদঙ্মুখ-স্থিতঃ । কার্য্যা সমস্ততন্ত্রোক্তা তথা বরাটবীজকং । বিদ্বেষে জুহুয়াম্মন্ত্রী রাক্ষসীদিকৃকৃতাননঃ । ওড়ুম্বরবটাশ্বত্থপ্লক্ষবীজৈ-স্তু তপ্ত্ববৈঃ । উচ্চাটনে মৎস্যকুণ্ডে জুহুয়াৎ পাবকাননঃ । লাক্ষা-সর্পিশ্চ তৎক্ষীরং বীজং কার্পাসসম্ভবং । দধ্যাশ্বিনরমাংসঞ্চ সাধ্যরোমনখাস্তথা । অষ্টোত্তরসহস্রঞ্চ বজ্রকুণ্ডেহনলোখিতে । দক্ষিণাস্যস্তু পঞ্চত্বে জুহুয়াম্মারয়েদ্রিপুন্ । অথবা যত্র যদ্দ্রব্যং প্রোক্তং মন্ত্রস্য সিদ্ধয়ে । তথা হোমঃ প্রকর্ত্তব্যঃ শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা । পূজয়িত্বাথ হুত্বাথ জপ্ত্বা ধ্যাত্বাথ দেবতাং । ঘৃত সোমং সুপক্কঞ্চ ভুঞ্জীত লঘুভোজনং । যদ্বা তদ্বা পরিত্যজ্য দুষ্টানাং কুৎসিতোদনঃ । শস্তমন্নস্তু ভুঞ্জীয়াজ্জিতাত্মা সিদ্ধি-ভাগ্‌ভবেৎ । অন্যথা ভোজনে দোষঃ সিদ্ধিহানিশ্চ জায়তে । ইতি সর্ব্বং শিবেনোক্তং মন্ত্রাণাং সাধনং শুভং । অনুষ্ঠিতো যথান্যায়ং যদি মন্ত্রো ন সিধ্যতি । পুনস্তাবদনুষ্ঠেয়ং ততঃ সিদ্ধোভবত্যলং । পুনস্ত্বনুষ্ঠিতো মন্ত্রো যদি সিদ্ধো ন জায়তে । উপায়াস্তত্র কর্ত্তব্যাঃ সপ্ত শঙ্করভাষিতাং । দ্রাবণং বোধনং বশ্যং পীড়নং শোষপোষণং । দহনং তং ক্রমং কুর্য্যাত্ততঃ সিদ্ধো ভবেদ্ধ্রুবং । দ্রাবণং বারুণে বীজে গ্রথনং ক্রমপোষতঃ । তন্মাত্রাদ্যন্তমালিখ্য শিলাকর্পূরকুঙ্কুমৈঃ । উশীররোচনাভ্যাঞ্চ মন্ত্রং সংগ্রথিতং লিখেৎ । ক্ষীরাজ্যতোয়মধুভির্ম্মধ্যে তং লিখিতং ক্ষিপেৎ । পূজনাজ্জপনাদ্ধোমাদ্রোচিতঃ সিদ্ধিদো ধ্রুবং । দ্রাবিতোপি ন সিদ্ধশ্চেদ্বোধনান্তস্তু কারয়েৎ । সার-স্বতেন বীজেন সংপুটীকৃত্য সংজপেৎ । এবং বুদ্ধো ভবেৎ সিদ্ধো নো চেত্তর্হি বশীকুরু । আরক্তচন্দনং কুষ্ঠং হরিদ্রামদনং শিলাং । এতৈস্তু মন্ত্রমালিখ্য ভূর্জ্জপত্রে সুশোভনে । ধার্য্যং কণ্ঠে ভবেৎ সিদ্ধির্বশ্যমেতৎ প্রকীর্ত্তিতং । বশীকৃতো ন সিদ্ধ-শ্চেৎ পীড়নং তস্য কারয়েৎ । অধরোত্তরযোগেন যদা তু পরিজপ্যতে । ধ্যায়ী তদৈব তং তদ্বদধরোত্তররূপিণী । বিদ্যা-মাদিত্যমূর্দ্ধে তু লিখিত্বা কস্য বামেণ । তথা ভূতেন মন্ত্রেণ হোমঃ কার্য্যো দিনে দিনে । পীড়িতে লজ্জয়াবিষ্টঃ সিদ্ধিঃ স্যাত্তাথ পোষয়েৎ । নিত্যায়াস্ত্রৈপুরং বীজমাদ্যন্তে তস্য যোজয়েৎ । গোক্ষীরৈর্ম্মধুনালিখ্য বিদ্যাং পাণৌ বিধারয়েৎ । পোষিতোঽতো ভবেৎ সিদ্ধো নোচেৎ কার্য্যস্তু শোষণা । দ্বাভ্যাং বায়ুবীজাভ্যাং মন্ত্রৈঃ কুর্য্যাদ্বিদর্ভণং । এষা বিদ্যা গলে ধার্য্যা লিখিত্বা বটভস্মনা । শোষিতোপি ন সিদ্ধশ্চেদ্দহনী-য়োগ্নিবীজতঃ । আগ্নেয়েন চ বীজেন মন্ত্রস্যৈকৈকমক্ষরং । আদ্যন্তমধ উর্দ্ধস্থ যোজয়েদ্দাহকর্ম্মণি । ব্রহ্মবৃক্ষস্য তৈলেন মন্ত্রমালিখ্য ধারয়েৎ । কণ্ঠদেশে ততো মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাচ্ছঙ্করো-দিতং । ইত্যেবং সর্ব্বমন্ত্রাণামুপায়ঃ শম্ভুনোদিতঃ ॥ ইতি শ্রীসিদ্ধ-নাগার্জ্জুনবিরচিতে কক্ষপুটে মন্ত্রসাধনং নাম প্রথমঃ পটলঃ ॥

একচিত্তস্থিতোমন্ত্রী মন্ত্রং জপ্ত্বাযুতদ্বয়ং ।
ততঃ ভোক্ষয়তে লোকান্ দর্শনাদেব সাধকঃ ॥ ১ ॥

সিদ্ধনাগার্জ্জুনোক্ত সর্ব্বজনবশীকরণ কথিত হইতেছে। সাধক স্থিরচিত্ত হইয়া দুই অযুত অর্থাৎ বিংশতিসহস্র মন্ত্র জপ করিয়া প্রক্রিয়া করিবে। এই বশীকরণকার্য্য করিলে তাহাকে দর্শনামাত্র ত্রিভুবন মুগ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

বিদারীবটমূলস্তু জলেন সহ ঘর্ষয়েৎ ।
বিভূত্যা সংযুতং মন্ত্রী তিলকং লোকবশ্যকৃৎ ॥ ২ ॥

ভূমিকুষ্মাণ্ড ও বটবৃক্ষের মূল জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া বিভূতির সহিত কপালে তিলক করিবে। উক্তরূপ তিলকধারী পুরুষকে দর্শন করিলে ত্রিলোক বশ্য হয় ॥ ২ ॥

পুষ্যে পুণর্নবামূলং রুদ্রদন্তীয়মূলিকা । যববীজং তথা বদ্ধা করে সপ্তাভিমন্ত্রিতং পূজ্যো ভবতি সর্ব্বত্র মন্ত্রমত্রৈব কথ্যতে । ওঁ ঐঁ পুরং ক্ষোভয় ভগবতি গম্ভীরয় ব্লুং স্বাহা । এতন্মন্ত্রমযুতদ্বয়ং জপ্ত্বা সিদ্ধো ভবতি ॥ ৩ ॥

পুষ্যানক্ষত্রে পুনর্নবার মূল ও রুদ্রদন্তীর মূল উত্তোলন করিয়া এই দুই মূলের সহিত যববীজ হস্তে বন্ধন করিবে, বন্ধনকালে ওঁ ঐঁ পুরং ক্ষোভয় ইত্যাদি মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া লইতে হইবে এবং এই সকল প্রক্রিয়ার পূর্ব্বে উক্ত মন্ত্র বিংশতিসহস্র বার জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে কার্য্য করিবে। এই সাধনদ্বারা সাধক সর্ব্বত্র পূজ্য হয় ॥ ৩ ॥

উদভ্রান্তপত্রং মঞ্জিষ্ঠাং ককুভং তগরং সমং ।
খানে পানে তথা স্পর্শে দত্তে বশ্যং ভবত্যলং ॥ ৪ ॥

বাতোৎক্ষিপ্তপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, অর্জ্জুনবৃক্ষ ও তগরকাষ্ঠ এই সকল দ্রব্য সমভাগে যাহাকে ভক্ষণ ও পান করাইবে কিম্বা যাহার অঙ্গে স্পর্শ করাইবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয় বশীভূত হইবে ॥ ৪ ॥

সিংহীমূলং হরেৎ পুষ্যে কট্যাং বদ্ধা জগৎপ্রিয়ঃ ।
নিশি কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং মহানীলীং শ্মশানতঃ ।
উদ্ধৃত্য নরতৈলেন অঞ্জনে লোকবশ্যকৃৎ ॥ ৫ ॥

পুষ্যানক্ষত্রে কণ্টকারীর মূল উত্তোলন করিয়া কটীতে বন্ধন করিলে সেই ব্যক্তি সকলের প্রিয়পাত্র হয় এবং কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীর রাত্রিতে শ্মশানস্থিত মহানীল বৃক্ষের মূল উদ্ধৃত করিয়া নরতৈলদ্বারা অঞ্জন করিলে জগৎ বশীভূত করিতে পারা যায় ॥ ৫ ॥

তন্মূলং স্বস্য শুক্রেণ অঞ্জনে লোকবশ্যকৃৎ ।
তন্মূলং বন্ধয়েদ্ধস্তে সর্ব্বলোক-প্রিয়োভবেৎ ॥ ৬ ॥

শ্মশানোৎপন্নমহানীলবৃক্ষের মূল ও স্বীয় শুক্র একত্র পেষণ করিয়া অঞ্জন করিলে বশীকরণ করিতে পারা যায় এবং উক্ত মূল হস্তে বন্ধন করিলে সেই ব্যক্তি সর্ব্বলোকপ্রিয় হয় ॥ ৬ ॥

চন্দ্রপুষ্যে সমুদ্ধৃত্য ব্রহ্মদণ্ডীয়মূলকং।
ভোজয়েৎ সর্ব্বসত্ত্বানাং বশীকরণ মদ্ভুতং ॥ ৭ ॥

পুষ্যানক্ষত্রে ইড়ানাড়ীবহনসময়ে ব্রহ্মদণ্ডীর মূল উদ্ধৃত করিয়া ভক্ষণ করাইলে সর্ব্বপ্রাণীকে বশীভূত করিতে পারে ॥ ৭ ॥

উলূকহৃদয়ং তুল্যং কুমারীরোচনং সুধীঃ।
অঞ্জনং লোচনে বশ্যমানয়েদ্ভুবনত্রয়ং ॥

ওঁ নমো মহাযক্ষিণি অমুকং মে বশমানয় স্বাহা। অস্য মন্ত্রস্য পূর্ব্বমেবাযুতং জপ্ত্বা উদ্ভ্রান্তপত্রাদিসর্ব্বে যোগাঃ কর্ত্তব্যাঃ॥ শতবারমভিমন্ত্র্য সিদ্ধা ভবন্তি ॥ ৮ ॥

পেঁচকের হৃদয়, ঘৃতকুমারী ও গোরোচনা, এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া চক্ষুতে অঞ্জন করিলে ত্রিভুবন বশ্য করিতে পারা যায়। ওঁ নমোমহাযক্ষিণি ইত্যাদি মন্ত্র দশ সহস্র জপ করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়াসকল করিতে হইবে ॥ ৮ ॥

সর্ব্বেষামেব মন্ত্রাণাং মন্ত্রধ্যানং পৃথক্ পৃথক্।
উক্তস্থানে যথাসংখ্যমনুক্তেত্বযুতং জপেৎ ॥ ৯ ॥

মন্ত্রসকলের জপসংখ্যা পৃথক্ পৃথক্ জানিবে। যে মন্ত্রের যেরূপ সংখ্যা উক্ত আছে, সেই মন্ত্র তৎসংখ্যায় জপ করিবে, আর যেস্থলে কোন সংখ্যা উক্ত নাই, সেইস্থলে এক অযুত অর্থাৎ দশসহস্র জপ জানিবে ॥৯॥

মৃগশীর্ষে তু সংগ্রাহ্যং সুরক্তকরবীরকং। নবাঙ্গুলং কীলকন্তু সপ্তবারাভিমন্ত্রিতং। যস্য নাম্না খনেদ্ভূমৌ সবশ্যো ভবতি ধ্রুবং। ওঁ ঐঁ স্বাহা প্রথমমযুতজপঃ ॥ ১০ ॥

মৃগশিরা নক্ষত্রে রক্তকরবীর মূল উদ্ধৃত করিয়া তাহার নবাঙ্গুলপরিমিত কীলক ওঁ ঐঁ স্বাহা এই মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার নাম উল্লেখপূর্ব্বক ভূমিতে নিখনন করিবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয় বশ্য হইবে। ওঁ ঐঁ স্বাহা, এই মন্ত্র প্রথমে দশ সহস্রবার জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে এই কার্য্য করিবে ॥ ১০ ॥

অপামার্গস্য কীলন্তু মূলমুৎসার্য্য ত্র্যঙ্গুলং। সপ্তাভিমন্ত্রিতং যস্য গৃহে ক্ষিপ্ত্বা বশী ভবেৎ। ওঁ মদনকামদেবায় ফট স্বাহা। শতমষ্টোত্তরং জপ্ত্বা পূর্ব্বমেবাভবন্নরঃ। সিদ্ধো ভবতি তৎসত্যং তিলকং কুরুতে বশং ॥ ১১ ॥

অপামার্গের মূল উত্তোলন করিয়া তাহার তিন অঙ্গুল পরিমিত কীলক সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করা যায়, সেই ব্যক্তি বশ্য হইবে। ওঁ মদন কামদেবায় ফট্ স্বাহা। এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে এই কার্য্য করিবে এবং অপামার্গের মূলদ্বারা কপালে তিলক করিলে বশীকরণ হয় ॥ ১১ ॥

স্বয়ম্ভুকুসুমং বস্ত্রে গৃহীত্বা ত্রিপথে দহেৎ। শনিভৌমস্য বারে বা তদ্ভস্মতিলকং কৃতং। বশং নয়তি রাজানমন্যলোকেষু কা কথা। ওঁ নমো ভৈরবীতরে আজ্ঞাকালে কমলমুখে রাজমোহনে প্রজাবশীকরণে স্ত্রীপুরুষরঞ্জনি লোকবশ্যমোহনি মে সোহং ওঁ গুরুপ্রসাদেন ॥১২॥

স্বয়ম্ভুকুসুম বস্ত্রমধ্যে গ্রহণ করিয়া ত্রিপথের মধ্যস্থানে শনি কিম্বা মঙ্গলবারে দগ্ধ করিবে। তৎপরে ঐ বস্ত্রদগ্ধ ভস্মদ্বারা কপালে তিলক করিবে। ইহাতে রাজাও বশীভূত হন, অন্যের আর কথা কি। ওঁ নমো ভগবতি ইত্যাদি মন্ত্রে উক্তকার্য্য করিবে ॥ ১২ ॥

রাত্রৌ কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং লাঙ্গলীমূলমুদ্ধরেৎ। শ্বেতচ্ছগলিকাগর্ভে শয্যায়াং নরতৈলকং। ক্ষৌদ্রকালকসংযুক্তং তিলকং সর্ব্ববশ্যকৃৎ ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে ইষলাঙ্গলিয়াবৃক্ষের মূল, নরতৈল, মধু ও হরিতাল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া কপালে তিলক করিলে সর্ব্বলোককে বশীভূত করিতে পারা যায় ॥ ১৩ ॥

অজমোদস্য মূলেন তুরগীগর্ভশয্যয়া। হরিতালঞ্চ সংপিষ্য গুটিকা মুখমধ্যগা। যদ্যস্মাদ্যাচতে বস্তু তত্তদেব দদাত্যসৌ ॥ ওঁ অশ্মকর্ণেশ্বরি দুর্ব্বলে আইকেশিকজটাকলাপে। ঢক্কার ফেৎকারিণি স্বাহা ॥ ১৪ ॥

যমানীবৃক্ষের মূল ও হরিতাল একত্র পেষণ করিয়া গুটিকা করিবে, ঐ গুটিকা মুখমধ্যে রাখিয়া যাহার যাহার নিকট যে যে দ্রব্য প্রার্থনা করিবে, সেই সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ সেই সেই দ্রব্য প্রদান করিয়া থাকে। ওঁ অশ্মকর্ণেশ্বরি ইত্যাদি মন্ত্রে উক্ত কার্য্য করিবে ॥ ১৪ ॥

বটপত্রং ময়ূরশিখয়াতুল্যং তিলকং লোকবশ্যকৃৎ। বিষ্ণুক্রান্তা ভৃঙ্গরাজং রোচনং সহদেবিকা। শ্বেতাপরাজিতামূলং কন্যাহস্তে প্রলেপয়েৎ। বারিণা তিলকং কুর্য্যাৎ সর্ব্বলোকবশঙ্করং ॥ ১৫ ॥

বটপত্র ও ময়ূরশিখা তুল্য পরিমাণে লইয়া তিলক করিলে সর্ব্বলোক বশীভূত হয় এবং কৃষ্ণাপরাজিতা, ভৃঙ্গরাজের মূল, গোরোচনা, বেড়েলা ও শ্বেতাপরাজিতার মূল এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া অবিবাহিত কন্যার হস্তে লেপন করিবে। তৎপরে ঐ লিপ্তবস্তু জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া তিলক করিলে সর্ব্বলোক বশীভূত হইবে ॥ ১৫ ॥

রক্তাশ্বমারপুষ্পঞ্চ কুষ্ঠঞ্চ শ্বেতসর্ষপং। শ্বেতার্কমূলং তগরং শ্বেতগুঞ্জা চ বারুণী। কৃষ্ণাষ্টম্যাং পুষ্যযুক্তং চতুর্দ্দশ্যাং তথাবিধং। পেষয়েৎ কন্যকাহস্তে তিলকং সর্ব্ববশ্যকৃৎ॥ ১৬॥

রক্তকরবীরপুষ্প, কুড়, শ্বেতসর্ষপ, শ্বেত আকন্দের মূল, তগর শ্বেতগুঞ্জা ও রাখালসসার মূল এই সকল দ্রব্য পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী অথবা চতুর্দ্দশী তিথিতে একত্র কন্যার হস্তে পেষণ করিবে। তৎপরে ঐ পিষ্টদ্রব্যদ্বারা তিলক করিবে, ইহাতে সর্ব্বলোক বশীভূত হয়॥ ১৬॥

অপামার্গস্য মূলন্তু পেষয়েদ্রোচনেন তু। ললাটে তিলকং কৃত্বা বশীকুর্য্যাজ্জগত্ত্রয়ং। ওঁ নমো বরজালিনী সর্ব্বলোকবশঙ্করী স্বাহা। অয়ং মন্ত্র উক্ত যোগানাং। অষ্টোত্তরসহস্রজপাৎ সিদ্ধিঃ॥ ১৭॥

অপামার্গের মূল ও গোরোচনা একত্র পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে ত্রিজগৎ বশীভূত করিতে পারা যায়। ওঁ নমো বরজালিনি ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সকল করিতে হইবে॥ ১৭॥

উলূকচক্ষুরাদায় গোরোচনসমন্বিতং।
বারিণা সহ দাতব্যং পানাদ্বশ্যকরং পরং॥ ১৮॥

পেঁচকের চক্ষু আনিয়া তাহার সহিত গোরোচনা মিশ্রিত করিয়া যাহাকে জলের সহিত পান করিতে দিবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে॥১৮॥

উলূকস্য তু কর্ণৌ দ্বৌ চটকস্য বিলোচনং। তচ্চূর্ণং তিলকে পানে ভক্ষণে গন্ধপুষ্পয়োঃ। ক্ষিপেদ্বা মস্তকে যস্য স বশ্যো জায়তেঽচিরাৎ॥ ১৯॥

পেচকের দুই কর্ণ এবং চটকপক্ষীর চক্ষু এই দুই দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণদ্বারা কপালে তিলক করিলে জগৎ বশীভূত করিতে পারে। আর এই চূর্ণ কোন ব্যক্তির ভক্ষ্যদ্রব্য ও পানীয় জলের সহিত প্রদান করিলে অথবা গন্ধদ্রব্য ও পুষ্পের সহিত আঘ্রাণ করাইলে কিম্বা কোন ব্যক্তির মস্তকে অর্পণ করিলে সেই সেই ব্যক্তি বশীভূত হইয়া থাকে॥১৯॥

মাংসং গ্রাহ্যমূলূকস্য কুঙ্কুমাগুরুচন্দনং। গোরোচনসমং পিষ্টং ভক্ষে পানে জগদ্বশং। স্ত্রিয়ো বা পুরুষো বাপি সহস্রজপনাদ্ভবেৎ। ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রুঃ হ্মঃ হ্রেঃ ফট্ নমঃ॥ ২০॥

পেঁচকের মাংস, কুঙ্কুম, অগুরু, রক্তচন্দন ও গোরোচনা এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে একত্র পেষণ করিয়া ভক্ষণে কি পানে প্রদান করিলে ত্রিজগৎ বশীভূত হয়। ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ইত্যাদি মন্ত্র সহস্র জপ করিয়া এই কার্য্য করিবে, ইহাতে স্ত্রী কিম্বা পুরুষ সকলেই বশ্য হইয়া থাকে॥ ২০॥

কৃতোপবাসো গৃহ্নীয়াৎ সমূলাঞ্চেন্দ্রবারুণীং। উত্তরাভিমুখেনৈব কুটয়েত্তদুদূখলে। তৎকল্কং ত্রিকটুং তুল্যমজামূত্রেণ পেষয়েৎ। ছায়াশুষ্কাং বটীং কুর্য্যাৎ সা বটী রক্তচন্দনং। ঘৃষ্ট্বাথ স্বাঙ্গুলীং লিপ্ত্বা তয়া স্পৃষ্টে জগদ্বশং॥ ২১॥

পূর্ব্বদিবস উপবাসী থাকিয়া রাখালসসার মূল উত্তোলন করিবে, পরে উত্তরাভিমুখী হইয়া উদূখলে ঐ মূল কুট্টিত করিবে। অনন্তর ঐ কল্ক ও ত্রিকটু অর্থাৎ মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ তুল্যপরিমাণে লইয়া ছাগমূত্রে পেষণপূর্ব্বক ছায়াতে শুষ্ক করিয়া বটী করিবে। তৎপরে ঐ বটিকা ও রক্তচন্দন একত্র ঘর্ষণ করিয়া স্বীয় অঙ্গুলীতে লেপনপূর্ব্বক ঐ অঙ্গুলীদ্বারা যাহাকে স্পর্শ করিবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে। এই বশীকার্য্যে ত্রিজগৎ বশ্য হয়॥ ২১॥

সা বটী দেবদারুঞ্চ তুল্যঞ্চ সিতচন্দনং।
জলে ঘৃষ্ট্বা বিলেপায় দত্তং যস্য ভবেদ্বশঃ॥ ২২॥

পূর্ব্বোক্ত বটী, দেবদারু ও শ্বেতচন্দন তুল্যপরিমাণে লইয়া একত্র জলে ঘর্ষণ করিয়া যাহাকে অঙ্গে লেপনার্থ প্রদান করা যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইয়া থাকে॥ ২২॥

সা বটী রোচনং তুল্যং কৃত্বা তোয়েন পেষয়েৎ। অনেন তিলকং কৃত্বা সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ॥ ওঁ নমঃ শচী ইন্দ্রাণী সর্ব্ববশঙ্করী সর্ব্বার্থসাধিনী স্বাহা। অস্য সহস্রে জপ্তে পূর্ব্বযোগসিদ্ধিঃ॥ ২৩॥

পূর্ব্বকৃত বটী ও গোরোচনা এই দুই দ্রব্য তুল্যপরিমাণে লইয়া জলের সহিত পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে সেই ব্যক্তি সর্ব্বত্র জয়লাভ করিতে পারে। ওঁ নমঃ শচী ইন্দ্রাণী ইত্যাদি মন্ত্র সহস্র জপ করিয়া পূর্ব্বোক্ত যোগ সকল করিলে সিদ্ধি হইবে॥ ২৩॥

কৃষ্ণপক্ষচতুর্দ্দশ্যামষ্টম্যাং বা উপোষিতঃ। বলিং দত্বা সমুদ্ধৃত্য সহদেবীং সুচূর্ণয়েৎ। তাম্বূলেন তু তচ্চূর্ণং যোজ্যং বশ্যকরং পরং॥ ২৪॥

কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী কিম্বা অষ্টমী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া দেবতাকে বলিপ্রদানপূর্ব্বক বেড়েলার মূল উত্তোলন করিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ যাহাকে তাম্বূলের সহিত ভক্ষণ করিতে দিবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে॥২৪

রোচনাসহদেবীভ্যাং তিলকোবশ্যকারকঃ।
মনঃশিলা চ তন্মূলমঞ্জয়েৎ সর্ব্ববশ্যকৃৎ॥ ২৫॥

গোরোচনা ও বেড়েলা একত্র পেষণ করিয়া তিলক করিলে সমস্ত লোক বশীভূত করিতে পারে এবং মনঃশিলা ও বেড়েলার মূল একত্র পেষণ করিয়া অঞ্জন করিলে সর্ব্বলোক বশ্য হয়॥ ২৫॥

সপ্তাহং তাম্বূলস্যান্তঃ সহদেবীং প্রয়োজয়েৎ।
রাজা বশ্যমবাপ্নোতি সর্ব্বলোকেষু কা কথা॥ ২৬॥

বেড়েলার মূল সপ্তাহ পর্য্যন্ত তাম্বূলের সহিত প্রয়োগ করিলে রাজাও বশীভূত হয়, অন্য লোকের আর কথা কি?॥ ২৬॥

শিরসা ধারয়েত্তচ্চ চূর্ণং সর্ব্বত্র বশ্যকৃৎ। মুখে

ক্ষিপ্ত্বাথ তন্মূলং কট্যাং বদ্ধা চ কাময়েৎ। যা নারী সা ভবেদ্বশ্যা মন্ত্রযোগেন নান্যথা। ওঁ নমো ভগবতি মাতঙ্গেশ্বরি সর্ব্বমুখরঞ্জনি সর্ব্বেষাং মহামায়ে মাতঙ্গি কুমারিকে লেপে লঘু লঘু বশং কুরু কুরু স্বাহা। সহস্রজপ্তে উক্তযোগানাং সিদ্ধিঃ ॥ ২৭ ॥

বেড়েলার মূল চূর্ণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিলে, সর্ব্বলোক বশ্য করিতে পারে এবং ঐ মূল মুখে নিক্ষেপ অথবা কটীতে বন্ধন করিবে, নারী বশীভূতা হয়। ওঁ নমো ভগবতি ইত্যাদি মন্ত্র সহস্র জপ করিয়া উক্ত প্রক্রিয়া সকল করিলে কার্য্য সিদ্ধ হয় ॥ ২৭ ॥

সুনির্ব্বাতচিতাঙ্গারঃ শৃগালরুধিরৈঃ সহ।
যস্যৈব শিরসি ক্ষিপ্তং স বশ্যো ভবতি ধ্রুবং ॥ ২৮ ॥

শ্মশানের অঙ্গার ও শৃগালের রক্ত একত্র করিয়া যাহার মস্তকে নিক্ষেপ করাযায় সেই ব্যক্তি নিশ্চয় বশীভূত হয় ॥ ২৮ ॥

শিখিপিত্তঞ্চ গোরম্ভা মোহিনী রোচনী শিখা।
পেষয়েৎ কন্যকাহস্তাৎ স্পর্শে পানে জগদ্বশং ॥ ২৯ ॥

ময়ূরের পিত্ত, গোরম্ভা, জাতিপুষ্প ও গোরোচনা, এই সকল দ্রব্য একত্র অবিবাহিতকন্যাদ্বারা পেষণ করাইয়া স্পর্শ করাইলে বা পান করাইলে জগৎ বশ্য করিতে পারা যায় ॥ ২৯ ॥

শ্বেতাপরাজিতামূলং চন্দ্রগ্রহণ-উদ্ধৃতং।
অঞ্জিতাক্ষো নরস্তেন তিলকো লোকবশ্যকৃৎ ॥ ৩০ ॥

চন্দ্রগ্রহণকালে শ্বেত অপরাজিতার মূল আহরণ করিয়া তদ্দ্বারা অঞ্জন করিয়া কপালে তিলক করিলে সর্ব্বজন বশ্য হয় ॥ ৩০ ॥

মেঘনাদস্য মূলন্তু বক্ত্রস্থং বশ্যকারকং।
পরবাদী ভবেন্মূকোঽথবা যাতি দিগন্তরং ॥ ৩১ ॥

কাঁটানটিয়ার মূল মুখে রাখিলে বশীকরণ করিতে পারা যায় এবং প্রতিবাদী মূক হয়, অথবা দিগন্তরে পলায়ন করে ॥ ৩১ ॥

গ্রাহ্যং কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং শ্বেতগুঞ্জীয়মূলকং।
তাম্বূলেন প্রদাতব্যং সর্ব্বলোকবশঙ্করং ॥ ৩২ ॥

কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতিথিতে শ্বেতগুঞ্জার মূল উদ্ধৃত করিয়া তাম্বূলের সহিত যাহাকে দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়। এই প্রক্রিয়াদ্বারা সর্ব্বজনকে বশ্য করা যাইতে পারে ॥ ৩২ ॥

শিলারোচনতন্মূলং বারিণা তিলকে কৃতে।
সম্ভাষণেন সর্ব্বেষাং বশীকরণমুত্তমং ॥ ৩৩ ॥

মনঃশিলা, গোরোচনা ও শ্বেতাপরাজিতার মূল এই তিন দ্রব্য জলের সহিত পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিয়া যাহার সহিত আলাপ করা যায় সেই ব্যক্তি বশ্য হয় ॥ ৩৪ ॥

স্বর্ণবেষ্টিততন্মূলং সমুদ্রং কারয়েদ্বুধঃ।
তদ্বাক্যাদ্বশমায়াতি প্রাণৈরপি ধনৈরপি ॥ ৩৪ ॥

স্বর্ণবেষ্টিত শ্বেতাপরাজিতার মূল মুদ্রামধ্যগত করিয়া যে ব্যক্তি ধারণ করে তাহার বাক্যে সকল লোক বশীভূত হয় ॥ ৩৪ ॥

চর্ব্বয়িত্বা তু তন্মূলং তেনৈব তিলকং কৃতং। দৃষ্টমাত্রে বশং যাতি নারী বা পুরুষোঽপি বা। ওঁ বজ্রকিরণে শিবে রক্ষ রক্ষ ভগবতি মমাদি অমৃতং কুরু কুরু স্বাহা। উক্তযোগানাং সহস্রজপে সিদ্ধিঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্বেতাপরাজিতার মূল চর্ব্বণ করিয়া তদ্দ্বারা তিলক করিবে। নারী কিম্বা নর উক্ত তিলকধারী ব্যক্তিকে দর্শনমাত্র বশীভূত হয়। ওঁ বজ্রকিরণে ইত্যাদি মন্ত্র সহস্র জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকল করিবে ॥৩৫॥

কৃতোপবাসো মন্ত্রী তু পুষ্যে কৃষ্ণাষ্টমীযুতে। পুষ্পধূপবলিং দত্ত্বা ঘৃতেনৈব তু দীপয়েৎ। দত্ত্বা মন্ত্রং জপেত্তত্র অষ্টাধিকসহস্রকং। ওঁ শ্বেতবর্ণে সিতপর্ব্বতবাসিনি অপ্রতিহতে মম কার্য্যং কুরু কুরু ঠঃ ঠঃ স্বাহা। শ্বেতগুঞ্জাফলং গ্রাহ্যং তৎস্থানামৃত্তিকাযুতং। ঘৃতেন লেপয়েৎ সর্ব্বং নরপাত্রে তু শোভনে। ক্ষিপ্ত্বা কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যামষ্টম্যাং ভুবি বিক্ষিপেৎ। সমন্ত্রেণোদকেনৈব সিঞ্চ্যান্নিত্যং ফলাবধি। ওঁ শ্বেতবর্ণে সিতবাসিনি শ্বেতপর্ব্বতনিবাসিনি সর্ব্বকার্য্যাণি কুরু কুরু অপ্রতিহতে নমো নমঃ স্বাহা ॥ ইতি সেচনমন্ত্রঃ ॥

পুনঃ পুষ্যে শুচির্ভূত্বা সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ। ধূপদীপোপহারাদ্যৈর্ন্যাসং কৃত্বা সমুদ্ধরেৎ। ওঁ শ্বেতহৃদয়ায় নমঃ। ওঁ পদ্মমুখে শিরসে স্বাহা। ওঁ নমঃ সর্ব্বজ্ঞানময়ে শিখায়ৈ বষট্। ওঁ নমঃ সর্ব্বশক্তিমত্যৈ কবচায় হুঁ। ওঁ নমঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ পরমন্ত্র ভেদনে অস্ত্রায় ফট্। সর্ব্বাণ্যঙ্গানি নমোন্তাদীনি। ইতি ন্যাসং কৃত্বা ততো মূলমন্ত্রেণোৎপাটয়েৎ। ওঁ নমো ভগবতি হ্রীঁ শ্বেতবাসে নমোনমঃ স্বাহা। অস্য চ মূলমন্ত্রস্য পূর্ব্বমেবাযুতং জপেৎ। দশাংশং হবনং কুর্য্যাৎ তিলদূর্ব্বাঘৃতপ্লুতং। এবং কৃত্বা সমুদ্ধৃত্য গুঞ্জামূলং সুসিদ্ধিদং। তন্মূলং চন্দনং শ্বেতং লেপঃ স্যাদ্বশ্যকারকঃ। তন্মূলং মধুনা যুক্তং লেপঃ সর্ব্বত্র বশ্যকৃৎ ॥ ৩৬ ॥

পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতিথিতে সাধক উপবাসী থাকিয়া পুষ্প, ধূপ, বলি ও ঘৃত প্রদীপ প্রদানপূর্ব্বক ওঁ শ্বেতবর্ণে ইত্যাদি মন্ত্র অষ্টাধিক সহস্রবার জপ করিবে, তৎপরে শ্বেতগুঞ্জাফল ও সেই স্থানের মৃত্তিকা আহরণ করিয়া ঐ ফল ঘৃতদ্বারা লেপন করিবে। তৎপরে ঐ বীজ ও

মৃত্তিকা উত্তম একটি নূতন পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী কিম্বা অষ্টমীতিথিতে মৃত্তিকামধ্যে পুতিয়া রাখিবে। অনন্তর যাবৎকাল ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মিয়া ফল না জন্মে, তাবৎকাল ওঁ শ্বেতবর্ণে সিতবাসিনি ইত্যাদি মন্ত্রে জলসেক করিবে। ঐ বৃক্ষের ফল হইলে পুনর্ব্বার পুষ্যা-নক্ষত্রে শুচিপূর্ব্বক উপবাসী থাকিয়া ধূপাদি উপহার প্রদানপূর্ব্বক ওঁ শ্বেতজ্বলয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ন্যাস করিয়া ওঁ নমো ভগবতি ইত্যাদি মূলমন্ত্রে ঐ শ্বেতগুঞ্জার মূল উৎপাটন করিবে। এই প্রক্রিয়ার পূর্ব্বে ওঁ নমোভগবতি ইত্যাদি মূলমন্ত্র দশ সহস্র জপ এবং ঘৃতমিশ্রিত তিল ও শ্বেতদূর্ব্বাদ্বারা সহস্রহোম করিতে হইবে। উক্ত শ্বেতগুঞ্জার মূল ও শ্বেতচন্দন একত্র পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে বশীকরণ হয় এবং উক্ত মূল মধুর সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলেও সর্ব্বজন বশ্য হয় ॥৩৬॥

মনঃশিলা চ তন্মূলং বারিণা শ্বেতচন্দনং।
ঘৃষ্ট্বা তত্তিলকং কুর্য্যাৎ সর্ব্বলোকবশঙ্করং ॥ ৩৭ ॥

মনঃশিলা, পূর্ব্বরূপ শ্বেতগুঞ্জার মূল ও শ্বেতচন্দন এই তিন দ্রব্য একত্র জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে সর্ব্বলোক বশীভূত হয় ॥ ৩৭ ॥

তন্মূলং সর্ষপং শ্বেতং প্রিয়ঙ্গু চ সমং সমং। চূর্ণিতং মস্তকে যস্য ক্ষিপ্ত্বা বশ্যকরং পরং। ওঁ নমঃ শ্বেতগাত্রে সর্ব্বলোকবশঙ্করি দুষ্টান্ বশং কুরু কুরু মে বশমানয় স্বাহা। উক্ত যোগানামষ্টোত্তরশতজপ্তে সিদ্ধিঃ ॥ ৩৮ ॥

পূর্ব্বরূপ শ্বেতগুঞ্জার মূল, শ্বেতসর্ষপ ও প্রিয়ঙ্গু এই তিন দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া চূর্ণকরিয়া সেই চূর্ণ যাহার মস্তকে নিক্ষেপ করা যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়। ওঁ নমঃ শ্বেতগাত্রে ইত্যাদি মন্ত্র অষ্টোত্তরশত জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সকল করিবে ॥ ৩৮ ॥

বাসামূলং প্রিয়ঙ্গুঞ্চ কুষ্ঠৈলা নাগকেশরং। শ্বেতসর্ষপ-সংযুক্তো ধূপঃ সর্ব্ববশঙ্করঃ। ওঁ কামিনি মাধবি মাধবি নমঃ। অনেন ধূপমভিমন্ত্রয়েৎ। অথানেন মন্ত্রেণ শত-মভিমন্ত্রিতং পুষ্পং যস্য দীয়তে যস্য নাম্না নিত্যং সপ্তগ্রাম-মন্নং ভুজ্যতে সপ্তদিনেন স বশ্যো ভবতি। ওঁ কটং কটে ঘোররূপিণি ঠঃ ঠঃ। অস্য মন্ত্রস্য উক্ত সিদ্ধিশ্চ পূর্ব্ব-মন্ত্রবৎ ॥ ৩৯ ॥

বাসকের মূল, প্রিয়ঙ্গু, কুড়, এলাচী, নাগকেশর ও শ্বেতসর্ষপ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া যাহার অঙ্গে ধূপ প্রদান করা যায়, সেই ব্যক্তি বশ্য হইয়া থাকে। ওঁ কামিনি মাধবি ইত্যাদি মন্ত্রে ধূপ অভিমন্ত্রিত করিয়া লইতে হইবে এবং উক্ত মন্ত্রে শতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া একটি পুষ্প যাহাকে দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়। অথবা উক্ত মন্ত্রে অন্ন অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার নাম উল্লেখপূর্ব্বক সপ্তাহপর্য্যন্ত প্রতিদিন ৭ সাত গ্রাস করিয়া ভোজন করা যায়, সেই ব্যক্তি নিশ্চয় বশীভূত হইয়া থাকে। ওঁ কটং কটে ইত্যাদি মন্ত্র এই প্রক্রিয়ার পূর্ব্বে সহস্রবার জপ করিয়া কার্য্য করিলে কার্য্যের সফলতা হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

ওঁ ঘণ্টাকর্ণায় নমঃ। অস্য পূর্ব্বমেবাযুতং জপ্ত্বা ততোঽনেন মন্ত্রেণ পাষাণং সপ্তাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা পত্তনে বা গ্রামে বা ক্ষিপেৎ তেন পাষাণেন বৃক্ষং তাড়য়েৎ। গ্রামমধ্যে অপ্রার্থিতং সুখভোগং প্রাপ্নোতি ॥ ৪০ ॥

ওঁ ঘণ্টাকর্ণায় নমঃ এই মন্ত্র প্রথমে দশ সহস্র জপ করিয়া তৎপরে উক্ত মন্ত্রে একখণ্ড পষাণ সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যে গ্রামে যে পুরীমধ্যে নিক্ষেপ করা যায় অথবা গ্রামমধ্যগত কোন বৃক্ষে তাড়ন করা যায়, সেই গ্রামে বা পুরীমধ্যে অপ্রার্থিত সুখভোগ লাভ হয় ॥ ৩০ ॥

কন্দকাধো জপেল্লক্ষদ্বয়ং মন্ত্রস্য সাধকঃ। ঘৃতাক্তৈ-গুগ্গুলৈর্হোমৈর্দ্দেবী সৌভাগ্যদায়িনী। ত্রৈলোক্যং বশ-মায়াতি স্পৃষ্টমাত্রে ন সংশয়ঃ। ক্লীঁ জনকে স্বাহা ॥৪১॥

সাধক ক্লীঁ জনকে স্বাহা, এই মন্ত্র দুই লক্ষ জপ করিয়া ঘৃতাক্ত গুগ্গুলদ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে। এইরূপ জপহোম করিলে দেবী সৌভাগ্য প্রদান করেন এবং স্পর্শমাত্রে সাধক ত্রিভুবন বশীভূত করিতে পারে ॥ ৪১ ॥

যক্ষমন্ত্রেণ সংতাড্য সপ্তধা ক্ষীরভূরুহং। তৎকাষ্ঠ-ঞ্চৈব সংগ্রাহ্যমেকবিংশতিমন্ত্রিতং। ধারয়েদ্দক্ষিণে কর্ণে অন্নমপ্রার্থিতং লভেৎ। ওঁ মহাযক্ষসেনাধিপতয়ে মানি-ভদ্রায় অপ্রার্থিতমন্নং দেহি মে দেহি স্বাহা ॥ ৪২ ॥

ওঁ মহাযক্ষসেনাধিপতয়ে ইত্যাদি যক্ষমন্ত্রে ক্ষীরিবৃক্ষকে সপ্তবার তাড়ন করিয়া উক্তমন্ত্রে একবিংশতিবার অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই বৃক্ষের কাষ্ঠ গ্রহণ করিবে। পরে ঐ কাষ্ঠ দক্ষিণ কর্ণে ধারণ করিলে অপ্রার্থিত অন্নলাভ হয় ॥ ৪২ ॥

অশ্বত্থবৃক্ষমারূঢ়ঃ পূর্ব্বমেবাযুতং জপেৎ। করবীরক-পুষ্পঞ্চ সপ্তমন্ত্রাভিমন্ত্রিতং। তৎপুষ্পং দীয়তে যস্য স বশ্যস্তৎক্ষণাদ্ভবেৎ। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় সিদ্ধরূপিণে শিখিবন্ধ সর্ব্বেষাং শিবমস্তু শিবমস্তু হন হন রক্ষ রক্ষ সর্ব্ব-ভূতেভ্যশ্চ নমঃ ॥ ৪৩ ॥

অশ্বত্থবৃক্ষে আরোহণ করিয়া ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ইত্যাদি মন্ত্রে দশসহস্র জপ করিবে, তৎপরে একটি করবীপুষ্প উক্ত মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহাকে দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বশীভূত হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

বাসোপিধায় কৌস্তুভং রাত্রৌ মন্ত্রাযুতং জপেৎ। নরনারীনরেন্দ্রাণাং সততং ক্ষোভকারকঃ ॥ ওঁ নমো

ভূতনাথায় যং ভূপাল বশং কুরু কুরু ভুবন ক্ষোভক ক্ষোভয় ক্ষেং ব্লীং ব্লীং ব্লুং স্বাহা ॥ ৪৪ ॥

কষায়িত বস্ত্র পরিধান করিয়া রাত্রিকালে ওঁ নমো ভূতনাথায় ইত্যাদি মন্ত্র দশ সহস্র জপ করিবে, ইহাতে নর ও নারী সকলে ক্ষোভিত হয় ॥৪৪॥

রাত্রৌ দশসহস্রাণি জপ্তব্যং পদ্মকেশরৈঃ। সিতামধু-পয়োমিশ্রৈঃ কৃতহোমোদশাংশতঃ। রঞ্জকশ্চেষ্টতে লোকান্ দর্শনস্তুষ্টিকারকঃ। ওঁ ঐঁ অমুকং রঞ্জয় হ্রীং স্বাহা ॥ ৪৫ ॥

রাত্রিকালে ওঁ ঐঁ অমুকং রঞ্জয় হ্রীং স্বাহা। এই মন্ত্র দশ সহস্র জপ করিবে, তৎপরে শর্করা, মধু ও দুগ্ধমিশ্রিত পদ্মকেশরদ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে, ইহাতে সকল লোককে অনুরক্ত করিতে পারে এবং তাহাকে দর্শন করিলে সকল লোকের সন্তোষ জন্মে ॥ ৪৫ ॥

ভুক্ত্বোচ্ছিষ্টো জপেন্মন্ত্রী পূর্ব্বমেবাযুতং ততঃ। একান্তে স্মরণান্মন্ত্রী তত্রৈবায়াতি ভোজনং। ওঁ উচ্ছিষ্টচাণ্ডালি বাধাদিনি রাজমোহনি প্রজামোহন স্ত্রীমোহন আন্ আন্ বে বে বায়ু বায়ু উচ্ছিষ্টচাণ্ডালি সত্যবাদিনি কী শক্তি ফুরৈ ॥ ৪৬ ॥

সাধক ভোজন করিয়া উচ্ছিষ্টমুখে ওঁ উচ্ছিষ্টচাণ্ডালি ইত্যাদি মন্ত্র দশ সহস্র জপ করিবে, অনন্তর কোন নির্জনস্থানে বসিয়া উক্ত মন্ত্রে দ্রব্য স্মরণ করিবে। ইহাতে তৎক্ষণাৎ সাধকের নিকট বিবিধ ভোজনীয় দ্রব্য উপস্থিত হইবে ॥ ৪৬ ॥

মন্ত্রলক্ষমিদং জপ্ত্বা ভূতনাথঃ প্রসিধ্যতি। খং ভূপাতালভূতানি স্মরণাৎ কুরুতে বশং ওঁ নমো ভূতনাথায় সমস্তভুবনভূতানিসাধয় হং ॥ ৪৭ ॥

ওঁ নমো ভূতনাথায় ইত্যাদি মন্ত্র লক্ষ জপ করিলে সাধকের প্রতি ভূতনাথ অর্থাৎ মহাদেব প্রসন্ন হন। এবং ঐ সাধক যাহাকে স্মরণ করে, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বশীভূত হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুনবিরচিতে কক্ষপুটে সর্ব্ববশী করণং দ্বিতীয়ঃ পটলঃ ॥

অথ রাজবশ্যমাহ।

কুঙ্কুমং চন্দনঞ্চৈব রোচনং শশিমিশ্রিতং। গবাং ক্ষীরেণ তিলকং রাজবশ্যকরং পরং। ওঁ ক্লীং সঃ অমুকং মে বশং কুরু কুরু স্বাহা॥ পূর্ব্বমেব সহস্রং জপ্ত্বা ততোঽনেন মন্ত্রেণ সপ্তাভিমন্ত্রিতং পূর্ব্বতিলকং কুর্য্যাৎ ॥১॥

অনন্তর রাজবশীকরণ কথিত হইতেছে। কুঙ্কুম, রক্তচন্দন, গোরোচনা ও কর্পূর এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া গাভীদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া কপালে তিলক করিবে, ইহাতে রাজবশীকরণ হয়। এই প্রক্রিয়ার পূর্ব্বে ওঁ ক্লীঁ সঃ ইত্যাদি মন্ত্র সহস্র জপ করিবে, পরে তিলক দ্রব্য উক্তমন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া তিলক করিতে হইবে ॥ ১ ॥

চক্রমর্দ্দস্য মূলন্তু হস্তর্ক্ষে তু সমুদ্ধরেৎ। রাজদ্বারে ভবেৎপূজ্যো হস্তে বদ্ধা চ বাদজিৎ। ওঁ সুদর্শনায় হুঁ ফট্ স্বাহা। পূর্ব্বমেব সহস্রজপে সিদ্ধিঃ ॥ ২ ॥

হস্তানক্ষত্রে চাকুলীয়ার মূল উদ্ধৃত করিয়া হস্তে ধারণকরিলে সেই ব্যক্তি রাজদ্বারে পূজনীয় হয় এবং বিবাদে জয় লাভ করে। এই প্রক্রিয়ার পূর্ব্বে ওঁ সুদর্শনায় হুঁ ফট্ স্বাহা, এই মন্ত্র সহস্র জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে কার্য্য করিবে ॥ ২ ॥

পূর্ব্বমেবাযুতং জপ্ত্বা চণ্ডমন্ত্রস্য সিদ্ধয়ে। ততোঽস্যৌ-ষধযোগায় কুরু সপ্তাভিমন্ত্রিতং। সিধ্যন্তে সর্ব্বকর্ম্মাণি পূর্ব্বমেব প্রভাবতঃ। ওঁ হ্রীঁ রক্তচামুণ্ডে কুরু কুরু অমুকং মে বশমানয় স্বাহা। অয়ং চণ্ডমন্ত্রঃ সর্ব্বসিদ্ধো ভবতি ॥ ৩ ॥

যে স্থলে চণ্ড মন্ত্রদ্বারা কার্য্য করিতে হইবে, সেই স্থলে মন্ত্র সিদ্ধির নিমিত্তে প্রথমতঃ ওঁ হ্রীঁ রক্তচামুণ্ডে ইত্যাদি মন্ত্র সহস্র জপ করিবে, পরে ঔষধাদি গ্রহণ ও প্রয়োগকালেও উক্তমন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া কার্য্য করিবে। এইরূপ করিলে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

মঞ্জিষ্ঠা কুঙ্কুমঞ্চৈব অজমোদা কুমারিকা। চিতি-ভস্ম স্বরক্তঞ্চ স্বরেতেন চ মারয়েৎ। পুষ্যে চ বটিকাং কৃত্বা ভক্ষ্যে পানেচ দাপয়েৎ। স্পৃষ্টে বা রাজবশ্যং স্যাচ্চ-ণ্ডমন্ত্রপ্রভাবতঃ ॥ ৪ ॥

মঞ্জিষ্ঠা, কুঙ্কুম, যমানী, ঘৃতকুমারী, চিতার ভস্ম ও আপন শরীরের রক্ত. এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া স্বীয় শুক্রদ্বারা ভাবনা দিয়া পুষ্যানক্ষত্রে গুটিকা করিবে। এই গুটিকা যাহাকে ভক্ষ্যদ্রব্য কিম্বা পানীয় জলাদির সহিত ভক্ষণ করাইবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয় বশীভূত হইবে। এবং উক্ত গুটিকা রাজাকে স্পর্শ করাইলে চণ্ডমন্ত্রপ্রভাবে রাজাও বশীভূত হইয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

শ্বেতাপরাজিতামূলং চন্দ্রগ্রহণ উদ্ধৃতং।
প্রভূনাং ভোজনে দেয়ং চণ্ডমন্ত্রাদ্বশঙ্করং ॥ ৫ ॥

চন্দ্রগ্রহণ সময়ে শ্বেত অপরাজিতার মূল উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় প্রভুকে ভোজন করাইলে চণ্ডমন্ত্রবলে সেই প্রভু তৎক্ষণাৎ বশ্য হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

উত্তরায়াং সমাদায় প্রাতরশ্বত্থব্রধ্নকং।
করে বদ্ধা তু সর্ব্বত্র রাজদ্বারে জয়াবহং ॥ ৬ ॥

উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া কিম্বা উত্তরভাদ্র নক্ষত্রে প্রাতঃকালে অশ্বত্থ-বৃক্ষের মূল উদ্ধৃত করিয়া হস্তে ধারণ করিলে রাজদ্বারে এবং অন্যান্য সকল স্থানে জয়লাভ করিতে পারে ॥ ৬ ॥

ধাত্রীব্রধ্নং ভরণ্যাস্তু বিশাখামাত্রব্রধ্নকং। পূর্ব্বফল্গুনী-নক্ষত্রে গ্রাহ্যং দাড়িম্বব্রধ্নকং। করে বদ্ধা ভবেদ্বশ্যো যদি রাজাপুরন্দরঃ ॥ ৭ ॥

ভরণীনক্ষত্রে আমলকীবৃক্ষের মূল, বিশাখানক্ষত্রে আম্র বৃক্ষের মূল এবং পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে দাড়িম্ববৃক্ষের মূল গ্রহণ করিয়া হস্তে ধারণ করিলে দেবরাজ ইন্দ্রও তাহার প্রতি বশীভূত হন ॥ ৭ ॥

অশ্লেষায়াং গৃহীত্বা তু নাগকেশরব্রধ্নকং।
করে বদ্ধা ভবেদ্বশ্যো যো রাজা পৃথিবীপতিঃ ॥ ৮ ॥

অশ্লেষানক্ষত্রে নাগকেশরের মূল গ্রহণ করিয়া করে বন্ধন করিলে পৃথিবীর অধিপতি রাজাও বশীভূত হইয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

নিম্বয্যাঙ্কোলতৈলেন রক্তমণ্ডলমূলকং। সপ্তাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা তিলকং রাজবশ্যকৃৎ। উক্তযোগানাং চণ্ডমন্ত্রেণ সিদ্ধিঃ ॥ ৯ ॥

রক্তোৎপলের মূল আকোঁড় ফলের তৈলে ঘর্ষণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত চণ্ডমন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া কপালে তিলক করিলে রাজা বশীভূত হন। পূর্ব্বে যে সকল প্রক্রিয়া কথিত হইল, তৎসমুদয় পূর্ব্বকথিত চণ্ডমন্ত্রদ্বারা করিতে হইবে ॥ ৯ ॥

হোময়েৎ কটুতৈলেন রক্তচন্দনরাজিকাং।
সহস্রাহুতিমাত্রেণ রাজানং বশমানয়েৎ ॥ ১০ ॥

কটু তৈলের সহিত রক্তচন্দন ও শ্বেত সর্ষপের সহস্র হোম করিলে তৎক্ষণাৎ রাজাকে বশীভূত করিতে পারা যায় ॥ ১০ ॥

সর্ষপং ছাগরক্তেন হুত্বা রাত্রৌ স্বকে গৃহে।
সংখ্যা চ পূর্ব্ববদ্বশ্যো রাজা ভবতি নান্যথা ॥ ১১ ॥

রাত্রিকালে স্বীয় গৃহে ছাগরক্তের সহিত শ্বেত সর্ষপদ্বারা সহস্র হোম করিবে, ইহাতে নিশ্চয় রাজা বশীভূত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

মধুনা তস্য পুষ্পস্তু রাত্রৌ হুত্বা চ পূর্ব্ববৎ।
চক্রবর্ত্তী ভবেদ্বশ্য শ্চণ্ডমন্ত্রপ্রভাবতঃ ॥ ১২ ॥

রাত্রিকালে মধুর সহিত সর্ষপপুষ্পদ্বারা সহস্র হোম করিলে চণ্ডমন্ত্র-প্রভাবে সসাগরাধরার অধীশ্বরও তৎক্ষণাৎ তাহার বশীভূত হইয়া থাকে। ইতি পূর্ব্বে যে সকল হোমের কথা লিখিত হইল, পূর্ব্বোক্ত চণ্ডমন্ত্রে ঐ সকল হোম করিতে হইবে ॥ ১২ ॥

অথ পরবাদিজয়ঃ।

গোজিহ্বা শিখিমূলং বা মুখে শিরসি সংস্থিতা।
কুরুতে সর্ব্ববাদেষু জয়ং পুষ্যে সমুদ্ধৃতা ॥ ১ ॥

এইক্ষণ পরবাদিজয়প্রকরণ কথিত হইতেছে। পুষ্যানক্ষত্রে গোজিয়া-মূল ও অপামার্গের মূল উদ্ধৃত করিয়া মুখে কিম্বা মস্তকে ধারণ করিলে সর্ব্বত্র বিবাদে জয় লাভ হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

মার্গশীর্ষে তু পূর্ণায়াং শিখিমূলং সমুদ্ধরেৎ। বাহৌ শিরসি বা ধার্য্যং বিবাদে বিজয়োভবেৎ। বন্ধনান্মুচ্যতে তেন শিখাবদ্ধে ন সংশয়ঃ ॥ ২ ॥

অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমাতে অপামার্গের মূল উত্তোলন করিয়া বাহুতে অথবা মস্তকে ধারণ করিবে, ইহাতে বিবাদে জয়ী হইতে পারে এবং শিখাতে উক্তমূল বন্ধন করিলে নিশ্চয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

মেঘনাদস্য মূলন্তু বক্তুস্থং তারবেষ্টিতং।
পরবাদী ভবেন্মূকোঽথবা যাতি দিগন্তরং ॥ ৩ ॥

নইটাশাকের মূল রৌপ্যবেষ্টিত করিয়া মুখমধ্যে ধারণ করিলে বিবাদী ব্যক্তি মূক হইয়া থাকে অথবা দিগন্তরে গমন করে ॥ ৩ ॥

নিশি কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং মহানীলীং শ্মশানতঃ। আদায় বন্ধয়েদ্ধস্তে বিবাদে বিজয়োভবেৎ। শ্বেতগুঞ্জান্বিতং মূলং মুখস্থং দুষ্টতুণ্ডজিৎ। উক্তযোগানাং চণ্ডমন্ত্রেণ সিদ্ধিঃ ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে শ্মশানজাত মহানীলীবৃক্ষের মূল আনয়ন করিয়া হস্তে বন্ধন করিলে বিবাদে জয় লাভ হইয়া থাকে এবং শ্বেত গুঞ্জাবৃক্ষের মূল মুখে ধারণ করিলে দুষ্ট ব্যক্তির মুখরোধ হয়। ইতি পূর্ব্বে যে সকল যোগ কথিত হইল, পূর্ব্বোক্ত চণ্ডমন্ত্রদ্বারা সেই সকল কার্য্য করিতে হইবে ॥ ৪ ॥

ত্রিসন্ধ্যং ত্রিদিনং ন্যস্তং যস্য মূর্দ্ধ্নি করস্থিতং। ভস্মচেটকনামাখ্যং স জয়ং লভতে নরঃ। ওঁ নমো ভস্মি জয় ধূলি ধূসরি অররণি জয় বাগ্ধ্যং যস্তু স্বাহা ॥ ৫ ॥

যাহার মস্তকোপরি হস্ত রাখিয়া তিন দিবস পর্য্য ত্রিসন্ধ্যা ওঁ নমো ভস্মি ইত্যাদি মন্ত্র জপ করা যায়, সেই ব্যক্তি নিশ্চয় বিবাদে জয় লাভ করে ॥ ৫॥

অথ দুষ্টদমনপ্রয়োগঃ।

শুক্লপক্ষযুতে পুষ্যে গুঞ্জামূলং সমুদ্ধরেৎ।
বদ্ধং শিরসি শয্যায়াং চৌরবাধাহরং পরং ॥ ১ ॥

শুক্লপক্ষে পুষ্যানক্ষত্রে গুঞ্জামূল উদ্ধৃত করিয়া মস্তকে ও শয্যাতে রাখিলে চৌরভয় নিবারণ হয় ॥ ১ ॥

ধাত্র্যাস্তু প্রধ্নকং গ্রাহ্যমশ্লেষায়াং প্রযত্নতঃ।
হস্তে বদ্ধং ভয়ং হন্তি চৌরব্যাঘ্রাদিরাজকং ॥ ২ ॥

অশ্লেষানক্ষত্রে আমলকী বৃক্ষের মূল সংগ্রহ করিয়া হস্তে বন্ধন করিলে চৌর, ব্যাঘ্র ও রাজ ভয় নিবারণ হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

আর্দ্রায়ামাহৃতং বংশব্রধ্নকং কর্ণধারিতং।
বিজয়ং প্রাপয়েদ্যুদ্ধে শত্রুমধ্যে ন সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥

আর্দ্রানক্ষত্রে বংশমূল আহরণ করিয়া কর্ণে ধারণ করিলে শত্রুর সহিত যুদ্ধে জয় লাভ করে, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৩ ॥

অঙ্কোলতৈলসংভিন্নং কুর্য্যাদাম্রাতচূর্ণকং।
অনেন স্পৃষ্টমাত্রেণ মহাহস্তী বশীভবেৎ॥ ৪॥

আকোঁড় ফলের তৈলের সহিত আমড়া ফলের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া হস্তীর অঙ্গে তাহা স্পর্শ করাইলে তৎক্ষণাৎ মহাহস্তী বশীভূত হয়॥ ৪॥

গৃহীত্বা হস্তনক্ষত্রে চূর্ণয়েত্তু ছুছুন্দরীং।
তল্লেপেন গজা যান্তি দূরতো নতসম্মুখাঃ॥ ৫॥

হস্তানক্ষত্রে ছুছুন্দরী (ছুঁচো) মারিয়া তাহা চূর্ণ করিবে। পরে ঐ চূর্ণদ্বারা অঙ্গলেপন করিলে তাহাকে দর্শনমাত্র হস্তী দূর হইতে মস্তক নত করিয়া পলায়ন করিয়া থাকে॥ ৫॥

বিল্বপুষ্পস্য চূর্ণন্তু ছুছুন্দর্য্যাশ্চ তৎসমং।
তল্লিপ্তাঙ্গং নরং দৃষ্ট্বা দূরে গচ্ছন্তি কুঞ্জরাঃ॥ ৬॥

বিল্বপুষ্প ও ছুঁচো একত্র চূর্ণ করিয়া যে ব্যক্তি অঙ্গে লেপন করিবে, তাহাকে দর্শনমাত্র হস্তীসকল দূরে পলায়ন করে॥ ৬॥

মূলং মর্কটবল্যাশ্চ বাহৌ বদ্ধঞ্চ মূর্দ্ধনি।
দুষ্টদন্তিভয়ং নশ্যাদ্‌যুদ্ধাদিভয়নাশনং॥ ৭॥

আপাঙ্গর্গের মূল বাহুতে ও মস্তকে ধারণ করিলে দুষ্ট হস্তীর ভয় ও যুদ্ধাদিভয় বিনাশ হয়॥ ৭॥

শ্বেতাপরাজিতামূলং হস্তস্থং বারয়েদ্‌গজান্।
শ্বেতং বৃহতিমূলঞ্চ হস্তস্থং ব্যাঘ্রভীতিনুৎ॥ ৮॥

শ্বেতাপরাজিতার মূল হস্তে ধারণ করিলে হস্তীকে নিবারণ করিতে পারায়ায় এবং শ্বেত বৃহতীর মূল হস্তে বন্ধন করিলে ব্যাঘ্র ভয় নিবারণ হয়॥ ৮॥

ওঁ চিত্তচিতলো বৃচ্ছে আবে কুরু কুরুর্জ্জিপুচ্ছ ড়োলাবে হসে চলে তরি মুহি ভাবে গৌরি কর্ত্তে মহাদেব বৃগজাল আহাবাধীং পুতাকিজে মহারা উত্তরাজে ইহ তু ভূমি ছহ্ জে তারিতৈপ্যুনূধরুকীজৈ বিবাহ জপৈ যা পুটালৈ ভুজৈ মোরিহিঙ্কালং যেহনুমন্তকী আজ্ঞা। অনেন মন্ত্রেণ স্বরক্তবিন্দুং ব্যাঘ্রং দৃষ্ট্বা ক্ষিপেৎ ব্যাঘ্রো দূরে গচ্ছতি। যথা যত্র গ্রামে নগরে বনে বা ব্যাঘ্রোমত্তোভবতি তত্র বনমধ্যে শূকরং বদ্ধা পূর্ব্বমন্ত্রে সহস্রমেকং জপেত্ ব্যাঘ্রঃ স্বয়মেবাগত্য শূকরং ভক্ষয়িত্বা তৎস্থানং ত্যক্ত্বা অন্যস্থানং গচ্ছতি। ইতি দুষ্টদমনপ্রয়োগঃ॥ ৯॥

ব্যাঘ্র দর্শন করিয়া ওঁ চিত্তচিতলো ইত্যাদি মন্ত্রে স্বীয় রক্তবিন্দু নিক্ষেপ করিবে, ইহাতে ব্যাঘ্র দূরে গমন করিয়া থাকে এবং যদি কোন গ্রামে, নগরে অথবা বনে ব্যাঘ্র ক্ষিপ্ত হয়, তবে সেই গ্রামে, নগরে অথবা বনমধ্যে একটি শূকর বন্ধন করিয়া উক্ত মন্ত্র এক সহস্র জপ করিবে। ইহাতে ব্যাঘ্র স্বয়ং আগমন পূর্ব্বক শূকর ভক্ষণ করিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করে॥ ৯॥

ইতি শ্রীসিদ্ধ-নাগার্জ্জুনবিরচিতে কক্ষপুটে তৃতীয়ঃ পটলঃ॥

অথ স্ত্রীবশ্যমাহ।

পারাবতস্য হৃচ্চক্ষুঃ স্বরক্তং রোচনং তথা।
জিহ্বামলসমাযুক্তমঞ্জনে স্ত্রীবশীভবেৎ॥ ১॥

এইক্ষণ স্ত্রীবশীকরণ প্রয়োগ কথিত হইতেছে। পারাবতের হৃদয় ও চক্ষু এবং স্বীয় শরীরের রক্ত, গোরোচনা, জিহ্বার ময়লা এই সকল একত্রিত করিয়া অঞ্জন করিলে স্ত্রী বশীভূতা হয়॥ ১॥

রোচনং চিতিভস্মাপি নরতৈলং স্বশুক্রকং।
পিষ্টে পিষ্ট্বা প্রদাতব্যং সদ্যো বশ্যাঃ পরস্ত্রিয়ঃ॥ ২॥

গোরোচনা, চিতার ভস্ম, মনুষ্যতৈল ও —এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া যে স্ত্রীকে প্রদান করা যায়, সেই স্ত্রী তৎক্ষণাৎ বশীভূতা হয়॥ ২॥

চিতিভস্ম বসা কুষ্ঠং তগরং কুঙ্কুমং সমং। চূর্ণং স্ত্রীশিরসি ক্ষিপ্ত্বা পুরুষস্য তু পাদয়োঃ। স্বদাসদাসতাং যাতি যাবজ্জীবং ন সংশয়ঃ॥ ৩॥

চিতার ভস্ম, বসা (চর্ব্বি) কুড়, তগরকাষ্ঠ ও কুঙ্কুম এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ স্ত্রীর মস্তকে ও পুরুষের পায়ে নিক্ষেপ করিলে সেই স্ত্রী ও সেই পুরুষ যাবজ্জীবন বশীকারকের দাস হইয়া থাকে॥ ৩॥

উন্মত্তং মাতুলুঙ্গঞ্চ স্বরক্তং মলপঞ্চকং।
চেটিকা হৃদয়ঞ্চৈব ভক্ষে পানে স্ত্রিয়োবশাঃ॥ ৪॥

ধুস্তূর বীজ, ছোলঙ্গ নেবুর বীজ, জিহ্বামল, দন্তমল, চক্ষুঃমল কর্ণমল ও নাসামল, এই সকল একত্র করিয়া যে স্ত্রীকে ভক্ষণ করাইবে সেই স্ত্রী বশীভূতা হইয়া থাকে॥ ৪॥

ত্রিংশৎ চনকবীজানি ষোড়শেন্দ্রযবাস্তথা। গোদন্তং নরদন্তঞ্চ পিষ্ট্বা তৈলেন লেপয়েৎ। ললাটে তিলকং কৃত্বা বশীকুর্য্যাত্তিলোত্তমাং॥ ৫॥

ত্রিশটী ছোলা, ষোলটি ইন্দ্রযব, গোদন্ত ও নরদন্ত এই সকল তৈলের সহিত পেষণ করিয়া ললাটে তিলক করিবে, ইহাতে তিলোত্তমাকেও বশীভূতা করিতে পারা যায় অন্য স্ত্রীর আর কথা কি?॥ ৫॥

টঙ্কনং মধুযষ্ঠী চ রোচনং চিতিভস্ম চ।
কাকজিহ্বাসমং ক্ষৌদ্রং তিলকে স্ত্রীবশীভবেৎ॥ ৬॥

সোহাগা, যষ্টিমধু, গোরোচনা, চিতার ভস্ম ও কাকজিহ্বা এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া একত্র মধুর সহিত তিলক করিলে স্ত্রীগণ বশীভূত হয়॥ ৬॥

পুষ্যে পুষ্পঞ্চ সংগ্রাহ্যং ভরণ্যান্তু ফলং তথা। শাখাঞ্চৈব বিশাখায়াং হস্তে পত্রং তথৈব চ। মূলে মূলং সমুদ্ধৃত্য কৃষ্ণোন্মত্তস্য চ ক্রমাৎ। পিষ্ট্বা কর্পূরসংযুক্তং

কুঙ্কুমং রোচনং সমং। তিলকে স্ত্রী বশং যাতি যদি সাক্ষাদরুন্ধতী ॥ ৭ ॥

পুষ্যানক্ষত্রে কৃষ্ণধুস্তূরের পুষ্প, ভরণীনক্ষত্রে ফল, বিশাখানক্ষত্রে পত্র, মূলানক্ষত্রে মূল উদ্ধৃত করিয়া একত্র পেষণ করিয়া তাহার সহিত কুঙ্কুম, কর্পূর ও গোরোচনা মিশ্রিত করিয়া তিলক করিলে স্ত্রী বশীভূতা হয়, ইহাতে অরুন্ধতীও বশীভূতা হইয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

কাকজঙ্ঘা বচা কুষ্ঠং বিল্বপত্রঞ্চ কুঙ্কুমং।
স্বরক্তসংযুতং ভালে তিলকং দারবশ্যকৃৎ ॥ ৮ ॥

কাকজঙ্ঘা, বচ, কুড় বিল্বপত্র, কুঙ্কুম ও স্বীয়রক্ত একত্র করিয়া কপালে তিলক করিলে স্ত্রী বশীভূতা হয় ॥ ৮ ॥

কাকজঙ্ঘা বচা কুষ্ঠং শুক্রশোণিতসংযুতং।
দত্তে সা ভোজনে বালা শ্মশানে রুদতে সদা ॥ ৯ ॥

কাকজঙ্ঘা, বচ, কুড়, * ও শোণিত এই সকল একত্র করিয়া যে স্ত্রীকে ভোজন করাইবে, সেই স্ত্রী এইরূপ বশীভূতা হয় যে, পুরুষের মৃত্যু হইলেও তাহার শ্মশানে গিয়া রোদন করিতে থাকে ॥ ৯ ॥

কলবিঙ্কশিরস্তুল্যং শ্বেতার্কস্য চ মূলকং।
মঞ্জিষ্ঠা খদিরং পানে দত্তে কান্তাং বশং নয়েৎ ॥ ১০ ॥

চটক পক্ষীর মস্তক, শ্বেত আকন্দের মূল, মঞ্জিষ্ঠা ও খয়ের এই সকল যাহাকে পান করাইবে, সেই স্ত্রী বশীভূতা হয় ॥ ১০ ॥

সর্পত্বগ্বীজপূরঞ্চ তৈলমেরণ্ডজং সমং।
যোষিতাম্মোহকৃদ্ধূপো রতিকালে প্রপূজয়েৎ ॥ ১১ ॥

সর্পের খোলস, দাড়িম্বকাষ্ঠ ও এরণ্ডতৈল এই সকল সমপরিমাণে লইয়া ধূপপ্রদান করিলে স্ত্রী বশীভূতা হয় ॥ ১১ ॥

অশ্বিন্যাং গ্রাহয়েদ্ধীমান্ পলাশস্য চ ব্রধ্নকং।
করে বদ্ধা ভজেদ্‌যাস্তু নায়িকা বশগা ভবেৎ ॥ ১২ ॥

অশ্বিনীনক্ষত্রে পলাশবৃক্ষের মূল সংগ্রহ করিয়া করে বন্ধন করিলে নায়িকা বশীভূতা হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

ওডুম্বরস্য ব্রধ্নন্তু মৃগশীর্ষে সমাহরেৎ।
হস্তে বদ্ধা স্পৃশেৎ কন্যাং সা বশ্যা ভবতি ক্ষণাৎ ॥ ১৩ ॥

যজ্ঞডুম্বরের মূল মৃগশিরা নক্ষত্রে আহরণ করিয়া হস্তে বন্ধন করিয়া যাহার অঙ্গে স্পর্শ করাইবে, সেই কামিনী বশীভূতা হয় ॥ ১৩ ॥

শিরীষস্য ধনিষ্ঠায়াং ব্রধ্নমাদায় বন্ধয়েৎ।
করে বা ধাতকীব্রধ্নং স্বাতৌ রামাং বশং নয়েৎ ॥ ১৪ ॥

ধনিষ্ঠানক্ষত্রে শিরীষবৃক্ষের মূল গ্রহণ করিয়া এবং স্বাতীনক্ষত্রে ধাতকীমূল আনয়ন করিয়া, করে ধারণ করিলে নারীগণ বশীভূত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

অশ্বিন্যাং গ্রাহয়েদ্ধীমান্ পলাশস্যচ ব্রধ্নকং।
করে বদ্ধা স্পৃশেদ্‌যাস্তু নায়িকা সা বশা ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

অশ্বিনীনক্ষত্রে পলাশবৃক্ষের মূল গ্রহণ করিয়া স্বীয় করে ধারণপূর্ব্বক যে স্ত্রীকে স্পর্শ করাইবে, সেই স্ত্রী বশীভূতা হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

রেবত্যাং বটশুঙ্গঞ্চ হস্তে বদ্ধা বশং নয়েৎ।
মূলে বা বদরীব্রধ্নং ভোজনে স্ত্রী বশা ভবেৎ ॥ ১৬ ॥

রেবতীনক্ষত্রে বটের কুঁড়ি আহরণ করিয়া হস্তে বন্ধন করিলে সকলকে বশীভূত করিতে পারে এবং মূলানক্ষত্রে বদরীমূল উত্তোলন করিয়া যে স্ত্রীকে ভোজন করাইবে, সেই স্ত্রী বশীভূতা হইবে ॥ ১৬ ॥

স্বর্ণে তারপুষ্পমূলং ঘৃষ্ট্বা স্পৃষ্ঠে স্ত্রিয়োবশাঃ। এতান্ সর্ব্বপ্রয়োগাংশ্চ চণ্ডমন্ত্রেণ যোগয়েৎ। শতমষ্টোত্তরং জপ্ত্বা ততঃ সিদ্ধো ভবত্যলং ॥ ১৭ ॥

স্বর্ণপাত্রে কুন্দবৃক্ষের মূল ঘর্ষণ করিয়া যে স্ত্রীর পৃষ্ঠদেশে দেওয়া যায়, সেই স্ত্রী নিশ্চয় বশীভূতা হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে যে সকল প্রক্রিয়া উক্ত হইল, তাহাতে চণ্ডমন্ত্র প্রয়োগ করিবে, অর্থাৎ প্রক্রিয়া করিবার পূর্ব্বে চণ্ডমন্ত্র অষ্টোত্তরশত জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে তৎপরে কার্য্য করিবে ॥ ১৭ ॥

মার্গশীর্ষেতু পূর্ণায়াং শিখিমূলং সমুদ্ধরেৎ। মন্ত্রেণ দাপয়েৎ স্ত্রীণাং ভোজনে স্ত্রীবশঙ্করং। মন্ত্রেণ চণ্ড-মন্ত্রেণ ॥ ১৮ ॥

অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমাতিথিতে অপামার্গের মূল উত্তোলন করিয়া যে স্ত্রীকে ভোজন করাইবে, সেই স্ত্রী বশীভূতা হইবে। এই কার্য্যেও চণ্ডমন্ত্র প্রয়োগ করিবে ॥ ১৮ ॥

শ্বেতগুঞ্জাভবং মন্ত্রে মূলং পঞ্চমলান্বিতং।
ভক্ষে পানে চ দাতব্যং বশ্যে বামাবশংকরম্ ॥ ১৯ ॥

শ্বেতগুঞ্জার মূল এবং পঞ্চমল অর্থাৎ জিহ্বামল, দন্তমল, চক্ষুমল, কর্ণ-মল ও নাসামল এই সকল একত্র করিয়া চণ্ডমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক যে স্ত্রীকে ভোজন করান যায়, সেই স্ত্রী বশীভূতা হয় ॥ ১৯ ॥

প্রাতঃ স্বদন্তং প্রক্ষাল্য সপ্তবারাভিমন্ত্রিতং। যস্য নাম্না পিবেত্তোয়ং সা বামা বশগা ভবেৎ। ওঁ নমঃ ক্ষিপ্রং কামিনীং অমুকীং মে বশমানয় হুঁ ফট্ স্বাহা ॥ ২০ ॥

প্রাতঃকালে দন্তপ্রক্ষালন করিয়া যে স্ত্রীর নাম উল্লেখে ওঁ নমঃ ক্ষিপ্রং ইত্যাদি মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া সপ্তগণ্ডূষ জল পানকরিবে, সেই স্ত্রী বশীভূতা হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

অন্যোন্যং মেলয়েল্লিঙ্গং যা নারী বীক্ষতে চিরং। হকারান্তং জপেত্তাবৎ সা নারী বশগা ভবেৎ ॥ নাগপুষ্পং প্রিয়ঙ্গুঞ্চ তগরং পদ্মকেশরং। বচা মাংসীং সমানীয় চূর্ণয়েন্মন্ত্রবিত্তমঃ। স্বাঙ্গস্তু ধূপয়েত্তেন ভজন্তে কামবৎ স্ত্রিয়ঃ ওঁ মূলি মূলি মহামূলি রক্ষ রক্ষ সর্ব্বাসাং ক্ষেত্রে-য়েভ্যঃ পরেভ্যঃ স্বাহা ॥ ২১ ॥

নাগকেশরপুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, তগরকাষ্ঠ, পদ্মকেশর, বচ, জটামাংসী, এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া যে ব্যক্তি ওঁ মূলি মূলি ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ-পূর্ব্বক উক্ত চূর্ণদ্বারা স্বীয় শরীরে ধূপপ্রদান করিবে, সেই ব্যক্তিকে কাম-দেবের ন্যায় জ্ঞান করিয়া স্ত্রীগণ তাহার বশ্য হইবে ॥ ২১ ॥

জিহ্বামলং দন্তমলং নাসাকর্ণমলং তথা। সুরাপানে প্রদাতব্যং বশীকরণমদ্ভুতং। ওঁ নমঃ সবায়ৈ নমঃ সবান্যৈ চ অমুকীং মে বশমানয় স্বাহা ॥ ২২ ॥

স্বীয় জিহ্বামল, দন্তমল, নাসামল ও কর্ণমল এই সকল একত্র করিয়া ওঁ নমঃ সবায়ৈ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সুরার সহিত যে স্ত্রীকে ভোজন করান যায়, সেই স্ত্রী নিশ্চয় বশীভূতা হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

বাট্যালকস্য মন্ত্রেণ পুষ্পং সপ্তাভিমন্ত্রিতং। ফলং বা দীয়তে বৈশ্যে সম্যগ্বশ্যকরং পরং। ওঁ নমো বাচাট পথ পথ হিটি দ্রাবহি স্বাহা ॥ ২৩ ॥

ওঁ নমো বাচাট ইত্যাদি মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া বেড়েলার মূল অথবা ফল আহরণপূর্ব্বক যে স্ত্রীকে দেওয়া যায়, সেই স্ত্রী অবশ্য বশীভূতা হয় ॥ ২৩ ॥

অপামার্গস্য মধ্যে তু চতুরঙ্গুলকীলকং। সপ্তাভিমন্ত্রিতং গ্রাহ্যং ক্ষিপেদ্বেশ্যাগৃহে বশা। ওঁ দ্রাবিণী স্বাহা ওঁ হমিলে স্বাহা ॥ ২৪ ॥

অপামার্গ বৃক্ষের মধ্যভাগের চতুরঙ্গুলপরিমিত কাষ্ঠ ওঁ দ্রাবিণি স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া বেশ্যাগৃহে নিক্ষেপ করিলে সেই বেশ্যা বশীভূতা হয় ॥ ২৪ ॥

উলূকনেত্রমাংসঞ্চ চন্দনঞ্চৈব রোচনং। কুঙ্কুমং মৎস্যতৈলঞ্চ দেহাভ্যঙ্গাদ্বশাঃ স্ত্রিয়ঃ। ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ প্লং প্লং ফট্ নমঃ ॥ ২৫ ॥

পেঁচকের চক্ষু ও মাংস, রক্তচন্দন, গোরোচনা, কুঙ্কুম এবং মৎস্যতৈল এই সকল একত্র করিয়া ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ইত্যাদি মন্ত্রে স্বীয়শরীরে অভ্যঙ্গ করিলে স্ত্রীগণ বশীভূত করিতে পারে ॥ ২৫ ॥

বিধিনা কৃকলাসস্য পাদং সংগৃহ্য দক্ষিণং। বেষ্টনে * * কালে তু মুখস্থং নায়িকা বশাঃ। তস্যৈব বামনেত্রেণ মধুতৈলেন চাঞ্জয়েৎ। তাং পশ্যতি নরোমত্তাং বামা সা তৎক্ষণাদ্বশা। ওঁ আনন্দ ব্রহ্মা স্বাহা ওঁ হ্রীং ক্লীং প্লাঃ কালি কপালি স্বাহা ॥ ২৬ ॥

একটি কৃকলাসের দক্ষিণ পদ আনিয়া মুখে ধারণপূর্ব্বক যে, স্ত্রীর সহিত * * করিবে, সেই স্ত্রী বশীভূতা হইবে এবং কৃকলাসের বামনেত্র, মধু ও তৈল এই সকল একত্র করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান পূর্ব্বক যে স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে' সেই স্ত্রী বশীভূতা হইবে। এই প্রক্রিয়াতে ওঁ আনন্দ ব্রহ্মা স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে কার্য্য করিতে হইবে ॥ ২৬ ॥

তস্যৈব দক্ষনেত্রঞ্চ সৌবীরং মধুনা সহ। অঞ্জিতাক্ষস্য সা বশ্যা যা স্ত্রী রূপাতিগর্ব্বিতা। ওঁ পূজিতায় স্বাহা ॥২৭॥

কৃকলাসের দক্ষিণ চক্ষু, কাঁজি ও মধু, এই সকল একত্র করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন প্রদানপূর্ব্বক যে স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, সেই স্ত্রী বশীভূতা হইবে। এই প্রক্রিয়াতে ওঁ পূজিতায় স্বাহা এই মন্ত্রে কার্য্য করিবে ॥২৭॥

ত্রিসন্ধ্যন্তু জপেন্মন্ত্রং মন্মথস্য শতং শতং। সপ্তরাত্রাৎ কামিনী মাসাম্মোহয়ত্যেব দর্শনাৎ। ওঁ নমঃ কামদেবায় সহকল সদদশ সহযম সহালিমেনহ্নে ধূনন জনং মম দর্শনং উৎকণ্ঠিতং কুরু কুরু দক্ষদণ্ডধর কুসুমং বাণেন হন হন স্বাহা ॥ ২৮ ॥

ওঁ নমঃ কামদেবায় ইত্যাদি মন্ত্র ত্রিসন্ধ্যা একশত করিয়া জপ করিবে, এইরূপে সপ্তাহ জপ করিলে যে নারী তাহাকে দর্শন করিবে, সেই নারী বশীভূতা হইবে ॥ ২৮ ॥

কামাক্রান্তেন চিত্তেন নাম্না মন্ত্রং জপেন্নিশি। অবশ্যং কুরুতে বশ্যং প্রসন্নো বিশ্বচেটকঃ। ওঁ সহবল্লীং বল্লীং করবল্লীং কামপিশাচ অমুকীং কামং গ্রাহয় স্বপ্নেন মম রূপেণ নখৈর্ব্বিদারয় দ্রাবয় স্বেদেন বন্ধয় শ্রীঁ ফট্ ॥২৯ ॥

রাত্রিকালে কামাক্রান্তচিত্তে যাহার নাম উল্লেখ করিয়া ওঁ সহবল্লীং ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে, সেই ব্যক্তি অবশ্য বশীভূত হইবে ॥ ২৯ ॥

চণ্ডমন্ত্রেণ হোমানি বশ্যার্থে কারয়েৎ সুধীঃ।
পূর্ব্বমেবাযুতে জপ্তে সিদ্ধিঃ স্যাদ্বশ্যকারকঃ ॥ ৩০ ॥

বশীকরণ কার্য্যে চণ্ডমন্ত্রে কার্য্য করিতে হইবে। পূর্ব্বে দশসহস্র মন্ত্র জপ করিয়া পশ্চাৎ বশীকরণ কার্য্য করিবে। এইরূপে কার্য্য করিলে নিশ্চয় সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

লবণং তিলসংযুক্তং ক্ষীরমধ্বাজ্যসংযুতং।
সপ্তাহাদ্রূপহীনোঽপি বশীকুর্য্যাত্তিলোত্তমাং ॥ ৩১ ॥

লবণ, তিল, দুগ্ধ, মধু ও ঘৃত এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া সপ্তাহ হোম করিলে রূপহীন ব্যক্তিও তিলোত্তমাকে বশীভূত করিতে পারে ॥ ৩১ ॥

রাজিকা লবণং ক্ষীরমধ্বাজ্যৈর্ম্মিশ্রিতং হুতং।
সপ্তাহেন বশং যাতি যা রামা রূপগর্ব্বিতা ॥ ৩২ ॥

সর্ষপ, লবণ, দুগ্ধ, মধু, ঘৃত এই সকল একত্র করিয়া সপ্তাহপর্য্যন্ত হোম করিলে রূপগর্ব্বিতা নারীকেও বশীভূতা করিতে পারে ॥ ৩২ ॥

অষ্টোত্তরশতং কাষ্ঠৈমেরণ্ডং চতুরঙ্গুলং। লবণং কটুতৈলঞ্চ ত্রিভিরেকত্র হোময়েৎ। অষ্টোত্তরশতং হুত্বা যন্নাম্না সা বশা ভবেৎ ॥ ৩৩ ॥

চতুরঙ্গুল পরিমিত এরণ্ডকাষ্ঠদ্বারা মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কটুতৈল ও লবণের সহিত অষ্টোত্তরশত হোম করিবে, হোমকালে মন্ত্রে যাহার নাম উল্লেখ থাকিবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে ॥ ৩৩ ॥

মহানিম্বস্য পুষ্পাণি ঘৃতেন সহ হোময়েৎ। সপ্তরাত্রে বশং যাতি যদি রামা মনোরমা। ওঁ হ্রীঁ রক্তচামুণ্ডে তুরু তুরু অমুকীং মে বশমানয় স্বাহা ॥ ৩৪ ॥

মহানিম্বের পুষ্পে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিন অষ্টোত্তরশত হোম করিবে, এইরূপ সপ্তাহ হোম করিলে মনোরমা নারী বশীভূতা হয়। পূর্ব্বে যে সকল হোমের বিধান লিখিত হইল, তাহাতে ওঁ হ্রীঁ রক্ত-চামুণ্ডে ইত্যাদি মন্ত্রে কার্য্য করিবে ॥ ৩৪ ॥

গোমুণ্ডত্রিতয়ে চুল্লীং কৃত্বা পশ্চান্নৃমুণ্ডকে। পাত্রে শালিস্তু তল্লাজাং চূর্ণয়েত্তদ্বহির্গতান্। পাত্রস্থস্তু পৃথক্চূর্ণং মূর্দ্ধ্নি ক্ষিপ্তে বশাঃ স্ত্রিয়ঃ। অন্তর্গতেন চূর্ণেন ক্ষিপ্তং বশ্যং নিবর্ত্ততে। সিদ্ধিযোগোহয়মাখ্যাতো বিনা মন্ত্রেণ সিদ্ধিদঃ॥

তিনটি গোমুণ্ড আনিয়া তাহাদ্বারা চুল্লী প্রস্তুত করিয়া তাহাতে মনুষ্যমস্তকের খুলীতে ধান দিয়া খৈ ভাজিবে। যে সকল খৈ খুলী হইতে বাহিরে পড়িবে, তাহা চূর্ণ করিয়া এক স্থানে রাখিবে এবং খুলীর মধ্যস্থিত খৈ চূর্ণ করিয়া অন্য একস্থানে সংস্থাপন করিবে। পরে বহির্গত খৈচূর্ণ যে স্ত্রীর মস্তকে দিবে, সেই স্ত্রী বশীভূতা হইবে এবং মধ্যগত খৈচূর্ণদ্বারা বশীকরণ নিবৃত্তি হয়। এই যোগে বিনামন্ত্রে কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

গর্দ্দভস্য শিরোমজ্জা পূরয়েন্নরপাত্রকে। ভৃঙ্গরাজ-রসৈর্ভাব্যা বর্ত্তিঃ কার্পাসসম্ভবা। সপ্তবারন্তু সা শুষ্কা মজ্জা পাত্রে প্রদীয়তে। কজ্জলং নরপাত্রে তু শনিবারে সমুদ্ধরেৎ। তেনাঞ্জয়েদ্বশী কুর্য্যাৎ কামিনীস্তু বিলোকনাৎ ॥৩৬॥

মনুষ্যমস্তকের মধ্যভাগ গর্দ্দভের মস্তকমধ্যগত মজ্জাদ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে ভৃঙ্গরাজের রসদ্বারা সপ্তাহপর্য্যন্ত ভাবনা দিবে ও শুষ্ক করিবে, অনন্তর কার্পাসতুলার শলিতা করিয়া ঐ মজ্জা পাত্রে দিয়া প্রদীপ জ্বালিবে শনিবারে এই প্রদীপের শিখায় নরকপালে কজ্জলপাত করিয়া সেই কজ্জলদ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিয়া যে নারীকে দর্শন করিবে, সেই নারী বশীভূতা হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

শিলা তালং স্ববীর্য্যঞ্চ অঙ্কোলতৈলমিশ্রিতং।
গজগণ্ডমদোন্মিশ্রং তিলকং স্ত্রীবশঙ্করং ॥ ৩৭ ॥

মনঃশিলা, হরিতাল, স্বীয়বীর্য্য, আকোঁড়ফলের তৈল এবং হস্তীর গণ্ডের মদ এই সকল একত্রে মিশ্রিত করিয়া কপালে তিলক করিলে স্ত্রী বশীভূতা হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

মনঃশিলা প্রিয়ঙ্গুঞ্চ নাগকেশররোচনং।
অঞ্জিতাক্ষো নরো রামাং বশীকুর্য্যান্মনোরমাং ॥ ৩৮ ॥

মনঃশিলা, প্রিয়ঙ্গু, নাগকেশরপুষ্প ও গোরোচনা এই সকল একত্র করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন করিলে মনোরমা কামিনীকে বশীভূত করিতে পারা যায় ॥ ৩৮ ॥

প্রিয়ঙ্গুঞ্চ বচা পত্রং রোচনাঞ্জনচন্দনং।
অঞ্জিতাক্ষো নরো রামাং দৃষ্ট্বা মোহয়তি ধ্রুবং ॥ ৩৯ ॥

প্রিয়ঙ্গু, বচ, তেজপত্র, গোরোচনা, রসাঞ্জন ও রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন করত যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, সেই নারী বশীভূতা হইবে ॥ ৩৯ ॥

সোমরাজী রবের্ম্মূলং মূলং বা চক্রমর্দ্দজং।
কটিস্থং নরনার্য্যো বা পরস্পরবশঙ্করং ॥ ৪০ ॥

সোমরাজী, আকন্দমূল, অথবা চাকুন্দীয়ামূল কটীতে ধারণ করিলে স্ত্রী ও পুরুষ বশীভূত হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

কৃষ্ণাষ্টমীচতুর্দ্দশ্যাং পীতধুস্তূরমূলকং। হেমতারপুটী-কুষ্ঠং দেবদারুসমং সমং। চূর্ণং স্ত্রীণাং শিরঃক্ষিপ্তং পুংসো বাথ বশঙ্করং ॥ ৪১ ॥

কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী কিম্বা চতুর্দ্দশীতে উদ্ধৃত পীতধুতুরার মূল, কুড় ও দেবদারু এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিবে, এই চূর্ণ স্ত্রীর কিম্বা পুরুষের মস্তকে নিক্ষেপ করিলে বশীকরণ হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

জলেন সহ ঘৃষ্ট্বা তু সৌধামলকমঞ্জয়েৎ।
তিলকে বা কৃতে বশ্যং কুর্য্যাৎ স্ত্রীমণ্ডলং ক্ষণাৎ ॥৪২॥

জলের সহিত আমলকীবৃক্ষের মূল ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন কিম্বা কপালে তিলক করিলে তৎক্ষণাৎ স্ত্রী অথবা পুরুষকে বশীভূত করিতে পারে ॥ ৪২ ॥

ইন্দ্রবারুণিকা-মূলং পুষ্যে লগ্নঃ সমুদ্ধরেৎ। কটুত্রয়ৈ-র্গবাংক্ষীরৈঃ পিষ্ট্বা তদ্বটকীকৃতং। চন্দনেন সমাযুক্তং তিলকং স্ত্রীবশং করং ॥ ৪৩ ॥

রাখালশশার মূল পুষ্যানক্ষত্রে নগ্ন হইয়া উত্তোলন করিবে, পরে ঐ মূলের সহিত মরিচ, পিপ্পলী ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্য গবাদুগ্ধে একত্রে পেষণ করিয়া বটীকা করিবে। এই বটিকা ঘসিয়া রক্তচন্দনের সহিত কপালে তিলক করিলে স্ত্রীগণকে বশীভূত করিতে পারে ॥ ৩৩ ॥

বব্বটিব্রধ্নকং স্বাত্যাং বদর্য্যাস্ত্বনুরাধয়া।
ব্রধ্নং বা ধারয়েদ্ধস্তে পৃথক্ স্ত্রীবশ্যকারকৌ ॥ ৪৪ ॥

স্বাতীনক্ষত্রে বড়বটীর মূল এবং অনুরাধানক্ষত্রে বদরীমূল উদ্ধৃত করিয়া হস্তে ধারণ করিলে স্ত্রীগণকে বশীভূত করিতে পারা যায় ॥ ৪৪ ॥

উর্দ্ধপুষ্পী অধঃপুষ্পী লজ্জালুর্গিরিকর্ণিকা। সপ্তাহং ভাবয়েচ্ছুক্রে পঞ্চাঙ্গমলসংযুতে। খানে পানে প্রদাতব্যং নারীবশ্যকরং পরং ॥ ৪৫ ॥

উর্দ্ধপুষ্পী, অধঃপুষ্পী, (স্বনামপ্রসিদ্ধ দেশ-বিশেষজাত ঔষধি বিশেষ) লজ্জাবতী ও অপরাজিতা এই সকল বৃক্ষের পুষ্প আনিয়া সপ্তাহপর্য্যন্ত স্বীয় • ভাবনা দিবে, পরে তাহার সহিত জিহ্বামল, দন্তমল, কর্ণমল ও নাসামল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া যে নারীকে ভক্ষদ্রব্য অথবা পানীয় জলের সহিত ভক্ষণ করাইবে, সেই নারীকে বশীভূত করিতে পারে ॥ ৪৫ ॥

জলৌকানক্ষত্রে অর্জ্জুনবৃক্ষের মূল আহরণ করিয়া ছাগীমূত্রে পেষণ করিবে। এই ঔষধ কোন স্ত্রীর মস্তকে নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ সেই স্ত্রীর আকর্ষণ হয়। এইরূপে কোনপুরুষের বা পশুর মস্তকে দিলেও সেই পুরুষ ও সেই পশু আকৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

জলৌকানীলসর্পঞ্চ শোষয়িত্বা হরেৎ ক্ষিতৌ।
জম্বীরকাষ্ঠৈস্তচ্চূর্ণং ধূপাদাকর্ষণং ভবেৎ ॥ ৮ ॥

জলৌকা ও কৃষ্ণসর্প মারিয়া তাহা শুষ্ক করত চূর্ণ করিবে। পরে জম্বীরকাষ্ঠের অগ্নিতে ঐ চূর্ণদ্বারা ধূপপ্রদান করিলে আকর্ষণ হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

সাধ্যায়া বামপাদস্থাং মৃত্তিকামাহরেৎ ক্ষিতৌ। কৃকলাসস্য রক্তেন প্রতিমাং কারয়েৎ সুধীঃ। সাধ্যানামাক্ষরং তস্যাস্তদ্রক্তৈর্ব্বিলিখেদ্ধৃদি। মূত্রস্থানে চ নিখনেৎ সদা তত্রৈব মূত্রয়েৎ। আকর্ষয়েত্তু তাং নারীং শতযোজনসংস্থিতাং। চতুর্লক্ষমিতে জপ্তে ঘুং ঘুংতো নাম চেটকঃ। যত্র পুষ্পফলাদীনাং করোত্যাকর্ষণং ধ্রুবং। ওঁ ঘুং ঘুংতা আকৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টিপুরী অমুকীং বরো হ্রীঁ হ্রীঁ ॥ ৯ ॥

যাহাকে আকর্ষণ করিতে হইবে, তাহার বামপাদস্থিত মৃত্তিকা আনিয়া ঐ মৃত্তিকা ও কৃকলাসের রক্ত উভয়দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া একটি প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে, পরে ঐ প্রতিমূর্ত্তির বক্ষঃস্থলে কৃকলাসের রক্তদ্বারা আকর্ষণীয় ব্যক্তির নাম লিখিতে হইবে। অনন্তর ঐ প্রতিমূর্ত্তি মূত্রস্থানে পুতিয়া রাখিয়া তদুপরি প্রস্রাব করিবে। এইরূপ করিলে শতযোজন-দূরস্থিতানারীও আকৃষ্টা হইয়া সাধকের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে। এই প্রক্রিয়াতে ওঁ ঘুং ঘুং ইত্যাদি মন্ত্র চারিলক্ষ জপ করিয়া কার্য্য করিতে হইবে ॥ ৯ ॥

ইতি কামৌ রতৌ গ্রাহ্যৌ ভ্রমরৌ যত্নতো বুধৈঃ। ভিন্নৌ কৃত্বা দহেত্তৌ তু চিতিকাষ্ঠৈস্তয়োঃ পুনঃ। বস্ত্রেণ বেষ্টয়েত্তস্য পৃথক্ তৎপোট্টলীদ্বয়ং। তয়োরেকমজাশৃঙ্গে দৃঢ়ং বদ্ধা পরিক্ষিপেৎ। যদা যাতি তু সা মেষী তৎপৃথগ্বন্ধয়েদ্ বুধঃ। তদ্ভস্ম শিরসি ন্যস্তং ক্ষণাদাকর্ষয়েৎ স্ত্রিয়ং। অপরং রক্ষয়েদ্ধস্তে যদি নায়াতি কামিনী। ওঁ কৃষ্ণবর্ত্তায় স্বাহা ইমং মন্ত্রং পূর্ব্বমেবাযুতং জপ্ত্বা উক্তযোগেনাভিমন্ত্রেণ সিদ্ধিঃ ॥ ১০ ॥

রতিকার্য্যে নিরত দুইটী ভ্রমর আনিয়া পৃথক্ পৃথক্ চিতিকাষ্ঠের অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহাদের ভস্ম গ্রহণ করিবে, পরে ঐ ভস্ম বস্ত্রখণ্ডদ্বারা বেষ্টন করিয়া পৃথক্ দুই পুটলী করিবে, তৎপরে তাহার একটি পুটলী ছাগীর শৃঙ্গে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া ছাগী ছাড়িয়া দিবে। অপর পুটলী আপনার হস্তে রাখিবে, ঐ ছাগী যাহার নিকটে যাইবে, সেই ব্যক্তি আকৃষ্ট হইয়া আসিবে। যদি একবারে কার্য্যসিদ্ধি না হয় তবে হস্তগত পুটলী পুনর্ব্বার ছাগীশৃঙ্গে বন্ধন করিয়া ছাড়িয়া দিবে। কিম্বা ঐ পুটলিস্থিত ভস্ম অভিলষিত কামিনীর মস্তকে দিবে। ইহাতে নিশ্চয়ই আকর্ষণ হইয়া থাকে। এই প্রক্রিয়ার পূর্ব্বে ওঁ কৃষ্ণবর্ত্তায় স্বাহা। এই মন্ত্র দশসহস্র জপ করিতে হইবে। এবং উক্ত মন্ত্রে ভস্ম অভিমন্ত্রিত করিয়া লইবে ॥ ১০ ॥

হ্রীঁ বিলি বিলি ছিন্ধি ছিন্ধি হন হন পচ পচ শোষয় শোষয় সর্ব্ববিদ্যাধিপতয়ে নমঃ ॥ অনেন মন্ত্রেণ স্নুহী-কীলকমষ্টোত্তরশতাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা তথা প্রতিরোপয়েৎ। যন্নাম্না তমাকর্ষয়তি ॥ ১১ ॥

ওঁ হ্রীঁ বিলি বিলি ইত্যাদি মন্ত্রে সিজবৃক্ষের কীলক অষ্টোত্তর শতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া মৃত্তিকাতে রোপণ করিয়া রাখিবে। এই মন্ত্রে যাহার নাম উল্লেখ করিয়া কার্য্য করিবে, সেই ব্যক্তির আকর্ষণ হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

ওঁ আং ক্ষ্যং চাহুং চাহুং ফট্। লক্ষমেকং জপেদস্য পূর্ব্বমেব সমাহিতঃ। দূরাদাকর্ষয়েন্নারীং তত্রত্যাং ক্ষোভয়ত্যপি ॥ ১২ ॥

ওঁ আং ক্ষ্যং চাহুং চাহুং ফট্, এই মন্ত্র একলক্ষ জপ করিলে দূর হইতে অভিলষিত কামিনীকে আকর্ষণ করা যায় ॥ ১২ ॥

ওঁ অলমৃত্যু জয় মে মে। অনেন মন্ত্রেণ কুম্ভকার-মৃত্তিকয়া প্রতিমাং কৃত্বা মনুষ্যাস্থিকীলেনাষ্টোত্তরসহস্রাভিমন্ত্রিতেন স্বহস্তেন নিখনেৎ সা রুধিরং স্রবতি। অথ প্রতিমাকৃতিং ত্রিকটুকেনালিপ্য মধূচ্ছিষ্টেন বেষ্টয়েৎ ॥ অস্যা অঙ্গং সূচিকয়া বিধ্য ললাটে তস্যা নামাক্ষরং অনামিকায়া রুধিরেণ লিখেৎ প্রতিকৃতিং খদিরাঙ্গারে স্থাপয়েৎ ততঃ পূর্ব্বং মন্ত্রং জপেৎ যাবত্তস্যাস্থিকং লগতি তাবদাকর্ষণং ভবতি ॥ ১৩ ॥ ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুনবিরচিতে কক্ষপুটে আকর্ষণং নাম ষষ্ঠঃ পটলঃ ॥

ওঁ অলমৃত্যু জয়ং মে মে, এই মন্ত্রে কুম্ভকারের মৃত্তিকা দ্বারা অভিলষিত ব্যক্তির একটি প্রতিমূর্ত্তি করিবে। তৎপরে মনুষ্যাস্থিকীলকের সহিত পূর্ব্বোক্তমন্ত্রে অষ্টোত্তরসহস্রবার অভিমন্ত্রিত করিয়া মৃত্তিকামধ্যে স্বহস্তে পুতিয়া রাখিবে, ইহাতে সেইব্যক্তির রক্তস্রাব হইয়া থাকে। অনন্তর ঐ প্রতিমূর্ত্তিকে ত্রিকটু অর্থাৎ মরিচ, পিপ্পলী ও শুণ্ঠীদ্বারা লেপন করিয়া মোমদ্বারা বেষ্টন করিবে, তৎপরে সূচিকাদ্বারা ঐ প্রতিমূর্ত্তিকে বিদ্ধ করিয়া তাহার ললাটে স্বীয় অনামিকার রক্তদ্বারা তাহার নামাক্ষর লিখিয়া ঐ প্রতিমূর্ত্তিকে খদিরাঙ্গারমধ্যে স্থাপন করিবে। তৎপরে পূর্ব্বমন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। এইরূপ করিলে সেই ব্যক্তির অস্থিতে সূচিবেধ হং[illegible] অতএব তৎক্ষণাৎ তাহার আকর্ষণ হয় ॥ ১৩ ॥

অশ্লেষানক্ষত্রে অর্জ্জুনবৃক্ষের মূল আহরণ করিয়া ছাগীমূত্রে পেষণ করিবে। এই ঔষধ কোন স্ত্রীর মস্তকে নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ সেই স্ত্রীর আকর্ষণ হয়। এইরূপে কোনপুরুষের বা পশুর মস্তকে দিলেও সেই পুরুষ ও সেই পশু আকৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

জলোকানীলসর্পঞ্চ শোষয়িত্বা হরেৎ ক্ষিতৌ।
জম্বীরকাষ্ঠৈস্তচ্চূর্ণং ধূপাদাকর্ষণং ভবেৎ ॥ ৮ ॥

জলোকা ও কৃষ্ণসর্প মারিয়া তাহা শুষ্ক করত চূর্ণ করিবে। পরে জম্বীরকাষ্ঠের অগ্নিতে ঐ চূর্ণদ্বারা ধূপপ্রদান করিলে আকর্ষণ হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

সাধ্যায়া বামপাদস্থাং মৃত্তিকামাহরেৎ ক্ষিতৌ। কৃকলাসস্য রক্তেন প্রতিমাং কারয়েৎ সুধীঃ। সাধ্যানামাক্ষরং তস্যাস্তদ্রক্তৈর্ব্বিলিখেদ্ধৃদি। মূত্রস্থানে চ নিখনেৎ সদা তত্রৈব মূত্রয়েৎ। আকর্ষয়েত্তু তাং নারীং শতযোজনসংস্থিতাং। চতুর্লক্ষমিতে জপ্তে ঘুং ঘুংতো নাম চেটকঃ। যত্র পুষ্পফলাদীনাং করোত্যাকর্ষণং ধ্রুবং। ওঁ ঘুং ঘুংতা আকৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টিপুরী অমুকীং বরো হ্রীঁ হ্রীঁ ॥ ৯ ॥

যাহাকে আকর্ষণ করিতে হইবে, তাহার বামপাদস্থিত মৃত্তিকা আনিয়া ঐ মৃত্তিকা ও কৃকলাসের রক্ত উভয়দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া একটি প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে, পরে ঐ প্রতিমূর্ত্তির বক্ষঃস্থলে কৃকলাসের রক্তদ্বারা আকর্ষণীয় ব্যক্তির নাম লিখিতে হইবে। অনন্তর ঐ প্রতিমূর্ত্তি মূত্রস্থানে পুতিয়া রাখিয়া তদুপরি প্রস্রাব করিবে। এইরূপ করিলে শতযোজন-দূরস্থিতানারীও আকৃষ্টা হইয়া সাধকের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে। এই প্রক্রিয়াতে ওঁ ঘুং ঘুং ইত্যাদি মন্ত্র চারিলক্ষ জপ করিয়া কার্য্য করিতে হইবে ॥ ৯ ॥

ইতি কামৌ রতৌ প্রাপ্তৌ ভ্রমরৌ যত্নতো বুধৈঃ। ভিন্নৌ কৃত্বা দহেত্তৌ তু চিতিকাষ্ঠৈস্তয়োঃ পুনঃ। বস্ত্রেণ বেষ্টয়েদ্ভস্ম পৃথক্ তৎপোট্টলীদ্বয়ং। তয়োরেকমজাশৃঙ্গে দৃঢ়ং বদ্ধা পরিক্ষিপেৎ। যদা যাতি তু সা মেষী তৎপৃথগ্বন্ধয়েদ্ বুধঃ। তদ্ভস্ম শিরসি ন্যস্তং ক্ষণাদাকর্ষয়েৎ স্ত্রিয়ং। অপরং রক্ষয়েদ্ধস্তে যদি নায়াতি কামিনী। ওঁ কৃষ্ণবর্ত্তায় স্বাহা ইমং মন্ত্রং পূর্ব্বমেবাযুতং জপ্ত্বা উক্তযোগেনাভিমন্ত্রেণ সিদ্ধিঃ ॥ ১০ ॥

রতিকার্য্যে নিরত দুইটী ভ্রমর আনিয়া পৃথক্ পৃথক্ চিতিকাষ্ঠের অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহাদের ভস্ম গ্রহণ করিবে, পরে ঐ ভস্ম বস্ত্রখণ্ডদ্বারা বেষ্টন করিয়া পৃথক্ দুই পুটলী করিবে, তৎপরে তাহার একটি পুটলী ছাগীর শৃঙ্গে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া ছাগী ছাড়িয়া দিবে। অপর পুটলী আপনার হস্তে রাখিবে, ঐ ছাগী যাহার নিকটে যাইবে, সেই ব্যক্তি আকৃষ্ট হইয়া আসিবে। যদি একবারে কার্য্যসিদ্ধি না হয় তবে হস্তগত পুটলী পুনর্ব্বার ছাগীশৃঙ্গে বন্ধন করিয়া ছাড়িয়া দিবে। কিম্বা ঐ পুটলিস্থিত ভস্ম অভিলষিত কামিনীর মস্তকে দিবে। ইহাতে নিশ্চয়ই আকর্ষণ হইয়া থাকে। এই প্রক্রিয়ার পূর্ব্বে ওঁ কৃষ্ণবর্ত্তায় স্বাহা। এই মন্ত্র দশসহস্র জপ করিতে হইবে। এবং উক্ত মন্ত্রে ভস্ম অভিমন্ত্রিত করিয়া লইবে ॥ ১০ ॥

হ্রীঁ বিলি বিলি ছিন্ধি ছিন্ধি হন হন পচ পচ শোষয় শোষয় সর্ব্ববিদ্যাধিপতয়ে নমঃ ॥ অনেন মন্ত্রেণ স্নুহী-কীলকমষ্টোত্তরশতাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা তথা প্রতিরোপয়েৎ। যন্নাম্না তমাকর্ষয়তি ॥ ১১ ॥

ওঁ হ্রীঁ বিলি বিলি ইত্যাদি মন্ত্রে সিজবৃক্ষের কীলক অষ্টোত্তর শতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া মৃত্তিকাতে রোপণ করিয়া রাখিবে। এই মন্ত্রে যাহার নাম উল্লেখ করিয়া কার্য্য করিবে, সেই ব্যক্তির আকর্ষণ হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

ওঁ আং ক্ষ্যং চাড়ুং চাড়ুং ফট্। লক্ষমেকং জপেদস্য পূর্ব্বমেব সমাহিতঃ। দূরাদাকর্ষয়েন্নারীং তত্রত্যাং ক্ষোভয়ত্যপি ॥ ১২ ॥

ওঁ আং ক্ষ্যং চাড়ুং চাড়ুং ফট্, এই মন্ত্র একলক্ষ জপ করিলে দূর হইতে অভিলষিত কামিনীকে আকর্ষণ করা যায় ॥ ১২ ॥

ওঁ অপমৃত্যু জয় মে মে। অনেন মন্ত্রেণ কুম্ভকারমৃত্তিকয়া প্রতিমাং কৃত্বা মনুষ্যাস্থিকীলেনাষ্টোত্তরসহস্রাভিমন্ত্রিতেন স্বহস্তেন নিখনেৎ সা রুধিরং স্রবতি। অথ প্রতিমাকৃতিং ত্রিকটুকেনালিপ্য মধূচ্ছিষ্টেন বেষ্টয়েৎ ॥ অস্যা অঙ্গং সূচিকয়া বিধ্য ললাটে তস্যা নামাক্ষরং অনামিকায়া রুধিরেণ লিখেৎ প্রতিকৃতিং খদিরাঙ্গারে স্থাপয়েৎ ততঃ পূর্ব্বং মন্ত্রং জপেৎ যাবত্তস্যাস্থিকং লগতি তাবদাকর্ষণং ভবতি ॥ ১৩ ॥ ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুনবিরচিতে কক্ষপুটে আকর্ষণং নাম ষষ্ঠঃ পটলঃ ॥

ওঁ অপমৃত্যু জয়ং মে মে, এই মন্ত্রে কুম্ভকারের মৃত্তিকা দ্বারা অভিলষিত ব্যক্তির একটি প্রতিমূর্ত্তি করিবে। তৎপরে মনুষ্যাস্থিকীলকের সহিত পূর্ব্বোক্তমন্ত্রে অষ্টোত্তরসহস্রবার অভিমন্ত্রিত করিয়া মৃত্তিকামধ্যে স্বহস্তে পুতিয়া রাখিবে, ইহাতে সেইব্যক্তির রক্তস্রাব হইয়া থাকে। অনন্তর ঐ প্রতিমূর্ত্তিকে ত্রিকটু অর্থাৎ মরিচ, পিপ্পলী ও শুণ্ঠীদ্বারা লেপন করিয়া মোমদ্বারা বেষ্টন করিবে, তৎপরে সূচিকাদ্বারা ঐ প্রতিমূর্ত্তিকে বিদ্ধ করিয়া তাহার ললাটে স্বীয় অনামিকার রক্তদ্বারা তাহার নামাক্ষর লিখিয়া ঐ প্রতিমূর্ত্তিকে খদিরাঙ্গারমধ্যে স্থাপন করিবে। তৎপরে পূর্ব্বমন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। এইরূপ করিলে সেই ব্যক্তির অস্থিতে সূচিবেধ হং. অতএব তৎক্ষণাৎ তাহার আকর্ষণ হয় ॥ ১৩ ॥

অথ স্তম্ভনম্।

গমনোত্থানবাগ্বাণখড়্গাদিশস্ত্রকেষু চ।
শত্রুসৈন্যাশনীনাঞ্চ স্তম্ভনং শম্ভুনোদিতং ॥ ১ ॥

অনন্তর স্তম্ভন-প্রক্রিয়াপদ্ধতি লিখিত হইতেছে। এই স্তম্ভনকার্য্য-দ্বারা গমন, উত্থানশক্তি, বাক্য, বাণ, খড়্গাদি অস্ত্র এবং শত্রুসৈন্য এই সকল স্তম্ভিত করা যায়, ইহা মহাদেব বলিয়াছেন ॥ ১ ॥

রজন্যা হরিতালৈর্ব্বা ভূর্জ্জপত্রে সমালিখেৎ। যন্ত্রং হরিতসূত্রেণ বেষ্টয়িত্বা ততঃ পুনঃ। শিলায়াং বন্ধয়েত্তঞ্চ গতিস্তম্ভকরং ভবেৎ ॥ ২ ॥

হরিদ্রা কিম্বা হরিতালদ্বারা ভূর্জ্জপত্রে অভিলষিত ব্যক্তির মূর্ত্তিরূপ যন্ত্র লিখিয়া তাহা হরিদ্বর্ণ সূত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া ঐ প্রতিমূর্ত্তি শিলাতে বন্ধন করিয়া রাখিবে॥ ইহাতে সেইব্যক্তির গতিস্তম্ভন হইয়া থাকে ॥২॥

চর্ম্মকারস্য কুণ্ডাচ্চ রজকস্য তথৈব চ। কুণ্ডান্মলং সমুদ্ধৃত্য চাণ্ডালীঋতুবাসসা। বন্ধয়েৎ পোট্টলীং প্রাজ্ঞো যস্যাগ্রে তাং বিনিক্ষিপেৎ। তস্যোত্থানে ভবেৎ স্তম্ভঃ সিদ্ধযোগ উদাহৃতঃ ॥ ৩ ॥

চর্ম্মকার ও রজকের কুণ্ড হইতে ময়লা সংগ্রহ করিয়া চণ্ডালস্ত্রীর ঋতুবস্ত্রদ্বারা পুটলী করিবে। ঐ পুটলী যাহার অগ্রে নিক্ষেপ করা যায়, সেই ব্যক্তির উত্থানশক্তি থাকে না॥ ৩॥

উষ্ট্রস্যাস্থি চতুর্দ্দিক্ষু নিখনেদ্ভূতলে ধ্রুবং।
গোমেষমহিষীবাজীন্ স্তম্ভয়েৎ করিণোঽপি চ ॥ ৪ ॥

যে স্থানে গো, মেষ, মহিষ, ঘোটক ও হস্তী বাস করে সেই স্থানের চতুর্দ্দিকে উষ্ট্রের অস্থি ভূতলে পুতিয়া রাখিলে ঐ সকল গো ও মেষাদির স্তম্ভন হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

সিতগুঞ্জাফলং বাপ্যং নৃপাত্রে পীতমৃৎসহ। নিশি কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং ত্রিদিনং তত্র জাগরেৎ। নিত্যং সিঞ্চেজ্জলেনৈব মন্ত্রঃ পূজাঞ্চ কারয়েৎ। তস্যাঃ শাখা লতা গ্রাহ্যা শুভঋক্ষে সুমন্ত্রিতা। ক্ষিপেদ্ যস্যাসনে তাস্তু স্তম্ভয়ত্যেব তং ধ্রুবং। ওঁ গুরুভ্যো নমঃ। ওঁ বজ্ররূপায় নমঃ। ওঁ বজ্রকিরণে শিবে রক্ষ রক্ষ ভবেদ্যাধি অমৃতং কুরু কুরু স্বাহা। অয়ং গুঞ্জামন্ত্রঃ ॥ ৫ ॥

শ্বেতগুঞ্জাফল মনুষ্যমস্তকে পীতমৃত্তিকার সহিত পুতিয়া রাখিবে। কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর রাত্রিতে এই বীজ বপন করিয়া তিনদিবস সেই স্থানে জাগরণ করিয়া থাকিবে এবং প্রত্যহ জলসিঞ্চন করিবে। তৎপরে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা ও উক্তমন্ত্র জপ করিবে। ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইলে তাহার শাখা ও লতা গ্রহণ করিয়া শুভনক্ষত্রে অভিমন্ত্রিত করত যাহার আসনতলে নিক্ষেপ করিবে, নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তির স্তম্ভন হইবে ॥ ৫ ॥

হরিদ্রাকারিতং পদ্মং তালপত্রে সুপূজিতং। চত্বরে সাধ্যমন্ত্রাঙ্কং মুখস্তম্ভকরং রিপোঃ। ওঁ সহচখদশারি অমুকস্য মুখং স্তম্ভয় স্বাহা ॥ ৬ ॥

হরিদ্রারসদ্বারা তালপত্রে পদ্ম অঙ্কিত করিয়া যাহার নাম উল্লেখে ওঁ সহচখ ইত্যাদি মন্ত্র লিখিয়া চত্বরমধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিবে সেই ব্যক্তির স্তম্ভন হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

অকারঃ পন্নগাকারঃ সাধ্যকর্ণে বিচিন্তিতঃ। করোতি বচনস্তম্ভং চিত্রং দেবগুরোরপি। ওঁ মূকস্য সুকর্ণায় স্বাহা ॥৭

অকার এই বর্ণ সর্পরূপী হইয়া স্তম্ভনীয়ব্যক্তির কর্ণে রহিয়াছে, এইরূপ চিন্তা করতঃ ওঁ মূকস্য ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে, ইহাতে সেই ব্যক্তির বাক্যস্তম্ভন হয়। ইহা দেবগুরু বৃহস্পতিও আশ্চর্য্য বোধ করেন ॥ ৭ ॥

শতজপ্তেন কীলেন খদিরেণাস্য বন্ধনং। জায়তে বৈরিণাং স্তম্ভো দুর্গাগ্রে কীলিতং ধ্রুবং। ওঁ স ইতি মূর্ত্তিরুদ্রায় স্বাহা ॥ ৮ ॥

খদিরকাষ্ঠের কীলক ওঁ স ইতি ইত্যাদি মন্ত্রে শতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া শত্রুর দুর্গসম্মুখে পুতিয়া রাখিবে। এইরূপ করিলে শত্রুদিগের স্তম্ভন হয় ॥ ৮ ॥

কুঙ্কুমাল্লিখিতং পদ্মং ভূর্জ্জেনামাঙ্কিতং রিপোঃ। বেষ্টিতং নীলসূত্রেণ সম্যক্ স্তম্ভকরং ভবেৎ। ওঁ সহ ধনেশায় স্বাহা ॥ ৯ ॥

ভূর্জ্জপত্রে কুঙ্কুমদ্বারা শত্রুর নামের সহিত একটী পদ্ম অঙ্কিত করিবে, তৎপরে তাহা নীলসূত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিবে। ইহাতে শত্রুর স্তম্ভন হইয়া থাকে ওঁ সহধনেশায় স্বাহা এই মন্ত্রে উক্ত কার্য্য করিতে হইবে ॥ ৯ ॥

লিখিত্বা প্রেতবক্ত্রে চ সাধ্যনামপুটীকৃতং। বেষ্টিতং নীলসূত্রেণ শ্মশানে প্রোথিতে ভবেৎ। ওঁ সহশ্বেতায় অমুকস্য বাক্ স্তম্ভয় স্তম্ভয় স্বাহা ॥ ১০ ॥

মৃতব্যক্তির মস্তক আনিয়া তাহাতে অভিলষিতব্যক্তির নামদ্বারা পুটিত ওঁ সহশ্বেতায় ইত্যাদি মন্ত্র লিখিয়া নীলসূত্রদ্বারা বেষ্টন করতঃ শ্মশানস্থানে পুতিয়া রাখিবে। এইরূপ করিলে শত্রুব্যক্তির বাক্যস্তম্ভন হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

যস্যাভিধানমুচ্চার্য্য সপ্তাহং জপতে রিপোঃ। মনোবাচো গতিস্তম্ভং চেটকঃ কুরুতে ধ্রুবং। ওঁ নমো হুগুনে অমুকস্য মুখং গতিং স্তম্ভয় জ্বালা গঙ্গী ভাগ্নিমুৎকাধিক বন্ধ বন্ধ স্তম্ভয় কুরু চ মমেপ্সিতানি ঠঃ ঠঃ হুঁ ফট্ স্বাহা ॥১১

যাহার নাম উচ্চারণ করিয়া সপ্তাহপর্য্যন্ত ওঁ নমো হুগুনে ইত্যাদি মন্ত্র জপ করা যায়, সেই ব্যক্তির মনঃ, বাক্য ও গতিস্তম্ভন হইয়া থাকে ॥১১॥

হরিদ্রায়া লিখেদ্ যন্ত্রং ভূর্জ্জপত্রে সমাহিতঃ। বেষ্টয়েৎ পীতসূত্রৈশ্চ পীতপুষ্পৈশ্চ পূজয়েৎ। স্থাপয়েৎ শিলয়োর্ম্মধ্যে বাক্‌স্তম্ভং জায়তে ধ্রুবং ॥ ১২ ॥

ভূর্জ্জপত্রে হরিদ্রাদ্বারা অভিলষিতব্যক্তির প্রতিকৃতিরূপযন্ত্র লিখিয়া পীতসূত্রদ্বারা বেষ্টন করতঃ পীতপুষ্পদ্বারা পূজা করিবে। তৎপরে ঐ যন্ত্র শিলাদ্বয়ের মধ্যে সংস্থাপন করিয়া রাখিবে। ইহাতে সেই অভিলষিতব্যক্তির বাক্য-স্তম্ভন হয় ॥ ১২ ॥

ভৃঙ্গরাজোঽপ্যপামার্গঃ সিদ্ধার্থং সহদেবিকা। তুল্যং তুল্যং বচা শ্বেতা দ্রব্যমেষাং সমাহরেৎ। লৌহপাত্রে বিনিক্ষিপ্য দ্বিদিনান্তে সমুদ্ধরেৎ। তিলকে সর্ব্বশত্রূণাং বুদ্ধি-স্তম্ভকরং ভবেৎ ॥ ১৩ ॥

ভৃঙ্গরাজ, অপামার্গ, সর্ষপ, বেড়েলা, বচ ও কণ্টকারী এই সকল দ্রব্যের রস গ্রহণ করিয়া লৌহপাত্রে নিক্ষেপ করিবে। দুইদিবস পরে ঐ রসদ্বারা কপালে তিলক করিলে শত্রুবর্গের বুদ্ধি-স্তম্ভন হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

ওঁ নমো ভগবতে বিশ্বামিত্রায় নমঃ সর্ব্বমুখিভ্যাং বিশ্বামিত্রায় বিশ্বামিত্রোদ্দাপয়তি শক্ত্যা আগচ্ছতু। অনেন মন্ত্রেণ নদীং প্রবিশ্য অষ্টোত্তরশতাম্বুভিস্তর্পয়েৎ শত্রূণাং মুখ-স্তম্ভো ভবতি ॥ ১৪ ॥

নদীতে প্রবিষ্ট হইয়া ওঁ নমো বিশ্বামিত্রায় ইত্যাদি মন্ত্রে যাহার নামে শতবার তর্পণ করা যায়, সেই ব্যক্তির মুখ-স্তম্ভন হয় ॥ ১৪ ॥

ওঁ নমো ব্রহ্মবেসরি রক্ষ রক্ষ ঠঃ ঠঃ। অনেন মন্ত্রেণ সপ্তপাষাণান্ গৃহীত্বা ত্রীন্ কট্যাং বদ্ধা অপরে মুষ্টিকাভ্যাং ধারণীয়াঃ চৌরাণাং গতিস্তম্ভো ভবতি ॥ ১৫ ॥

ওঁ নমো ব্রহ্মবেসরি ইত্যাদি মন্ত্রে সপ্তপাষাণখণ্ড গ্রহণ করিয়া তাহার তিন খণ্ড কটীতে বন্ধনপূর্ব্বক অপর চারিখণ্ড উভয়মুষ্টিদ্বারা ধারণ করিবে। ইহাতে চোরের গতি-স্তম্ভন হয় ॥ ১৫ ॥

অঙ্কুলী লক্ষ্মণা পু-সী সর্পাক্ষী শিখিমূলিকা। বিষ্ণুক্রান্তা জটা নীলা পাঠা শ্বেতাপরাজিতা। পাটলী সহদেবী চ মূলঞ্চ সহদেবিকা। পুষ্যার্কে তু সমুদ্ধৃত্য মুখে শিরসি সংস্থিতা। একৈকং বারয়ত্যেব শস্ত্রসঙ্করণো নৃণাং। বহ্ন্যাখুব্যাঘ্রভূপালচৌরশত্রুভয়ং ত্যজেৎ ॥ ১৬ ॥

আকোড়ফল, লক্ষণা (নেপালাদি দেশজাত কন্দবিশেষ), কণ্টকারী, সর্পাক্ষী, অপামার্গের মূল, কৃষ্ণাপরাজিতা, শিবজটা, আকনাদি এবং শ্বেতাপরাজিতা, ইহাদিগের মূল রবিবারে পুষ্যানক্ষত্রে উদ্ধৃত করিয়া মুখে ও মস্তকে ধারণ করিলে বিপক্ষের অস্ত্র স্তম্ভিত করিতে পারে এবং অগ্নি, ইন্দুর, ব্যাঘ্র, রাজা, চোর ও শত্রু ইহাদিগের ভয় নিবারণ হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

শ্বেতগুঞ্জীয়মূলন্তু ঋক্ষে উত্তরভাদ্রকে।
উত্তরাভিমুখং গ্রাহ্যং বাণ-স্তম্ভকরং মুখে ॥ ১৭ ॥

শ্বেতগুঞ্জার মূল উত্তরভাদ্রনক্ষত্রে উত্তরমুখ হইয়া উত্তোলনপূর্ব্বক মুখে ধারণ করিলে শত্রুবর্গের বাণ-স্তম্ভন হয় ॥ ১৭ ॥

মূলং শুক্লত্রয়োদশ্যাং গ্রাহ্যং শিখরিকন্যয়োঃ। বলামূলং তথা গ্রাহ্যং পিষ্ট্বা তদ্‌গোলকীকৃতং। ধার্য্যং মূর্দ্ধ্নি করে বাহৌ সর্ব্বশত্রুনিবারণং ॥ ১৮ ॥

শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে অপামার্গের মূল, ঘৃতকুমারীর মূল ও বেড়েলার মূল গ্রহণ করিয়া একত্রে পেষণ করতঃ বটিকা করিবে। এই বটিকা মস্তকে অথবা বাহুতে ধারণ করিলে শত্রুভয়নিবারণ হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

গোজিহ্বা হঠলী দ্রাক্ষা বচশ্বেতাপরাজিতা। বিষ্ণুক্রান্তা হস্তিকর্ণী সুশ্বেতা কণ্টকারিকা। মূলান্যাদায় পুষ্যার্কে রম্ভা-সূত্রেণ বেষ্টয়েৎ। স্বহস্তে কঙ্কণং ধার্য্যং শত্রু-স্তম্ভকরং রণে ॥ ১৯ ॥

গোজিয়া, হঠলী, দ্রাক্ষা, বচ, শ্বেতাপরাজিতা, কৃষ্ণাপরাজিতা, হস্তিকর্ণপলাশ ও শ্বেতকণ্টকারী এই সকলের মূল রবিবারে পুষ্যানক্ষত্রে আহরণ করিয়া কদলীবৃক্ষের সূত্রদ্বারা বেষ্টন করত হস্তে কঙ্কণবৎ ধারণ করিলে শত্রুগণকে স্তম্ভিত করিতে পারে ॥ ১৯ ॥

পাঠা রুদ্রজটা বাথ শ্বেতা চ শরপুঙ্খিকা। শ্বেতগুঞ্জীয়কং মূলং পুষ্যার্কে তু সমুদ্ধৃতং। প্রত্যেকং মুখমধ্যস্থং রণেষু স্তম্ভকৃদ্রিপোঃ ॥ ২০ ॥

আকনাদি, শিবজটা, কণ্টকারী, শরপুঙ্খা ও শ্বেতগুঞ্জা ইহাদিগের প্রত্যেকের মূল রবিবারে পুষ্যানক্ষত্রে উত্তোলন করিয়া মুখমধ্যে ধারণ করিলে যুদ্ধস্থলে শত্রুবর্গকে স্তম্ভিত করিতে পারে ॥ ২০ ॥

গান্ধারী চৈব কুন্তী চ পুষ্যার্কে চ সমুদ্ধরেৎ। মূলং তণ্ডুলতোয়েন পিষ্ট্বা পীত্বা দিনত্রয়ং। প্রত্যেকং বারয়ত্যেব শস্ত্র-সঙ্ঘং নরো নৃণাং ॥ ২১ ॥

গান্ধারীরমূল অথবা দন্তীর মূল রবিবারে পুষ্যানক্ষত্রে উত্তোলন করিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ করতঃ তিনদিবস পান করিবে। ইহাতে শত্রুগণকে স্তম্ভিত করিতে পারা যায় ॥ ২১ ॥

কেতকী মস্তকে নেত্রে তালমূলী মুখে স্থিতা। খর্জ্জূরে চরণে হৃৎস্থে খড়্গস্তম্ভঃ প্রজায়তে। এতানি ত্রীণি মূলানি চূর্ণীকৃত্য ঘৃতৈঃ পিবেৎ। অহোরাত্রৌ ততঃ শস্ত্রৈর্য্যাবজ্জীবং ন বাধতে ॥ ২২ ॥

কেতকীবৃক্ষের মূল মস্তকে ও নেত্রে এবং তালমূলীর মূল মুখে এবং খর্জ্জূরবৃক্ষের মূল চরণে ও হৃদয়ে ধারণ করিলে শত্রুবর্গের খড়্গ-স্তম্ভন হয় এবং উক্ত মূলত্রয় একত্রে চূর্ণ করিয়া ঘৃতের সহিত পান করিবে।

এইরূপ করিলে তাহাকে যাবজ্জীবন কোন অস্ত্রে বাধা জন্মাইতে পারে না ॥ ২২ ॥

শিরীষমূলং পুষ্যার্কে গ্রাহয়েৎ পেষয়েজ্জলৈঃ। অর্দ্ধাহারে কৃতে পশ্চাত্তজ্জলং চার্দ্ধকং পিবেৎ। যাবদ্দিনানি তৎপীতং তাবৎ শস্ত্রৈর্ন বাধ্যতে। তন্মূলে তু গলে বদ্ধে খড়্গৈর্মেষো ন ছিদ্যতে ॥ ২৩ ॥

রবিবারে পুষ্যানক্ষত্রে শিরীষবৃক্ষের মূল সংগ্রহ করিয়া জলের সহিত পেষণ করিবে। অর্দ্ধ আহারের পর ঐ জল অর্দ্ধভাগ পান করিয়া পরে অপর অর্দ্ধ আহার করিবে এবং পরে অবশিষ্ট অর্দ্ধভাগ জল পান করিবে। যতদিন পর্য্যন্ত এইরূপ ঔষধ সেবন করিবে, ততদিন তাহাকে কোন অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিতে পারিবে না। উক্ত মূল কোন মেষের গলে বন্ধন করিয়া রাখিলে ঐ মেষকে খড়্গদ্বারা ছেদন করিতে পারে না ॥ ২৩ ॥

পুংসীমূলঞ্চ পুষ্যার্কে বরাটস্যোদরে ক্ষিপেৎ। তদ্বরাটং সমানীয় ফলমধ্যে বিনিক্ষিপেৎ। তৎফলং মুখমধ্যস্থং শস্ত্র-স্তম্ভকরং পরং ॥ ২৪ ॥

পুষ্যানক্ষত্রে আকন্দবৃক্ষের মূল উদ্ধৃত করিয়া একটি কড়ির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ঐ কড়ি কোন একটি ফলমধ্যে ভরিয়া রাখিবে। ঐ ফল মুখ-মধ্যে ধারণ করিলে শত্রুবর্গের শস্ত্র-স্তম্ভন হয় ॥ ২৪ ॥

গ্রস্তে রবৌ সমুদ্ধৃত্য শরপুঙ্খং সমন্ত্রকং।
বক্ত্রে যো ধারয়েন্মৌনী শত্রু-খড়্গৈর্ন বাধ্যতে ॥ ২৫ ॥

সূর্য্যগ্রহণকালে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক শরপুঙ্খার মূল উদ্ধৃত করিয়া মৌনী হইয়া মুখে ধারণ করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ মূল মুখে ধারণ করে, তাহাকে শত্রুবর্গ খড়্গদ্বারা বিদ্ধ করিতে পারে না ॥ ২৫ ॥

সমূলপত্রশাখাস্তু বিষ্ণুক্রান্তাং বিচূর্ণয়েৎ। তৈলপক্বং ততঃ কৃত্বা তেনৈবাঙ্গানি মর্দ্দয়েৎ। খড়্গাদিসর্ব্বশাস্ত্রাণাং ভবেদ্ যুদ্ধে নিবারণং। ওঁ হুরু হুরু চেতালি স্বাহা ॥ ২৬ ॥

মূল, পত্র ও শাখার সহিত অপরাজিতালতার চূর্ণ করিয়া তৈলের সহিত পাক করিবে। ঐ তৈলদ্বারা গাত্র মার্জ্জন করিলে যুদ্ধস্থলে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রভয় নিবারণ হয়। ওঁ হুরু হুরু স্বাহা এই মন্ত্রে উক্ত কার্য্য সকল করিতে হইবে ॥ ২৬ ॥

কৃকলাসস্য বামাঙ্ঘ্রিং হরিতালেন বেষ্টয়েৎ। তাম্রপত্রৈঃ পুনর্ব্বেষ্ট্য মুখস্থং সর্ব্বশত্রুজিৎ। ওঁ চামুণ্ডে ভয়চারিণি স্বাহা ॥ ২৭ ॥

কৃকলাসের বামপাদ আনিয়া তাহা হরিতালদ্বারা বেষ্টন করিয়া পুনর্ব্বার তাম্রপত্রে বেষ্টন করিবে। পরে তাহা মুখ মধ্যে ধারণ করিলে সকল শত্রু জয় করিতে পারে। ওঁ চামুণ্ডে ভয়চারিণি স্বাহা এই মন্ত্র পাঠ করিয়া উক্ত কার্য্য করিবে ॥ ২৭ ॥

বজ্রহেমাভ্রকং তাপ্যং কান্তং সূতং সমং সমং। সদ্যো জম্বীরজৈর্দ্রাবৈর্দ্দিনং খল্বে ততঃ পুনঃ। ব্রহ্মবৃক্ষস্য বীজানি কার্পাসাস্থীনি রাজিকা। বন্ধ্যা চ জননিন্দ্রী চ পিষ্ট্বা তন্মধ্যগং কুরু। পূর্ব্বং যন্মর্দ্দিতং গোলং লঘু-সপ্তপুটৈঃ পচেৎ। ততো গজপুটং দদ্যাত্মুখং রুদ্ধা ধমেদ্ধটাৎ। তদ্গোলং ধারয়েদ্বক্ত্রে শস্ত্র-স্তম্ভকরো ভবেৎ। হন্তি রোগং জরামৃত্যুং গুটিকা সুরসুন্দরি!। সর্ব্বেষামুক্তযোগানাং কুম্ভকর্ণং স্মরেদ্ যদি। আয়ান্তং সম্মুখং শত্রুসমূহং সন্নিবারয়েৎ। ওঁ অহো কুম্ভকর্ণ মহারাক্ষস কৈকশী-গর্ভসম্ভূত পরসৈন্যভঞ্জন মহারুদ্রো ভগবান্ রুদ্র আজ্ঞা অগ্নিঃ স্তম্ভয় ঠঃ ঠঃ। এবং মন্ত্রদ্বয়ং পূর্ব্বমেবাযুতজপে সিদ্ধিঃ ॥ ২৮ ॥

হীরক, স্বর্ণ, অভ্র, রৌপ্য, পারদ ও গন্ধক এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া জম্বীরের রসে তিনদিবস পুনঃ পুনঃ খলে পেষণ করিয়া বটিকা করিবে। পরে যজ্ঞডুম্বরের বীজ, কার্পাসবীজ ও সর্ষপ কোন বন্ধ্যানারী অথবা জীববৎসা নারী পেষণ করিয়া তন্মধ্যে পূর্ব্বকৃত বটিকা পুরিয়া রাখিবে। তৎপরে গজপুটে সপ্তবার দগ্ধ করিয়া লইবে। এই বটিকা মুখে ধারণ করিলে শত্রু-স্তম্ভন হয় এবং এই বটিকা নানাবিধ রোগ ও জরামৃত্যু হরণ করে। ওঁ অহো কুম্ভকর্ণ ইত্যাদি মন্ত্রে এই কার্য্য করিবে এই মন্ত্র জপ করিলে সম্মুখাগত শত্রুবর্গ নিবারিত হয় ॥ ২৮ ॥

অথ মন্ত্রং মহেশস্য হনুমতোঽপি বা পুনঃ। নারায়ণস্য সূর্য্যস্য জপেদ্বা ব্রহ্মণোঽপি চ। অযুতং পূর্ব্বমেবৈতত্ততোঽঙ্গারৈর্ন দহ্যতে।

ওঁ তপ্তা তপ্তা অঙ্গারি মে ভয়মথ বন্ধকুমারী মুহ সিদ্ধি শালায়াসলং সদৃশৌ গৌরী মহাদেবকী আজ্ঞা। ওঁ নমো যকয়তুজ লুলী রুক্তিকারী কুজলে বলে প্রম্বলে প্রমাঙ্কুচণ্ডে শ্রীমহাদেবকী আজ্ঞা পাবে পায়ুশলে। ওঁ অগ্নী ধতীকাধরে ধয়োসৈ গলহজুবাজুমায়াপেভকী যো সাস্থিয়ো হনুমন্তজলে য প্রজ্বলে জুদজে জুড়মে বেষ্টঈশ্বর মহাদেবকী পূজা বাবেপাল পুশালাহ অগ্নিজ্বলন্তী মৈধরী জলট্টনী দিত্যোহ মুহমৈবেশ্বানরুধা মবিয়ো দেয়ে নারায়ণা শাযু নারায়ণ সো অগ্নি উপাইকদৌ হরিমৈ যুলু জুজ্জুজায়োচ্ছন্দদলী বট্টী বুট্টী বুজ্জীবীজলে প্রজ্বলে ইংকোমিলে আজ্ঞায়া পূজপাপুটালে শ্রীসূর্য্যকী আজ্ঞা। অহো সূর্য্য আবাদাবী দিদোমুজ্জা যাজ্জাহো কায়ান মহত্যারুদ অগ্নিকুণ্ড ব্রহ্মাণ্ড জালাং ত্রপুর আণৌ পানি, লিরেএলা আনিদেবৈশ্বানরনায় মে দ্বিদ্বিনী ধারা ধাকে কাপুষ্ম রোজী মহামদী। ওঁ গুরুমদিশাহুকুকল্কা মহাদুর্গং বিহন্তি।

এবমুক্তমন্ত্রাণাং পূর্ব্বমেবাষ্টোত্তরশতং জপং কুর্য্যাৎ সিদ্ধির্ভবতি। ততোঽভিমন্ত্রিতশ্বেতৈরণ্ডদণ্ডেন অঙ্গাররাশিং ঘটয়িত্বা অগ্নিস্তম্ভনমেকং জপেৎ। ততো নির্ভয়ো ভূত্বা মন্ত্রং পঠন্নঙ্গাররাশিং বিচরেৎ। ন দহ্যত ইতি সিদ্ধিযোগঃ ॥ ২৯ ॥

ওঁ তপ্তা তপ্তা ইত্যাদি মহেশমন্ত্র, হনুমন্মন্ত্র, নারায়ণমন্ত্র, সূর্য্যমন্ত্র কিম্বা ব্রহ্মমন্ত্র দশসহস্র জপ করিয়া তপ্তাঙ্গারমধ্যে প্রবেশ করিলে তাহাকে অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না এবং উক্ত মন্ত্র অষ্টোত্তরশত জপ করিয়া পরে শ্বেত এরণ্ডদণ্ড অভিমন্ত্রিত করতঃ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া অঙ্গার করিবে। তৎপরে অগ্নিস্তম্ভনমন্ত্র জপ করিয়া নির্ভয়চিত্তে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ঐ জলিত অঙ্গাররাশিমধ্যে প্রবেশ করিবে। ইহাতে সেই ব্যক্তি ঐ অগ্নিতে দগ্ধ হইবে না ॥ ২৯ ॥

কুমারীং শূরণং পিষ্ট্বা লিপ্তহস্তো নরো ভবেৎ।
দীপ্তাঙ্গারৈস্তপ্তলৌহৈর্ম্মন্ত্রযুক্তো ন দহ্যতি ॥ ৩০ ॥

ঘৃতকুমারী ও ওল একত্র পেষণ করিয়া হস্তে লেপন করিবে। এইরূপ করিয়া সেই হস্তদ্বারা তপ্তাঙ্গার কিম্বা তপ্তলৌহ ধরিলেও তাহার হস্ত দগ্ধ হয় না ॥ ৩০ ॥

পাঠামূলং ঘৃতৈঃ পিষ্টৈর্লৌহপিণ্ডং সুধাপিতং।
লিপ্তহস্তা ন দহ্যন্তে মন্ত্ররাজ-প্রভাবতঃ ॥ ৩১ ॥

আকনাদির মূল ঘৃতের সহিত পেষণ করিয়া হস্তে লেপন করিবে, সেই হস্তদ্বারা তপ্তলৌহপিণ্ড ধরিলেও হস্ত দগ্ধ হয় না ॥ ৩১ ॥

উলূকমেষমণ্ডূকবসামাদায় লেপয়েৎ। অনয়া লিপ্তগাত্রস্তু নাগ্নিনা দহ্যতে নরঃ। ওঁ নমো ভগবতি চন্দ্রকান্তে শুভে ব্যাঘ্রচর্ম্মনিবাসিনি চলমাণি স্বাহা। উক্তযোগদ্বয়েঽনৌ মন্ত্রঃ ॥ ৩২ ॥

পেঁচক, মেষ ও ভেক, ইহাদিগের বসা (চর্ব্বি) দ্বারা গাত্র লেপন করিলে তাহাকে অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না। উক্ত যোগদ্বয়ে ওঁ নমোভগবতি ইত্যাদি মন্ত্রে কার্য্য করিবে ॥ ৩২ ॥

মণ্ডূকবসয়া পিষ্ট্বা নিম্ববৃক্ষ-ত্বচং ততঃ।
লিপ্তগাত্রো নরো বহ্নিং স্তম্ভয়ত্যেব চ ধ্রুবং ॥ ৩৩ ॥

ভেকের বসার সহিত নিম্ববৃক্ষের ছাল পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা গাত্রলেপন করিলে সেই ব্যক্তি অগ্নি-স্তম্ভন করিতে পারে ॥ ৩৩ ॥

স্ত্রীপুষ্পং খরমূত্রঞ্চ পচেদ্বকবসাযুতং।
তেনৈব লিপ্তহস্তস্তু তপ্ততৈলৈর্ন দহ্যতে ॥ ৩৪ ॥

স্ত্রীপুষ্প, গর্দ্দভের মূত্র ও বকের বসা এই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিয়া তদ্দ্বারা গাত্রলেপন করিবে। ইহাতে সেই ব্যক্তির অঙ্গে তপ্তলৌহ সংযুক্ত করিলেও তাহার গাত্র দগ্ধ হয় না ॥ ৩৪ ॥

বিদ্যুদ্দগ্ধতস্য কাষ্ঠস্য কীলেন বিহগস্য বা।
বিড়ালস্যাস্থিগো বহ্নির্ন দহেদতিকৌতুকং ॥ ৩৫ ॥

বজ্রদগ্ধকাষ্ঠ ও বিড়ালের অস্থি একত্র করিয়া তাহাতে অগ্নি জ্বালিবে। এই অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলে গাত্র দগ্ধ হয় না ৩৫ ॥

কুমারীতৈললিপ্তস্তু হস্তো লৌহৈর্ন দহ্যতে। জলৌকাঃ পাটলীমূলং শৈবালকুসুমং শুভং। মণ্ডূকবসয়া পিষ্টং লিপ্তগাত্রো ন দহ্যতে। ওঁ অগ্নিবলন্তী মৈধরী মলীয়ৈ হনুমৈবেশ্বন রথমিজো গৌরী মহেশ্বর সাধু। উক্তযোগানাময়ং মন্ত্রঃ ॥ ৩৬ ॥

ঘৃতকুমারী ও তৈল একত্র পেষণ করিয়া হস্তে লেপন করিলে সেই হস্ত প্রতপ্তলৌহস্পর্শে দগ্ধ হয় না। এবং জলৌকা, (জোঁক) পারুলের মূল শৈবালকুসুম এই সকল দ্রব্য মণ্ডূকের বসার সহিত পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে তাহাকে অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না। ওঁ অগ্নি বলন্তি ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সকল করিতে হইবে ॥ ৩৬ ॥

মণ্ডূকপিত্তমাদায় মেষস্য বসয়া সহ। সজলৌকাপ্রলেপেন বহ্নিস্তম্ভনমুত্তমং। ওঁ নমো ভগবতি চন্দ্রকান্তে শতব্যাঘ্রচর্ম্মপরিনদ্ধবসনে চমালয় স্বাহা ॥ ৩৭ ॥

ভেকেরপিত্ত, মেষের বসা ও জলৌকা এইসকল দ্রব্য একত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অগ্নি-স্তম্ভন হইয়া থাকে। ওঁ নমো ভগবতি ইত্যাদি মন্ত্রে এই কার্য্য করিবে ॥ ৩৭ ॥

উদ্‌ভ্রান্তপত্রনির্ম্মাল্যমেরণ্ডপারিভদ্রকং। মণ্ডূকবসয়া সার্দ্ধং পিষ্ট্বা মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ। তেন পাদবিলেপেন ভ্রমেদঙ্গারপর্ব্বতে ॥ ৩৮ ॥

উদ্ভ্রান্তপত্র, বিল্বপত্র, এরণ্ডপত্র, ও নিম্বপত্র এই চারিপ্রকারপত্র ভেকের বসার সহিত মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ইহাদ্বারা পাদে প্রলেপ দিয়া জ্বলিতঅঙ্গারোপরিভ্রমণ করিতে পারে ॥ ৩৮ ॥

যবকাণ্ডং সমাহৃত্য মণ্ডূকবসয়া সহ। গুটিকাং কারয়েত্তেন ক্ষিপ্তে বহ্নৌ ততো ভ্রমেৎ। ওঁ নমো ভগবতে চন্দ্ররূপায় বিকলাং স্থিহন্তি তৎ ক্রমস্তম্ভস্থনচন্দ্ররূপেণ অগ্নিপুত্রবরং কট্ট ঠঃ ঠঃ। উক্ত যোগত্রয়াণাময়ং মন্ত্রঃ ॥ ৩৯ ॥

যববৃক্ষ আহরণ করিয়া ভেকের বসার সহিত পেষণপূর্ব্বক গুটিকা করিবে। এই গুটিকা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া সেই অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। তাহাতে গাত্রে অগ্নিসন্তাপ লাগে না। ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্রে এই কার্য্য করিবে ॥ ৩৯ ॥

বামপাদং বামহস্তং কৃকলাসস্য পূর্ব্ববৎ। সংগ্রাহ্য সিক্‌থকৈর্ব্বেষ্ট্য বহ্নিস্তম্ভো মুখে স্থিতে। তস্যৈব বাম-

হস্তঞ্চ পারদেন বিমর্দ্দয়েৎ। বেষ্টয়েন্নাগপত্রেণ বহ্নি-স্তম্ভো মুখে স্থিতে। ওঁ অমৃতায় ঈড়পিঙ্গলে স্বাহা। কৃকলাসস্য যোগানাময়ং মন্ত্রঃ ॥ ৪০ ॥

কৃকলাসের বামপাদ ও বামহস্ত আনিয়া তাহা মোমদ্বারা বেষ্টন করিয়া মুখে স্থাপন করিলে বহ্নি-স্তম্ভন করিতে পারে এবং কৃকলাসের বামহস্ত পারদের সহিত মর্দ্দন করিয়া পানপত্র দ্বারা বেষ্টন করতঃ মুখে ধারণ করিলে অগ্নি-স্তম্ভন করিতে পারা যায়। ওঁ অমৃতায় ইড়পিঙ্গলে স্বাহা এই মন্ত্রে উক্ত কার্য্যদ্বয় করিবে ॥ ৪০ ॥

ভৃঙ্গরাট্‌ কদলী-কন্দং মণ্ডুকবসয়া পচেৎ।
মৃদ্বগ্নিনা ততো লেপাৎ পাদয়োর্ব্বহ্নিসঞ্চরঃ ॥ ৪১ ॥

ভৃঙ্গরাজ, কদলীমূল ও ভেকের বসা এই তিনদ্রব্য একত্র করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করত পাদতলে প্রলেপ দিলে অনায়াসে অগ্নির উপর ভ্রমণ করিতে পারে ॥ ৪১ ॥

শ্বেতগুঞ্জা-রসেনৈব সর্ব্বাঙ্গে লেপমাচরেৎ। অঙ্গার-রাশিমধ্যে তু ভ্রাম্যমানো ন দহ্যতে। ওঁ বজ্রকিরণে অমৃতং কুরু কুরু স্বাহা। উক্তযোগানাময়ং মন্ত্রঃ ॥ ৪২ ॥

শ্বেতগুঞ্জার রসদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ লেপন করিয়া তপ্তাঙ্গারমধ্যে ভ্রমণ করিলে তাহার শরীর দগ্ধ হয় না। ওঁ বজ্রকিরণে ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকল করিবে ॥ ৪২ ॥

সপ্তধা হিমবন্মন্ত্রং জপিত্বা যেন তাড়িতঃ। বহ্নিঃ শাম্যতি রৌদ্রোঽপি দহ্যমানে গৃহে সতি। ওঁ হিমাচল-স্যোত্তরে ভাগে মারিচো নাম রাক্ষসঃ। তস্য মূত্রপুরী-যাভ্যাং হুতাশং স্তম্ভয়ামি স্বাহা ॥ ৪৩ ॥

গৃহদাহসময়ে ওঁ হিমাচলস্যোত্তরে ভাগে ইত্যাদি হিমবন্মন্ত্র সপ্ত-বার জপ করিয়া ভূমিতে তাড়ন করিলে তৎক্ষণাৎ অতি প্রচণ্ডবহ্নিও নির্ব্বাপিত হয় ॥ ৪৩ ॥

গোবালং জলশূকঞ্চ মণ্ডুকবসয়া ত্রিভিঃ।
লিপ্তে বস্ত্রে ধৃতে বহ্নির্ন দহেদ্বস্ত্রমদ্ভুতং ॥ ৪৪ ॥

গরুররোম, জলশূক ও ভেকের বসা এই তিন দ্রব্য একত্রে পেষণ করিয়া বস্ত্রে লেপন করিবে। এই বস্ত্র অগ্নির উপরি ধরিলে তাহা দগ্ধ হয় না ॥ ৪৪ ॥

রসমেরণ্ডপত্রস্য শিরীষপত্রকস্য চ। তুল্যং তুল্যং পচেচ্ছীর্ষং নর তৈলেন কম্বলং। লিপ্ত্বা প্রজ্বলিতং ধার্য্যং শিরস্থোঽগ্নির্ন দহ্যতে ॥ ৪৫ ॥

এরণ্ডপত্রের রস ও শিরীষপত্রের রস তুল্যপরিমাণে একত্র পাক করিয়া তদ্দ্বারা মস্তক লেপন করিবে এবং একখণ্ড কম্বল নরতৈলাক্ত করিয়া মস্তকের উপর স্থাপন করিবে। তৎপরে ঐ কম্বলের উপর অগ্নি জ্বালিবে। ইহাতে মস্তক দগ্ধ হইবে না ॥ ৪৫ ॥

তিলতৈলাক্তসূত্রেণ বিলম্ব্য কাংস্যভাজনং। অধঃ প্রজ্বালয়েদ্বহ্নিং সক্ষীরং পায়সং পচেৎ। ন সূত্রং দহ্যতে চিত্রং পায়সং কামলাপহং ॥ ৪৬ ॥

তিলতৈলাক্ত সূত্রদ্বারা একটী কাংস্যপাত্র লম্বিত করিয়া তাহার নিম্নে অগ্নি জ্বালিবে এবং ঐ পাত্রমধ্যে দুগ্ধ ও তণ্ডুল দিয়া পায়স পাক করিবে। ইহাতে ঐ সূত্র দগ্ধ হইবে না এবং ঐ পায়স ভক্ষণ করিলে কামলারোগ নিবৃত্তি হয় ॥ ৪৬ ॥

ভূর্জ্জপত্রপুটে তৈলং কদলীপত্রপুটকে। ক্ষিপ্ত্বা বাহ্যে লিপেত্তৈলং ছিদ্রভাণ্ডং মুখে পুনঃ। সংস্থাপ্য লেপয়েৎ সার্দ্ধং গোময়েন তু তৎ পুনঃ। স্থিতং চুল্যামধো বহ্নিং প্রজ্বাল্য বটকং পচেৎ। লৌহপাত্র ইবাশ্চর্য্যং পুটী তত্র ন দহ্যতে ॥ ৪৭ ॥

ভূর্জ্জপত্রের অথবা কদলীপত্রের ঠোঙ্গা করিয়া তন্মধ্যে তৈল নিক্ষেপ করিবে। পরে ঐ ঠোঙ্গার মুখে একটি সচ্ছিদ্রপাত্র সংস্থাপন করিয়া তৈল ও গোময়দ্বারা বহির্ভাগ লেপন করিবে। অনন্তর চুল্লীতে অগ্নি জ্বালিয়া ঐ ঠোঙ্গা তাহার উপরে স্থাপন করিয়া পাক করিবে। ইহাতে লৌহপাত্রের ন্যায় তৈল পাক হইবে, কিন্তু ঠোঙ্গা দগ্ধ হইবে না ॥ ৪৭ ॥

বার্ত্তাকুং কাঞ্জিকৈর্লিপ্তং বেষ্ট্য তৈলাক্ততন্তুভিঃ।
তৎপুনঃ পচ্যতে বহ্নৌ ন সূত্রং দহ্যতেঽদ্ভুতং ॥ ৪৮ ॥

একটি বেগুণ আনিয়া কাঁজিতে সূত্র ভিজাইয়া সেই সূত্রদ্বারা ঐ বেগুণ বেষ্টন করিবে, অনন্তর ঐ বেগুণ দগ্ধ করিবে। ইহাতে বেগুণ দগ্ধ হইবে, কিন্তু ঐ সূত্র দগ্ধ হইবে না ॥ ৪৮ ॥

সপ্তধা ভাবয়েৎ সূত্রং কন্যকাসম্ভবৈর্দ্রবৈঃ।
যোগপট্টং কৃতং তেন ক্ষিপ্তং বহ্নৌ ন দহ্যতে ॥ ৪৯ ॥

ঘৃতকুমারীর রসে সূত্রসকল সাতবার ভাবনা দিয়া ঐ সূত্রদ্বারা যোগপট্ট অর্থাৎ যোগীদিগের বস্ত্র প্রস্তুত করিবে। ঐ বস্ত্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে দগ্ধ হয় না ॥ ৪৯ ॥

সূত্রং বরাহপয়সা লিপ্তং কুর্য্যাত্ততঃ পুনঃ।
যজ্ঞোপবীতকং তত্তু ক্ষিপ্তং বহ্নৌ ন দহ্যতে ॥ ৫০ ॥

শূকরের দুগ্ধদ্বারা সূত্র লেপন করিয়া তদ্দ্বারা যজ্ঞোপবীত প্রস্তুত করিবে। এই যজ্ঞোপবীত অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিলে, তাহা দগ্ধ হয় না ॥ ৫০ ॥

দগ্ধ্বাদৌ তুলসীকাষ্ঠং শাল্মল্যা বাথ সেচয়েৎ। খর-মূত্রৈস্তদঙ্গারৈর্জ্বালধূল্যাং নিবেশয়েৎ। কাষ্ঠভারশতে-নাপি অন্তঃপাকো ন জায়তে ॥ ৫১ ॥

তুলসীকাষ্ঠ অথবা শাল্মলীকাষ্ঠ প্রথমতঃ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া গর্দ্দভের মূত্রদ্বারা সিঞ্চন করিয়া অঙ্গার করিবে। এই অঙ্গার দ্বারা পুনর্ব্বার অগ্নি জ্বালিলে তাহাতে কোন দ্রব্য পাক করা যায় না। এমন কি ঐরূপ শতভার অঙ্গারে একটি দ্রব্যেরও পাক হয় না ॥ ৫১ ॥

মূলন্তু শ্বেতগুঞ্জোত্থং বহ্নৌ মন্ত্রযুতং ক্ষিপেৎ।
তস্যোপরি স্থিতং চান্নং মাসেনাপি ন পচ্যতে ॥ ৫২ ॥

শ্বেতগুঞ্জার মূল অভিমন্ত্রিত করিয়া তাহা অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিবে, তদুপরি তণ্ডুল দিয়া পাক করিলে একমাসেও ঐ তণ্ডুল অন্নহয় না ॥ ৫২ ॥

পিপ্পলীমরিচীচূর্ণং চর্ব্বয়িত্বা ততঃ পুনঃ। দীপ্তাঙ্গারে নরৈর্ভুক্তে ন বক্তুং দহ্যতে ক্বচিৎ। ওঁ নমো মহামায়ে বহ্নিং রক্ষ স্বাহা। অয়ং মন্ত্র উক্তযোগানাং যোজ্যঃ ॥৫৩॥

প্রথমে মরিচচূর্ণ ও পিপ্পলীচূর্ণ চর্ব্বণ করিয়া তৎপরে জলন্ত অঙ্গার চর্ব্বণ করিলেও তাহার মুখ দগ্ধ হয় না। ওঁ নমো মহামায়ে বহ্নিং রক্ষ রক্ষ এই মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকল করিতে হইবে ॥ ৫৩ ॥

অথ জল-স্তম্ভনম্।

পদ্মকং নাম যদ্ দ্রব্যং সূক্ষ্মচূর্ণন্তু কারয়েৎ। বাপী-কূপতড়াগেষু নিক্ষিপেদ্বধ্যতে জলং। ওঁ নমো ভগবতে জলং স্তম্ভয় বঃ পঃ। অয়ং মন্ত্রঃ সর্ব্বজলে সিদ্ধঃ ॥ ১ ॥

অনন্তর জল-স্তম্ভনপ্রক্রিয়া কথিত হইতেছে। পদ্মকনামক দ্রব্য আনিয়া তাহার অতিসূক্ষ্মচূর্ণ করিবে এই চূর্ণ পুষ্করিণী, কূপ ও দীঘি প্রভৃতি জলাশয়ে নিক্ষেপ করিলে ঐ সকল জলাশয়ের জল স্তম্ভিত হয়। ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্রে উক্তচূর্ণ নিক্ষেপ করিতে হইবে। সর্ব্ব-প্রকার জলস্তম্ভন কার্য্যেই এই মন্ত্র প্রয়োগ করিবে ॥ ১ ॥

অগস্ত্যপুষ্পনির্য্যাসং মহিষী-পয়সা পিবেৎ। খাদে-ত্তন্নবনীতঞ্চ জলাগ্নৌ নাবসীদতি ॥ ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় বলস্য দিত্রব কলহপ্রিয়ে কলহংসাধ্বনি ত্রহেহি স্বাহা ॥ ২ ॥

বকপুষ্পের নির্যাস ও মহিষীর দুগ্ধ একত্র পান করিয়া মহিষীদুগ্ধ-সম্ভূত নবনীত ভক্ষণ করিবে। যে এইরূপ ঔষধ ভক্ষণ করিবে, সেই ব্যক্তি কদাচ জলমধ্যে ও অগ্নিতে অবসন্ন হইবে না, নমো ভগবতে রুদ্রায় এই মন্ত্রে উক্ত কার্য্য করিলে ফল প্রত্যক্ষ হইবে ॥ ২ ॥

ত্রিলৌহবেষ্টিতং হস্তং কৃকলাসস্য দক্ষিণং। সমন্ত্রং ধারয়েদ্বক্ত্রে স্বেচ্ছয়া সঞ্চরেজ্জলে ॥ সমুদ্রেঽপি ন সন্দেহো নরস্তোয়ৈর্ন বাধ্যতে। ওঁ অগ্নয়ে উদস্বাহা ॥ ৩॥

কৃকলাসের দক্ষিণহস্ত ত্রিলৌহদ্বারা বেষ্টন করিয়া তাহা মুখমধ্যে ধারণ করিবে। যে ব্যক্তি ওঁ অগ্নয়ে উদ স্বাহা। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া উক্ত কার্য্য করে, সেই ব্যক্তি সমুদ্রাদির জলমধ্যেও স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে পারে; ইহাতে উক্ত ব্যক্তি জলমগ্ন হয় না ॥ ৩ ॥

মূলং পুষ্যে তু গুঞ্জায়াঃ কুসুম্ভরসপেষিতং। তেনৈব রঞ্জয়েদ্বস্ত্রং তদ্বস্ত্রং স্বাঙ্গবেষ্টিতং ॥ গম্ভীরজলমধ্যে তু যাব-দিচ্ছতি তিষ্ঠতি। জলস্তম্ভমিদং খ্যাতং গুঞ্জামন্ত্রেণ সিধ্যতি ॥ ৪ ॥

পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেতগুঞ্জার মূল আনিয়া তাহা কুসুম্ভপুষ্পরসে পেষণ করিয়া একখণ্ড বস্ত্র রঞ্জিত করিবে, পরে ঐ বস্ত্রদ্বারা গাত্র বেষ্টন করিয়া গভীর জলমধ্যে যতকাল ইচ্ছা থাকিতে পারে। ইহাতে সে জলমগ্ন হয় না। ইহার নাম জল-স্তম্ভন, পূর্ব্বোক্ত গুঞ্জামন্ত্রে গুঞ্জামূল উত্তোলন করিতে হইবে ॥ ৪ ॥

অলাবুফলচূর্ণন্তু পক্বং শ্লেষ্মাতকং ফলং। পিষ্ট্বা তেনা-জিনং লিপ্ত্বা নরোঽঙ্গুলমাত্রকং ॥ তচ্ছুষ্কং নিক্ষিপে-ত্তোয়ে তড়াগে বা নদে হ্রদে। তস্যোপরি স্থিতো যোঽসৌ কদাচিন্ন নিমজ্জতি ॥ ৫ ॥

অলাবুফলচূর্ণ ও পক্ব ঘোষাফল একত্র পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা এক-খণ্ড চর্ম্ম এক অঙ্গুল স্থূল করিয়া লেপন করিবে। তৎপরে ঐ চর্ম্ম শুষ্ক করিয়া নদী কিম্বা হ্রদাদির জলে নিক্ষেপ করিবে। এই চর্ম্মোপরি আরোহণ করিয়া অনায়াসে জলোপরি অবস্থিতি করিতে পারে। কদা-চিৎ জলমগ্ন হয় না ॥ ৫ ॥

শ্লেষ্মান্তালাবুপিষ্টেন কর্ত্তব্যং পাদুকাদ্বয়ং।
গোধাচর্ম্মময়ং বদ্ধং কৃত্বারূঢ়শ্চরেজ্জলে ॥ ৬ ॥

ঘোষাফল ও অলাবু একত্র পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা পাদুকা প্রস্তুত করিবে। এই পাদুকা গোসাপের চর্ম্মদ্বারা আবৃত করিয়া লইবে। এই পাদুকা আরোহণ করিয়া জলের উপরে সঞ্চরণ করিতে পারে ॥ ৬ ॥

শ্লেষ্মান্তফলচূর্ণন্তু বাপীকূপতড়াগকে।
ক্ষিপেদ্রাত্রৌ ভবেদ্বন্ধো মুক্ত্যর্থে লবণং ক্ষিপেৎ ॥৭॥

ঘোষাফল চূর্ণ করিয়া রাত্রিকালে পুষ্করিণী, কূপ ও দীঘী প্রভৃতি জলা-শয়ে নিক্ষেপ করিলে সেই সকল জলাশয়ের জল স্তম্ভিত হইয়া থাকে। কিঞ্চিৎ লবণ ঐ স্তম্ভিতজলে নিক্ষেপ করিলে উক্ত স্তম্ভন নিবারণ হয় ॥ ৭ ॥

শ্লেষ্মান্ত-ফলচূর্ণন্তু লেপ্যং শুষ্কন্তু মৃদ্‌ঘটে। ঘনমঙ্গুল-মাত্রং স্যাচ্ছোষয়েৎ পূরয়েজ্জলৈঃ ॥ ক্ষণার্দ্ধে ভিদ্যতে কুম্ভো জলং বদ্ধন্তু তিষ্ঠতি। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় জলং স্তম্ভয় স্তম্ভয় বঃ বঃ বঃ বঃ ঠঃ ঠঃ ঠঃ। পূর্ব্বোক্ত-যোগানাময়ং মন্ত্রঃ ॥ ৮ ॥

মৃত্তিকাদ্বারা একটী কুম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া তাহা ঘোষাফলের চূর্ণদ্বারা এক অঙ্গুল স্থূল করিয়া লেপন করিয়া শুষ্ক করিবে। তৎপরে ঐ কুম্ভ জলপূর্ণ করিয়া রাখিবে। ক্ষণকালপরে ঐ কুম্ভ ভগ্নহইয়া যাইবে, কিন্তু কুম্ভ-মধ্যগত জল পূর্ব্ববৎ বদ্ধ হইয়া থাকিবে। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকল করিতে হইবে ॥ ৮ ॥

মকরস্য শৃগালস্য নকুলস্য বসাযুতং। জলসর্পশিরোপেতমৈণতৈলেন পাচয়েৎ॥ তেন নস্যং কর্ণলেপং কৃত্বা সংস্তম্ভয়েজ্জলং। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধানায় জলং স্তম্ভয় স্তম্ভয় ঠঃ ঠঃ॥ ৯॥

মকর, শৃগাল ও বেজি ইহাদিগের বসা এবং জলসর্পের মস্তক এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া হরিণের তৈলের সহিত পাক করিবে। এই তৈলদ্বারা নাসিকা ও কর্ণ লেপন করিলে জল-স্তম্ভন করিতে পারে, অর্থাৎ জলমধ্যে দীর্ঘকাল বাস করিতে সমর্থ হয়। ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদিমন্ত্রে এই কার্য্য করিবে॥ ৯॥

চতুর্দ্দিনং নক্তভোজী লিঙ্গপূজাকৃতে জপেৎ।
অযুতৈকেন জপ্তেন সিদ্ধিভাগ্ ভবতি ধ্রুবং॥ ১০॥

পূর্ব্বে যেসকল মন্ত্রযোগ বলা হইয়াছে তাহার বিশেষ নিয়ম এই, চারিদিনপর্য্যন্ত দিবাতে অনাহারী থাকিয়া রাত্রিতে শিবপূজা করিয়া ভোজন করিবে এবং তত্তৎপ্রকরণের লিখিতমন্ত্র দশসহস্র জপ করিবে। এইরূপ করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হয়। তৎপরে কার্য্য করিলে সেই কর্ম্মের সফলতা হইয়া থাকে॥ ১০॥

ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুনবিরচিতে কক্ষপুটে গতিস্তম্ভনং নাম সপ্তমঃ পটলঃ॥

অথ সৈন্যস্তম্ভনম্।

লক্ষমেকং জপেন্মন্ত্রী পলাশতরুজৈস্তথা। মধ্বাজ্যসংযুতৈর্হোমাৎ কালকর্ণী প্রসীদতি। সৈন্যখড়্গাদিধারাম্বুগতিস্তম্ভকরো ভবেৎ। সততং স্মরণান্মন্ত্রী বিবিধাশ্চর্য্যকারকঃ। ওঁ ক্ষাং কালকর্ণিকে ঠঃ ঠঃ॥ ১॥

অনন্তর সৈন্য-স্তম্ভনক্রিয়া কথিত হইতেছে। ওঁ ক্ষাং কালকর্ণিকে ঠঃ ঠঃ এই মন্ত্র একলক্ষ জপ করিয়া মধু ও ঘৃতসংযুক্ত পলাশসমিধদ্বারা দশসহস্র হোম করিবে। এইরূপ কার্য্য করিলে কালকর্ণীদেবী প্রসন্না হন। ইহাতে সৈন্য, খড়্গাদির ধার, জল ও গতি স্তম্ভন হইয়া থাকে। এইরূপ কার্য্য করিয়া উক্ত মন্ত্র সর্ব্বদা স্মরণ করিলে নানাপ্রকার অদ্ভুত প্রদর্শন করা যায়॥ ১॥

দ্বিরদরদমধ্যস্থং পরসৈন্যং বিচিন্তয়েৎ। তৎক্ষণাদ্ভঙ্গমায়াতি স্তম্ভিতং বাবতিষ্ঠতি॥ ওঁ স্তং দ্বিরদায় স্বাহা॥২॥

পর-সৈন্যদিগকে হস্তীর দন্ত দণ্ডেরমধ্যগত চিন্তাকরতঃ ওঁ স্তং দ্বিরদায় স্বাহা এই মন্ত্র জপ করিবে ইহাতে তৎক্ষণাৎ সৈন্যগণ ভঙ্গদিয়া পলায়ন করে, কিম্বা স্তম্ভিত হইয়া থাকে॥ ২॥

রক্তধুস্তূরমূলস্থা পূর্ব্ববজ্জায়তে ফলং। গুঞ্জা-মূলং সমানীয় মর্কটীগৃহগোধিকা॥ ছুচ্ছুন্দরীসমাযুক্তং পিষ্ট্বা শস্ত্রাণি লেপয়েৎ। তৎফলে ছিদ্যমানেঽপি ম্রিয়তে চ ন সংশয়ঃ॥ ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় দহ দহ পচ পচ ঘাতয় ঘাতয় হিলি হিলি স্বাহা॥ শস্ত্রদূষণত্রয়ে অয়ং মন্ত্রঃ॥ ৩॥

রক্তধুতুরার মূল ও তাহার ফল, গুঞ্জামূল, মাকড়সা, টিক্‌টিকী ও ছুঁচো, এই সকল দ্রব্য একত্রে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা স্বীয় অস্ত্র লেপন করিবে। অনন্তর উক্ত অস্ত্রদ্বারা একটী রক্তধুতুরার ফল ছেদন করিবে। এইরূপ করিলে শত্রুসৈন্যসকল মরিয়া যায়। ইহাতে কোন সংশয় নাই। ওঁ ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্রে এই কার্য্য করিবে॥ ৩॥

ষড়্‌বিন্দু মক্ষিকা নীলা চূর্ণং খর্জ্জূরমূলকং। লেপয়েৎ সর্ব্বশাস্ত্রাণি তদ্‌ঘাতে ক্রিমিরুদ্ভবেৎ। ক্রিমিকোপাগ্নিহত্যাশু বিষ্ণুনা যদি রক্ষিতং॥ ৪॥

ষড়্‌বিন্দু (একপ্রকার কীট), নীলমক্ষিকা ও খর্জ্জূরমূল এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা অস্ত্রলেপন করিবে। এই লিপ্ত অস্ত্রদ্বারা আঘাত করিলে অসংখ্য ক্রিমি উৎপন্ন হয়, এই ক্রিমিকোপে সমস্ত শত্রু-সৈন্য মরিয়া যায়। স্বয়ং বিষ্ণু রক্ষাকরিলেও রক্ষা হয় না॥ ৪॥

জলৌকা মক্ষিকা নীলা ষড়্‌বিন্দনাং প্রলেপনাৎ। তচ্ছস্ত্রে ছিদ্যমানেন ম্রিয়তে হ্যমরোঽপি সঃ॥ ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় দহ দহ ভিন্ধি ভিন্ধি খ খ গৃহ্ন গৃহ্ন স্বাহা ঠঃ ঠঃ। উক্তযোগদ্বয়ে অয়ং মন্ত্রঃ॥ ৫॥

জলৌকা, নীলমক্ষিকা ও ষড়্‌বিন্দু ইহাদিগের রসে অস্ত্র লেপন করিয়া সেই অস্ত্রদ্বারা আঘাতকরিলে দেবগণও প্রাণত্যাগ করেন। মনুষ্যের আর কথা কি? ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদিমন্ত্রে পুর্ব্বোক্ত কার্য্যদ্বয় করিতে হইবে॥ ৫॥

হালাহলং বৎসনাভং বৃশ্চিকা গৃহগোধিকা। ছুচ্ছুন্দরীকৃষ্ণসর্পগৃহগোধাশিরাংসি চ। ষড়্‌বিন্দু করবীরোত্থং মদনস্য ফলং তথা। এতানি সর্ব্বচূর্ণানি উষ্ট্রী-ক্ষীরেণ পেষয়েৎ। এষ শস্ত্রপ্রলেপস্তু রাজশত্রুবিনাশকৃৎ॥ ৬॥

হলাহলবিষ, স্থাবরবিষ, বৃশ্চিক, টিক্‌টিকী, ছুঁচো, কৃষ্ণসর্প, টিক্‌টিকীর মস্তক, ষড়্‌বিন্দু (কীটবিশেষ), করবীফল ও মদনফল এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া উষ্ট্রদুগ্ধের সহিত পেষণ করিবে। পরে ইহাদ্বারা অস্ত্রলেপন করিলে রাজশত্রু বিনাশ করিতে পারা যায়॥ ৬॥

কৃষ্ণসর্পশিরাংস্যষ্টৌ তণ্ডুল্যং চিত্রমূলকং। হালাহলঞ্চ তণ্ডুল্যং হরিতালং চতুঃপলং। ত্রিপলং পদ্মকাষ্ঠঞ্চ পলাশফলষোড়শঃ। লাঙ্গলী করবীরঞ্চ নাগকেশরকং তথা। প্রত্যেকং ত্রিপলং চূর্ণং গর্দ্দভী-বসয়া সহ। একীকৃত্য পেষয়েচ্চ সর্ব্বশস্ত্রেষু লেপয়েৎ। পরসৈন্যারিবর্গেষু স্পৃষ্টে স্যান্মরণং ধ্রুবং। বাপীকূপতড়াগানাং জলমেতেন দূষয়েৎ। পিবন্তি তজ্জলং যে তু তে ম্রিয়ন্তে

শিরোদিতং ॥ ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় দহ দহ পচ পচ মারয় মারয় ঠঃ ঠঃ স্বাহা ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণসর্পের মস্তক আটটা এবং তত্তুল্য চিতার মূল, এই সকল দ্রব্যের সমান হলাহলবিষ এবং হরিতাল ৪ পল, পদ্মকাষ্ঠ ৩ পল, পলাশফল ১৬ পল এবং লাঙ্গলিয়াবিষ, করবী ও নাগকেশর এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৩ পল, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া গর্দ্দভের বসার সহিত একত্র পেষণ করিবে। পরে ইহাদ্বারা অস্ত্রলেপন করিয়া সেই অস্ত্র শত্রুসৈন্যে স্পর্শ করাইলে তৎক্ষণাৎ সেই সৈন্য বিনাশ পায় এবং পূর্ব্বোক্ত চূর্ণসকল পুষ্করিণী, কূপ ও দীঘী প্রভৃতি জলাশয়ে নিক্ষেপ করিবে। ইহাতে সেই সকল জলাশয়ের জল দূষিত হয়। যে ব্যক্তি সেই জল পান করে সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করে। ইহা মহাদেব বলিয়াছেন। ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্রে উক্ত কার্য্যদ্বয় করিবে ॥ ৭ ॥

কৃকলাসস্য রক্তেন মাংসেন বসয়াথবা। লেপয়েৎ সর্ব্বশস্ত্রাণি লেপনান্মারয়েদ্রিপুং। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ঘাতয় ঘাতয় ঠঃ ঠঃ ॥ ৮ ॥

কৃকলাসের রক্ত, মাংস ও বসা একত্র পেষণ করিয়া অস্ত্রসকল লেপন করিবে। ইহাতে শত্রু সকল বিনাশ করিতে পারা যায়। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ইত্যাদি মন্ত্রে এই কার্য্য করিতে হইবে ॥ ৮ ॥

পূজা পূর্ব্বমঘোরস্য পঞ্চলক্ষমিদং জপেৎ। ব্রহ্মচারী জিতক্রোধঃ পশুসম্বন্ধবর্জ্জিতঃ। কুলাচাররতো বীরঃ সদাচারঃ সুদীক্ষিতঃ। দিনান্তে নক্তভুক্ শুদ্ধো ভূমিশয্যো জিতেন্দ্রিয়ঃ। অঞ্জলীন্ তর্পয়েৎ সপ্ত জপেদ্রুদ্রাক্ষমালয়া। পঞ্চলক্ষে কৃতে জাপে হোমং কুর্য্যাদ্দশাংশতঃ। শিবশক্তিসমুদ্ভূতে ষট্‌কোণে মেখলান্বিতে। হস্তমাত্রপ্রমাণেন খনয়েৎ কুণ্ডমুত্তমং। মহাস্তমহিকর্ণঞ্চ চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিলোচনং। সদংষ্ট্রং তং মহাজিহ্বমূর্দ্ধবক্তুং বিচিন্তয়েৎ। ঘৃতাক্তং হবিরাদায় মৃগমুখ্যাদ্যমুদ্রয়া। ভৈরবাস্যে মহারৌদ্রে জুহুয়ান্মন্ত্র-সিদ্ধয়ে। এবং সন্তোষ্য দেবেশং মন্ত্রশ্চৈবাত্র কথ্যতে ॥ ওঁ অঘোরে এষ অঘোরে হ্রীঁ ঘোর ঘোর শ্রীশ্চসূর্য্য তু সর্ব্ব সর্ব্বে যে রুদ্ররূপে ভ্যো নমস্তে। এষা বিদ্যা অঘোরাখ্যা সর্ব্বশাস্ত্রেষু গোপিতা। প্রস্ফুরা পশ্চিমাম্নায়ে পঞ্চপ্রণবসংযুতা। প্রস্ফুরা সম্ভুদেবেন মেরুতন্ত্রে প্রকাশিতা। পূজনাজ্জপনাদ্ধোমাৎ সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ। যথা সংপ্রাপ্যতে বীরস্তথেদানীং নিগদ্যতে। বিলেপ্য সর্ষপান্মন্ত্রী ব্রহ্মপুষ্পাণি হোময়েৎ ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকল করিতে হইলে প্রথমে অঘোরাখ্য শিবের পূজা করিয়া অঘোরমন্ত্র পঞ্চলক্ষ জপ করিবে। জপের বিশেষ নিয়ম এই— সাধক ব্রহ্মচারী, ক্রোধহীন, পশুসম্বন্ধবর্জ্জিত, কুলাচারতৎপর, সদাচারযুক্ত ও দীক্ষিত হইয়া দিবাতে উপবাসী থাকিয়া রাত্রিতে ভোজন করিয়া শুদ্ধচিত্তে জিতেন্দ্রিয় হইয়া ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে। তৎপরে সপ্তাঞ্জলি তর্পণ করিয়া রুদ্রাক্ষমালাদ্বারা জপ করিবে। এইরূপে পঞ্চলক্ষ জপ হইলে জপের দশাংশ অর্থাৎ পঞ্চাশসহস্র হোম করিবে। ষট্‌কোণ, মেখলাবিশিষ্ট ও হস্তমাত্রগভীর একটা কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া মৃগীমুদ্রাদ্বারা হোম করিতে হইবে। ওঁ ঘোরে অঘোরে ইত্যাদি মন্ত্রকে অঘোরমন্ত্র বলা যায়। এই অঘোরমন্ত্র সর্ব্বশাস্ত্রে গোপিত আছে, কেবল শম্ভুদেব পশ্চিমাম্নায়ে মেরুতন্ত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। উক্তরূপে পূজা, জপ ও হোম করিলে সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। সর্ষপ ও ব্রহ্মপুষ্পদ্বারা হোম করা কর্ত্তব্য ॥ ৯ ॥

অষ্টোত্তরসহস্রস্তু সংখ্যা সর্ব্বত্র সিদ্ধিদা। ব্রাহ্মী সন্তোষমায়াতি ব্রহ্মাস্ত্রং সা প্রযচ্ছতি। কল্পান্তে ক্রুদ্ধকালাগ্নিসদৃশং কুণ্ডমধ্যতঃ। উত্তিষ্ঠত্যস্ত্রমত্যুগ্রং দেবাসুরভয়ঙ্করং। গৃহীত্বা পাণিনাস্ত্রঞ্চ সর্ব্বৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়াৎ। ওঁ অঘোররূপে শ্রীব্রাহ্মি অবতর অবতর ব্রহ্মাস্ত্রং দেহি মে দেহি স্বাহা ॥ ১০ ॥

ওঁ অঘোররূপে শ্রীব্রাহ্মি ইত্যাদি অষ্টোত্তরসহস্র জপ করিলে সর্ব্বত্র সিদ্ধিলাভ হয় এবং ব্রাহ্মী দেবী সন্তুষ্টা হইয়া ব্রহ্মাস্ত্র প্রদান করেন এবং তৎক্ষণাৎ যজ্ঞীয় কুণ্ডহইতে কল্পান্তকারী ক্রুদ্ধকালাগ্নিসদৃশ উগ্র অস্ত্র সমুৎপন্ন হয়। এই অস্ত্র হস্তে ধারণকরিলে সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে এবং এই অস্ত্র দেবাসুরদিগেরও ভয়ঙ্কর ॥ ১০ ॥

মেষরক্তেন সংলিপ্তলাঙ্গলীপুষ্পহোমতঃ। অষ্টোত্তরসহস্রেণ মাহেশী মন্ত্রদা ভবেৎ। কালানলসমপ্রখ্যং দুর্জ্জয়ং নির্জ্জরৈরপি। তদাদায় করে মন্ত্রী স্পর্দ্ধয়েদ্বিদ্বিষাং শ্রিয়ং। ওঁ অঘোররূপে শ্রীমাহেশ্বরি অবতর অবতর পাবকাস্ত্রং দেহি মে দেহি স্বাহা ॥ ১১ ॥

মেষরক্তদ্বারা লাঙ্গলীয়াপুষ্প লেপন করিয়া তদ্দ্বারা অষ্টোত্তরসহস্র হোম করিয়া ওঁ অঘোররূপে মাহেশ্বরি ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। ইহাতে মাহেশ্বরী দেবী প্রসন্না হইয়া অস্ত্র প্রদান করেন। এই অস্ত্র কালানলসদৃশ তেজস্বী এবং দেবগণও ইহাকে জয় করিতে পারেন না। সাধক এই অস্ত্র গ্রহণ করিয়া শত্রুবর্গের শ্রীবিনাশ করিতে পারে ॥ ১১ ॥

মহিষোত্থেন রক্তেন সংযুক্তকুঙ্কুমাহুতিং। অষ্টোত্তরসহস্রস্থ কৌমারী শক্তিদা ভবেৎ। তয়া করস্থয়া মন্ত্রী সাধয়েদবনীতলং। সর্ব্বরাজকমাক্রম্য মহেন্দ্র ইব রাজতে। ওঁ অঘোররূপে শ্রীকৌমারিশক্তিং শস্ত্রং দেহি মে দেহি স্বাহা ॥ ১২ ॥

মহিষরক্তমিশ্রিত কুঙ্কুমদ্বারা অষ্টোত্তরসহস্র হোম করিয়া ওঁ অঘোররূপে শ্রীকৌমারি ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। ইহাতে কৌমারী দেবী

প্রসন্না হইয়া সাধককে শক্তি অস্ত্র প্রদান করেন। সাধক এই অস্ত্র ধারণ করিয়া সমস্ত পৃথিবী অধিকার করিতে পারে এবং পৃথিবীস্থ রাজাদিগকে আক্রমণ করিয়া ইন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করিতে থাকে॥ ১২॥

উলূকশোণিতাভ্যক্তবিভীতপত্রহোমতঃ। অষ্টোত্তর-সহস্রস্তু হুত্বা তুষ্যতি বৈষ্ণবী। চন্দ্রহাসঞ্চ সা দত্তে করস্থ-শ্চক্রবর্ত্তিজিৎ। অবত্যসৌ মহাবীরো রাজতে বরুণো যথা। ওঁ শ্রীবৈষ্ণবি অবতর অবতর খড়্গং দেহি মে দেহি স্বাহা॥ ১৩॥

পেঁচকের রক্তমিশ্রিত বহেড়াপত্রদ্বারা অষ্টোত্তরসহস্র হোম করিয়া ওঁ শ্রীবৈষ্ণবী ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। ইহাতে বৈষ্ণবীদেবী সন্তুষ্টা হইয়া চন্দ্রহাস নামক অস্ত্র প্রদান করেন। এই অস্ত্র ধারণ করিয়া সসাগরা ধরার অধীশ্বরকে জয় করিতে পারে এবং সাধক এই সাধনা-প্রভাবে বরুণের ন্যায় দীপ্তি পায়॥ ১৩॥

মীনস্নেহসমাযুক্তবরুণেন্ধনহোমতঃ। অষ্টোত্তর-সহস্রেণ বরুণাস্ত্রং লভেন্নরঃ। মন্ত্রী পাণিগতং দৃষ্ট্বা তদস্ত্রং বসুধাতলং। প্লাবয়ন্তি জলৌঘেন মেঘা দর্দুরগর্জ্জিতাঃ। ওঁ অঘোররূপে শ্রীবারাহি অবতর অবতর বরুণাস্ত্রং দেহি মে দেহি স্বাহা॥ ১৪॥

মৎস্যতৈল-মিশ্রিত বরুণকাষ্ঠদ্বারা অষ্টোত্তরসহস্র হোম করিবে। এইরূপ হোম করিয়া ওঁ অঘোররূপে শ্রীবারাহি ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিলে সাধক বরুণাস্ত্র লাভ করিতে পারে। এই অস্ত্র প্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ ঘোরতর মেঘ উপস্থিত হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে জল-প্লাবিত করে॥ ১৪॥

বজ্রপল্লবদুগ্ধাভ্যাং হোমাদেব প্রসীদতি। অষ্টোত্তর-সহস্রেণ কুণ্ডমধ্যে হুতাশনং। গৃহীত্বা পাণিনা মন্ত্রী মারয়েদ্দুষ্টভূভুজঃ। তদীয়ং রাজ্যমাসাদ্য কুর্য্যাদ্ধর্ম্মমনে-কধা। ওঁ অঘোররূপে শ্রীইন্দ্রাণি অবতর অবতর বজ্রং দেহি মে দেহি স্বাহা॥ ১৫॥

সিজের পল্লব ও তাহার দুগ্ধদ্বারা অষ্টোত্তরসহস্র হোম করিবে। এইরূপ হোম করিয়া ওঁ অঘোররূপে শ্রীইন্দ্রাণী ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে, ইহাতে ইন্দ্রাণীদেবী প্রসন্না হইয়া কুণ্ডহইতে অগ্নি গ্রহণ করিয়া সাধককে অস্ত্র প্রদান করেন। সাধক সেই অস্ত্র গ্রহণ করিয়া দুষ্ট রাজাদিগকে বিনাশ করিতে পারে এবং সেই রাজ্য গ্রহণ করিয়া নানা-প্রকার ধর্ম্মপ্রচার করিতে সমর্থ হয়॥ ১৫॥

অষ্টোত্তরসহস্রন্তু সাজ্যশ্রীফলহোমতঃ। ত্রিশূলং কুণ্ড-মধ্যোত্থঃ মহালক্ষ্মীঃ প্রযচ্ছতি। দুর্জ্জয়ো দেবদৈত্যানাং কৈলাসমনুগচ্ছতি। ওঁ অঘোররূপে শ্রীমহালক্ষ্মি অব-তর অবতর শূলং দেহি মে দেহি স্বাহা॥ ১৬॥

ঘৃতমিশ্রিত শ্রীফলদ্বারা অষ্টোত্তরসহস্র হোম করিয়া ওঁ অঘোররূপে শ্রীমহালক্ষ্মী ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। ইহাতে মহালক্ষ্মী দেবী প্রসন্না হইয়া কুণ্ডমধ্য হইতে ত্রিশূল উত্তোলন করিয়া সাধককে অর্পণ করিয়া থাকেন। সেই ত্রিশূল দেবদৈত্যদিগের দুর্জ্জয়। এই ত্রিশূল-প্রভাবে সাধক কৈলাসে গমন করিতে পারে॥ ১৬॥

অশ্বরক্তেন সংলিপ্তদেবদার্ব্বিন্ধনে হুতে। চতুর্দ্দশ-সহস্রাণি বিপরীতপ্রয়োগতঃ। দেহি মে রথ উচ্চার্য্য মন্ত্রান্তে সাধকোত্তমঃ। লভতে নন্দিগোপাখ্যং রথং প্রাহী প্রসাদতঃ। শ্বেতাশ্বকিঙ্কিণীজালমণ্ডিতং শ্বেত-কেতনং। তমারুহ্য মহাবীরো বিচরেদ্ভুবনত্রয়ে। স্বাহাহী দেহি মে দেহি অবতর অবতর লক্ষ্মী ব্রাহ্মী পররঘোর আদ হি মে রথং পূজাং বক্ষ্যে অঘোরস্য অস্ত্রাণাং সিদ্ধি-দায়িনীঃ॥ ১৭॥

অশ্বরক্তে সংলিপ্ত দেবদারুকাষ্ঠদ্বারা হোম করিবে। এইরূপে চতু-র্দ্দশসহস্র হোম করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। ইহাতে দেবী প্রসন্না হইয়া নন্দিগোপাখ্যরথ প্রদান করিয়া থাকেন। সেই রথ শ্বেতবর্ণঅশ্বযুক্ত ও কিঙ্কিণীজালে মণ্ডিত এবং শ্বেতপতাকাযুক্ত। সাধক এই রথ আরোহণ করিয়া ত্রিভুবনে ভ্রমণ করিতে পারে॥ ১৭॥

শুদ্ধে শুভে গৃহে কুর্য্যাদ্রক্ষাপূর্ব্বং শিবোদিতং। অশ্বত্থং খদিরোত্থঞ্চ দেবদারু বিভীতজং। ওডুম্বরোত্থং চিঞ্চোত্থং বটোত্থং বৃক্ষসম্ভবং। কীলকং পূর্ব্বমারভ্য রুদ্রান্তং নিখনেৎ ক্রমাৎ। সুকীলকাৎ হস্তমাত্রাৎ ব্রহ্মা-ধনুষমন্ত্রিতাৎ। কৃত্বৈবং ভস্মনা স্নাত্বা রক্তকৃষ্ণাম্বরঃ শুচিঃ। কেশজং বাথ দর্ভোত্থং ধার্য্যং যজ্ঞোপবীতকং। পঞ্চমুদ্রাধরো ভূত্বা মৃগচর্ম্মকৃতাসনঃ। করশুদ্ধিং প্রকু-র্ব্বন্তি পঞ্চভিঃ প্রণবৈঃ ক্রমাৎ। হৃচ্ছিরস্তালুকাবক্ত্র-নেত্রৈকৈকৈকশো গতঃ। পঞ্চভিঃ প্রণবৈশ্চাস্ত্রং স্বস্ব-নামান্বিতং ন্যসেৎ। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ প্রিং ঐঁ পঞ্চপ্রণবাঃ। রোচনা মধু কর্পূরং কুঙ্কুমং চন্দনং তথা। এতৈর্ম্মণ্ডল-মালিখ্য চতুরস্রং সমং শুভং। তন্মধ্যেহষ্টদলং মদ্যপাত্রঞ্চ কারয়েৎ। সশক্তিপরমেশানঃ যন্তে তৎ-ক্রম উচ্যতে। তদ্‌যথা পূর্ব্বস্যাং ওঁ অঘোরে ঐঁ ব্রাহ্মী অবতর অবতর নমঃ। আগ্নেয্যাং ওঁ অঘোরে হ্রীঁ কামেশ্বরি অবতর অবতর নমঃ। দক্ষিণে ওঁ ঘোর ঘোর কৌমারি অবতর অবতর নমঃ। নৈর্ঋত্যাং গং শ্রীঁ বৈষ্ণবি অবতর অবতর নমঃ। পশ্চিমস্যাং সর্ব্বতঃ শ্বেতবারাহি অবতর অবতর নমঃ। বায়ব্যে সর্ব্বে ফেং দ্রং ইন্দ্রাণি অবতর অবতর

নমঃ। উত্তরস্যাং রুদ্ররূপে চামুণ্ডে অবতর অবতর নমঃ। ঈশানে ক্ষ্রৌং নমস্তে মহালক্ষ্মী অবতর অবতর নমঃ। মধ্যে মূল-বিদ্যয়া দেবং পূজয়েৎ। ওঁ শ্রীঁ কঠাদি-গুরুভ্যো নমঃ ॥ ১৮ ॥

শুভসময়ে শুভগৃহে শিবোক্ত রক্ষাবিধান করিয়া অশ্বত্থ, খদির, দেবদারু, বহেড়া, যজ্ঞডুম্বর, তেঁতুল অথবা বটবৃক্ষের কীলক পূর্ব্বদিক্ হইতে ঈশানকোণপর্য্যন্ত প্রোথিত করিবে। এই সকল কীলক একহস্ত পরিমিত করিতে হইবে। এইরূপে কীলক করিয়া ভস্মদ্বারা স্নানাচরণপূর্ব্বক রক্তবর্ণ অথবা কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া কেশ অথবা দর্ভদ্বারা যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে হইবে। তৎপরে পঞ্চমুদ্রা ধারণপূর্ব্বক মৃগচর্ম্মাসনে উপবেশন করিয়া পঞ্চপ্রাণদ্বারা করশুদ্ধি করিবে। তৎপরে হৃদয়, মস্তক, তালু, বক্ত্র ও নেত্র এই পঞ্চস্থানে তত্তৎস্থানের নামোল্লেখপূর্ব্বক পঞ্চপ্রণবের সহিত অস্ত্রমন্ত্রে ন্যাস করিবে। যথা ওঁ হৃদয়ায় ফট্, হ্রীঁ শিরসে ফট্, শ্রীঁ তালুনে ফট্, প্রীঁ বক্ত্রায় ফট্ ঐঁ নেত্রায় ফট্ এইরূপে ন্যাস করিতে হইবে। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ প্রীঁ ঐঁ এই পঞ্চ বীজকে পঞ্চপ্রণব বলে। অনন্তর গোরোচনা, মধু, কর্পূর, কুঙ্কুম ও রক্তচন্দনদ্বারা চতুরস্র মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিবে। তন্মধ্যে মদ্যপাত্র স্থাপনকরিয়া পূর্ব্বাদি ঈশানকোনপর্য্যন্ত অষ্টদিকে ও মধ্যে ওঁ অঘোরে ঐঁ ব্রাহ্মি ইত্যাদি মূলের লিখিতমন্ত্রে পূজা করিতে হইবে ॥১৮॥

অথ ক্ষেত্রপালপূজা। ক্ষাং ক্ষীং ক্ষুং ক্ষৌং ক্ষেত্রপালায় নমঃ। বলিং গৃহ্ন স্বাহা। অঙ্গুষ্ঠৌ গর্ভকৌ কৃত্বা কমলে কর্ণিকা ইব। অঙ্গুল্যষ্টার্কপত্রাষ্টৌ পদ্মমুদ্রা স্থিয়ং ভবেৎ। মুষ্টিদ্বয়কনিষ্ঠাভ্যাং বিদার্য্য সৃক্কণীদ্বয়ং। করালীয়ং ভবেন্মুদ্রা লোলজিহ্বাপ্রচালনাৎ। কনিষ্ঠান্যোঽন্যমাক্রম্য সংকুচ্যাঙ্গুলয়োর্দ্ধ্বয়োঃ। মধ্যমাভ্যাং সমাক্রম্য তর্জ্জন্যগ্রৌ ধৃতৌ স্থতৌ। নীত্বা পরাঙ্মুখৌ নামাং পৃষ্ঠলোলাং বিচিন্তয়েৎ। স্বাহা হুঁ ফেং কৃতৈঃ কায়াচালনাদ্ভৈরবী মতা। মুখস্থ বিকৃতাকারকরণাদ্বিকৃতাননা। মুদ্রা ভবতি সামর্থ্যদায়িকা শঙ্করোদিতা। এষা পূজা সমাখ্যাতা কর্ত্তব্যা মন্ত্র-সিদ্ধয়ে ॥ ১৯ ॥

অনন্তর ক্ষেত্রপালের পূজা করিবে। ক্ষাঁ ক্ষীঁ ইত্যাদি মন্ত্রে ক্ষেত্রপালের পূজা করিতে হইবে। উক্ত পূজার যেসকল মুদ্রা আবশ্যক তাহা কথিত হইতেছে। উভয়হস্তের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীদ্বয়কে মধ্যগত করিয়া পদ্মের কর্ণিকাকার করিবে, অবশিষ্ট অষ্টাঙ্গুলী পদ্মের অষ্টপত্রের ন্যায় থাকিবে। ইহাকে পদ্মমুদ্রা বলে। উভয়হস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলীদ্বয়দ্বারা সৃক্কণী অর্থাৎ ওষ্ঠের প্রান্তদ্বয় বিদারণ করিবে এবং জিহ্বা বহির্গত করিয়া তাহা সঞ্চালিত করিবে। ইহাকে করালীমুদ্রা বলে, উভয়হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলীদ্বয়কে পরস্পর আক্রান্ত করিয়া অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীদ্বয়কে সংকুচিত করিয়া রাখিবে তৎপরে উভয়মধ্যমাঙ্গুলীদ্বারা উভয়তর্জ্জনী আক্রমণ করিয়া অনামাদ্বয়কে অধোমুখ করিয়া রাখিবে। অনন্তর স্বাহা হুঁ ফেং এই শব্দকরতঃ শরীরচালন করিবে। ইহাকে ভৈরবীমুদ্রা বলে। এই মুদ্রাতে মুখকে বিকৃতাকার করিতে হইবে। এই মুদ্রা শরীরের সামর্থ্যপ্রদান করে। ইহা মহাদেব বলিয়াছেন। এইপ্রকারে পূজা কথিত হইল। মন্ত্রসিদ্ধির নিমিত্তে এইপ্রকার পূজা করিতে হইবে ॥ ১৯ ॥

রবিবারে মৃতায়া গোঃ কীলানস্থিসমুদ্ভবান্। চতুর্দ্দিক্ষু চতুঃকীলান্ গৃহীত্বা চিহ্নয়েৎ স্বয়ং। রক্ষয়েত্তান্ প্রযত্নেন রুদ্রমন্ত্রেণ মন্ত্রিতান্। চতুর্ণাং দাপয়েদ্ধস্তে তে ধাবন্তি সুবেগতঃ। পূর্ব্বদিক্ পূর্ব্বকং কীলং দক্ষিণে দক্ষিণং তথা। পশ্চিমে পশ্চিমং কীলং উত্তরে উত্তরং নয়েৎ। অশ্বারূঢ়স্তু বা গচ্ছেৎ পদ্ভ্যাং বাত-সুবেগতঃ। অশনি শলভা মেঘা যান্তি বর্ষোপলাঃ ক্ষয়ং। যাবদ্ গচ্ছন্তি তে দূরং তাবদ্বাধা ন বিদ্যতে। গত্যন্তে সংস্থিতস্তত্র যামমাত্রং জপেন্মনুং। কীলকান্নিখনেত্তত্র প্রত্যাগচ্ছেৎ সুমন্ত্রিতান্। কীলকান্ প্রাতরাদায় রক্ষয়েৎ স্বগৃহে সদা। বিদ্যুৎপাতো ন তত্রাস্তি গ্রামে বা নগরেঽপি বা। এবং যদা যদা বাধা তদা কার্য্যং পুনশ্চ তৈঃ। ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় সর্ব্বদুষ্টমেঘাশনীনাং সংজয় সংজয় নাশয় নাশয় স্বাহা ঠঃ ঠঃ ॥ ২০ ॥

রবিবারে মৃতগোর অস্থি আনিয়া তদ্দ্বারা চারিটী কীলক প্রস্তুত করিবে, ঐ কীলকচতুষ্টয় পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর এই চারিচিহ্নে অঙ্কিত করিয়া রুদ্রমন্ত্রে অভিমন্ত্রণ পূর্ব্বক সযত্নে রক্ষা করিবে। তৎপরে ঐ চারিটী কীলক চারি ব্যক্তির হস্তে দিবে। কীলকধারী ব্যক্তিগণ অশ্বারোহণে কিম্বা পদব্রজে বায়ুতুল্য দ্রুতবেগে চতুর্দ্দিকে গমন করিবে। একবেগে যতদূর গমন করিতে পারে ততদূর গমন করিয়া পূর্ব্বদিকে পূর্ব্বচিহ্নিত পূর্ব্বকীলক, দক্ষিণে দক্ষিণচিহ্নিত কীলক, পশ্চিমে পশ্চিমচিহ্নিত কীলক এবং উত্তরে উত্তরচিহ্নিত কীলক প্রোথিত করিবে। এইরূপে কীলক প্রোথিত করিলে সেই কীলকবেষ্টিতস্থানের মধ্যে বজ্র, পতঙ্গ, মেঘ ও শিল ইহাদিগের ভয় থাকে না। যে স্থানে তাহাদের গতি নিবৃত্তি হইবে সেইস্থানে একযাম অবস্থিতি করিয়া মন্ত্রজপ করিবে। তৎপরে কীলক প্রোথিত করিয়া প্রত্যাগমন করিবে। প্রাতঃকালে ঐ কীলক আনিয়া যে গৃহে, যে নগরে কিম্বা যে গ্রামে স্থাপন করিবে, সেই গৃহে, সেই নগরে ও সেই গ্রামে বিদ্যুৎপাত ভয় থাকে না। এই কীলক যে যে স্থানে রাখিবে সেই সেই স্থানে কোন বাধা থাকে না। ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্রে উক্ত কার্য্য করিতে হইবে ॥ ২০ ॥

চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে তু বামমূকসমুদ্ভবাৎ। তরণীং গ্রাহয়েচ্ছুদ্ধো রক্ষাসূত্রেণ বেষ্টিতং। খড়্গামস্টৌ তু সংস্থাপ্য পুনস্তং বন্ধয়েদ্দৃঢ়ং। বৈরাসং স্পর্শমাত্রেণ ত্রিধাস্ত্রং খণ্ডিতং ভবেৎ ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুনবিরচিতে কক্ষপুটে সৈন্যস্তম্ভনং নাম অষ্টমঃ পটলঃ ॥

অথ মোহনং।

মহিষীকৃষ্ণসর্পস্য রক্তে চূর্ণন্তু ভাবয়েৎ।

কৃষ্ণধুস্তূরপঞ্চাঙ্গং তদ্ধূপো মোহকৃন্নৃণাং ॥ ১ ॥

অনন্তর মোহন-ক্রিয়া কথিত হইতেছে। মহিষীরক্তে ও কৃষ্ণসর্পের রক্তে চূর্ণ ভাবনা দিয়া তাহার সহিত কৃষ্ণবর্ণধুতূরার ফল, মূল পত্র, ছাল ও পুষ্প একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহাদ্বারা ধূপ দিলে মনুষ্যকে মোহিত করিতে পারা যায় ॥ ১ ॥

গুড়ং করঞ্জবীজঞ্চ ঘুণচূর্ণেন সংযুতং।

সমং পানেঽথবা ধূপে মোহং প্রকুরুতে নৃণাং ॥ ২ ॥

গুড়, করঞ্জাবীজ, ঘুণের গুড়া এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া পান করাইলে অথবা ধূপ দিলে মনুষ্যের মোহন হয় ॥ ২ ॥

হস্তিনীমহিষীক্ষুরমলং গ্রাহ্যং প্রযত্নতঃ। ময়ূরস্য ফলৈঃ সার্দ্ধং ধূমো হ্যত্যন্তমোহকৃৎ। বৃশ্চিকোদ্ভবচূর্ণেন ধূপো মোহকরো নৃণাং ॥ ৩ ॥

হস্তিনী ও মহিষীর পাদক্ষুরের মল গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত অপামার্গফল যুক্ত করতঃ তদ্দ্বারা ধুম দিলে মনুষ্যগণ মোহিত হয় এবং বৃশ্চিক চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা ধূপ দিলে মনুষ্যের মোহন হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

গরলং ধূর্ত্তপঞ্চাঙ্গং মহিষীশোণিতং কণা।

নিশায়াং কুরুতে মোহং ধূপো গুগ্‌গুলুসংযুতঃ ॥ ৪ ॥

বিষ, ধুতূরার ফল, মূল, পত্র, পুষ্প ও ছাল এবং মহিষীর রক্ত, পিপ্পলী ও গুগ্‌গুলু এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া রাত্রিকালে ধূপ প্রদান করিলে মোহন করিতে পারে ॥ ৪ ॥

কুক্কুটাণ্ডকপালানি ফলিনী তালকং বচা।

কনকাগ্নিযুতো ধূপঃ স্বস্থস্যাবেশকারকঃ ॥ ৫ ॥

কুক্কুটের ডিম্ব ও মস্তক, প্রিয়ঙ্গু, হরিতাল, বচ, ধুতূরা এবং চিতাকাষ্ঠ এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া ধূপ দিলে সুস্থব্যক্তিও মোহিত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

তৃণান্তরজলৌকায়া বিষ্ঠা বাজগরোদ্ভবা।

তচ্চূর্ণৈর্ধূপিতো রাত্রৌ মুহ্যন্তি প্রাণিনো ধ্রুবং ॥ ৬ ॥

তৃণান্তরগত জলৌকার বিষ্ঠা ও অজগরের বিষ্ঠা এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া ধূপ দিলে প্রাণীমাত্রেই মোহিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

ফলিনীবিষধুস্তূরশিখিবিষ্ঠাভিরন্বিতঃ।

সমভাগস্তথা ধূপো মোহয়ত্যেব নিশ্চিতং ॥ ৭ ॥

প্রিয়ঙ্গু, বিষ, ধুতূরার মূল ও ময়ূরের বিষ্ঠা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ধূপ দিলে নিশ্চয় মোহন হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

বিশালাগ্নিশিলাচূর্ণং লাঙ্গলীশিখরীজটা।

মহিষাক্ষঞ্চ তুল্যং স্যাদ্ধূপো মোহয়তে নরং ॥ ৮ ॥

গোরক্ষকর্কটী, চিতা, মনঃশিলা, চুন, লাঙ্গলিয়া, অপামার্গের জটা এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া ধূপ দিলে মনুষ্যমাত্রকে মোহিত করিতে পারে ॥ ৮ ॥

তালকোন্মত্তবীজানি পানান্মোহয়তে নরং।

সমং ক্ষীরসিতাঙ্কোলৈঃ স্বস্থঃ পানাদ্ভবেন্নরঃ ॥ ৯ ॥

হরিতাল ও ধুস্তূরবীজ সমভাগে লইয়া পান করাইলে মনুষ্যকে মোহিত করিতে পারা যায়। দুগ্ধ, শর্করা ও আকোড়ফল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া পান করাইলে মোহিত ব্যক্তি স্বাস্থ্যলাভ করে ॥ ৯ ॥

ছুচ্ছুন্দরী সর্পমুণ্ডং বৃশ্চিকস্য তু কণ্টকং।

হরিতালং সমং ধূপো মোহাবেশকরো নৃণাং ॥ ১০ ॥

ছুছো, সর্পমুণ্ড, বৃশ্চিকের কণ্টক ও হরিতাল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ধূপ দিলে মনুষ্যমাত্রের মোহাবেশ হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

ঘুণচূর্ণং বিষং বিম্বং মোহিনী অঙ্কুলং কণা। বিশালা স্বর্ণবীজানি সর্ষপা মাদনং ফলং। রক্তাশ্বমারচূর্ণন্তু সমভাগন্তু ভাবয়েৎ। আদিত্যফলতুল্যঞ্চ তন্তুবর্ত্তিং বিধায় চ। কুসুম্ভতন্তুভির্গাঢ়ং মায়াবীজেন বেষ্টিতং। সপ্তধা কনকদ্রাবৈর্ভাবয়েচ্ছোষয়েৎ পুনঃ। ডুণ্ডুভো জলসর্পো বা বসাং তস্য সমাহরেৎ। বসালিপ্তাং পূর্ব্ববর্ত্তিং প্রজ্বাল্য ধারয়েদ্ গৃহে। যে পশ্যন্তি গৃহে বাহে মুহ্যন্তি ন পতন্তি চ ॥ ১১ ॥

ঘুণের গুড়া, বিষ, তেলাকুঁচ, মোহিনী, (ত্রিপুরমালীপুষ্প), আকোড়ফল, পিপ্পলী, গোরক্ষকর্কটী, ধুতূরার বীজ, সর্ষপ, মদনফল ও রক্তকরবী এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। তৎপরে আকন্দফলের তুলাদ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত ঐসকল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া কুসুম্ভসূত্রদ্বারা মায়াবীজ দৃঢ়রূপে বেষ্টন করিবে। তৎপরে ধুস্তূরপত্র-রসে সপ্তবার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে। তৎপরে জলসর্পের বসাদ্বারা ঐ বর্ত্তি লেপন করিয়া স্বীয় গৃহে প্রদীপ জ্বালিবে। যে ব্যক্তি বহির্দেশ হইতে ঐ প্রদীপ দেখিবে, সেই ব্যক্তি মোহিত হইবে ॥ ১১ ॥

মদনোডুম্বরশ্চিঞ্চা প্রিয়ঙ্গুশ্চামলীফলং। বদরী চ ফলান্যেষাং প্রতিসপ্ত সমাহরেৎ। পুষ্যার্কে নরমূত্রেণ কুমার্য্যাশ্চরসেন চ। সংপেষ্য গুটিকা কার্য্যা তিলকো মোহকারকঃ। ওঁ জং জম্ভায়ৈ নমঃ। ক্ষুং স্তম্ভায়ৈ নমঃ। ওঁ সম্মোহায়ৈ নমঃ। ওঁ হ্রুং শোধায়ৈ নমঃ। ওঁ মহাভৈরবায় নমঃ। ওঁ শ্রীভৈরবানন্দ আজ্ঞা শ্রীবীরভদ্র আজ্ঞা। এবং স্তম্ভাদিমন্ত্রৈর্মোহনপ্রয়োগা অষ্টোত্তরশতমভিমন্ত্র্য প্রযোজ্যাঃ ॥ ১২ ॥

মদনফল, যজ্ঞডুম্বরফল, তেতুঁল, প্রিয়ঙ্গু, আমলকীফল ও বদরীফল এই সকল প্রত্যেকে ৭টী করিয়া গ্রহণ করতঃ পুষ্যানক্ষত্রে নরমূত্রে ও ঘৃতকুমারীর রসে পেষণ করিয়া গুটিকা করিবে। এই গুটিকাদ্বারা

তিলক করিলে সকল মনুষ্যকে মোহিত করিতে পারে। ওঁ জং জন্তায়ৈ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে উক্ত মোহন কার্য্য করিতে হইবে॥ ১২॥

প্রত্যানয়নকং বক্ষ্যে যেন মোহো বিনশ্যতি। শতপুষ্পাং ঘৃতং ক্ষীরং শ্বেতার্কঞ্চ পিবেৎ সুধীঃ। গোসর্পিঃ সুরধূপেন মোহাৎ সুস্থো ভবিষ্যতি॥ ১৩॥

অনন্তর মোহন নিবারণ কথিত হইতেছে। এই প্রক্রিয়া করিলে মোহিতব্যক্তি চৈতন্য লাভ করিতে পারে। শলুফা, ঘৃত, দুগ্ধ ও শ্বেতআকন্দের মূল এই সকল দ্রব্য পান করিলে এবং গব্যঘৃত ও ধূপ একত্র করিয়া তাহার ধূমগ্রহণ করিলে মোহিত ব্যক্তি সুস্থ হইয়া থাকে॥ ১৩॥

অথোচ্চাটনং।

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি শত্রূণাং দুষ্টচেতসাং। উচ্চাটঘাতবিস্ফোটব্যাধ্যুন্মাদাদিকারণং। পশুশস্যার্থনাশঞ্চ প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ। বেদশাস্ত্রাগমাদ্যেষু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরৈঃ। কথিতং সর্ব্বদা সর্ব্বৈর্দুষ্টদণ্ডো বিধীয়তে॥ ১॥

অনন্তর উচ্চাটনপদ্ধতি লিখিত হইতেছে। এই প্রকরণে দুষ্টচিত্ত শত্রুব্যক্তির উচ্চাটন, ঘাত, বিস্ফোট, অন্যান্য ব্যাধি, উন্মাদাদির কারণ এবং পশু ও শস্যাদির বিনাশন সংক্ষেপে কথিত হইবে। বেদ ও আগমাদি শাস্ত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ দুষ্টব্যক্তির দণ্ডবিধান কহিয়াছেন। সেই সকল এইস্থলে কথিত হইবে॥ ১॥

যেনাহৃতং গৃহং ক্ষেত্রং কলত্রং ধনধান্যকং।
মানং বা খণ্ডিতং যেন তস্য দণ্ডো বিধীয়তে॥ ২॥

যে ব্যক্তি গৃহ, ক্ষেত্র, স্ত্রী, ধন ও ধান্যাদি হরণ করে কিম্বা সম্মান নষ্ট করে, তাহার দণ্ডবিধান আবশ্যক॥ ২॥

উড্ডীশং যো ন জানাতি সন্তুষ্টঃ কিং করিষ্যতি। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন দুষ্টদণ্ডো বিধীয়তাং। যো ন হন্ত্যতিকোপেন সোঽতিশোকেন সিধ্যতি॥ ৩॥

যে ব্যক্তি উড্ডীশোক্ত মারণাদি ষট্‌কর্ম্ম জানে না, সেই ব্যক্তি সন্তুষ্ট বা রুষ্ট হইয়া কি করিতে পারে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে দুষ্ট-দণ্ডবিধান পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। যে ব্যক্তিকে অতি কোপদ্বারা বিনাশ করিতে পারা যায় না, তাহাকেও এই উচ্চাটন প্রক্রিয়াদ্বারা শোকাভিভূত করিতে পারা যায়॥ ৩॥

পঞ্চাঙ্গুলং চিত্রকস্য মূলং গ্রাহ্যং পুনর্ব্বসৌ। সপ্তাভিমন্ত্রিতং গেহে নিখন্যোচ্চাটনং ভবেৎ। ওঁ লোহিতমুখি স্বাহা॥ ৪॥

পঞ্চাঙ্গুলপরিমিত চিতাবৃক্ষের মূল পুনর্ব্বসুনক্ষত্রে আহরণ করিয়া হিতমুখি স্বাহা এই মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার গৃহে করা যায়, সেই ব্যক্তির উচ্চাটন হয়॥ ৪॥

স্বাত্যামৌডুম্বরং ব্রধ্নং মন্ত্রিতং চতুরঙ্গুলং। তং যস্য নিখনেদ্ গেহে তস্যৈবোচ্চাটনং ভবেৎ। ওঁ গিলি স্বাহা॥৫॥

স্বাতীনক্ষত্রে চতুরঙ্গুলপরিমিত যজ্ঞডুম্বরের মূল সংগ্রহ করিয়া ওঁ গিলি স্বাহা এই মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করতঃ যাহার গৃহে প্রোথিত করা যায় সেই ব্যক্তির উচ্চাটন হইয়া থাকে॥ ৫॥

ভরণ্যামঙ্গুলীমাত্রমুলূকাস্থি চ কীলকং। সপ্তাভিমন্ত্রিতং যস্য নিখন্যোচ্চাটনং ভবেৎ। ওঁ দহ দহ দল দল স্বাহা॥ ৬॥

ভরণীনক্ষত্রে একাঙ্গুলপরিমিত পেঁচকের অস্থিময় কীলক ওঁ দহ দহ দল দল স্বাহা এই মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার গৃহে নিখনন করা যায় সেই ব্যক্তির উচ্চাটন হইয়া থাকে॥ ৬॥

কাকোলূকস্য পক্ষস্তু হুত্বা হ্যষ্টাধিকং শতং। যন্নাম্না মন্ত্রযোগেন সমন্ত্রোচ্চাটনং ভবেৎ। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় দংষ্ট্রাকরালায় অমুকং সপুত্রপশুবান্ধবৈঃ সহ হন হন দহ দহ পচ পচ শীঘ্রমুচ্চাটয় হুঁ ফট্ স্বাহা ঠঃ ঠঃ॥৭॥

কাক ও পেঁচকের পক্ষদ্বারা ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ইত্যাদি মন্ত্রে যাহার নাম উল্লেখ করিয়া অষ্টোত্তরশত হোম করা যায় সেই ব্যক্তির উচ্চাটন হয়॥ ৭॥

পারাবতবসা গ্রাহ্যা যস্য নাম্না তু তাং ক্ষিপেৎ।
গৃহে তূচ্চাটয়েচ্ছীঘ্রং কোপাম্মন্ত্রং সমুচ্চরেৎ॥ ৮॥

পারাবতের বসা গ্রহণ করিয়া মন্ত্রে যাহার নাম উল্লেখ থাকিবে সেই ব্যক্তির গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করিবে এবং কোপপ্রকাশপূর্ব্বক মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। ইহাতে সেইব্যক্তির উচ্চাটন হইবে॥ ৮॥

নরাস্থিকীলকং দ্বারে নিখন্যাচ্চতুরঙ্গুলং। মন্ত্রযুক্তমরিদ্বারে সত্যমুচ্চাটনং ভবেৎ॥ ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় অমুকং গৃহ্ন গৃহ্ন পচ পচ ত্রাসয় ত্রাসয় ত্রোটয় ত্রোটয় নাশয় নাশয় পশুপতিরাজ্ঞাপয়তি ঠঃ ঠঃ। উক্তযোগদ্বয়ে অয়ং মন্ত্রঃ॥ ৯॥

চতুরঙ্গুলপরিমিত মনুষ্যাস্থিকীলক গ্রহণ করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক যে শত্রুর গৃহদ্বারে নিখনন করা যায় সেই শত্রুর উচ্চাটন হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ইত্যাদিমন্ত্রে উক্ত কার্য্যদ্বয় করিবে॥ ৯॥

মধ্যাহ্নে লুঠতে ভূমৌ গর্দ্দভো যত্র ধূলিকাং। উদঙ্মুখ উদীচ্যাস্তু গৃহ্নীয়াদ্বামপাণিনা॥ যদ্ গৃহে ক্ষিপ্যতে ধূলিস্তস্যৈবোচ্চাটনং ভবেৎ॥ ১০॥

মধ্যাহ্নসময়ে যেস্থলে গর্দ্দভ ভূমিলুণ্ঠন করে, সেইস্থানের উত্তরভাগের

ধুলি উত্তরাভিমুখ হইয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক বামহস্তদ্বারা গ্রহণ করিবে। এই ধুলি যাহার গৃহে নিক্ষেপ করা যায় সেই ব্যক্তির উচ্চাটন হয়॥ ১০॥

কাকস্য মস্তকং গ্রাহ্যং তিলতৈলেন পাচয়েৎ। তত্তৈলাভ্যঙ্গমাত্রেণ শত্রোরুচ্চাটনং ভবেৎ॥ ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় জ্বালাগ্নিসংখ্যাদংষ্ট্রাদ্রাবণায় স্বাহা॥ উক্তযোগদ্বয়ে অয়ং মন্ত্রঃ॥ ১১॥

কাকের মস্তক গ্রহণ করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক তিলতৈলে পাক করিবে, এই তৈলদ্বারা যাহার অঙ্গে অভ্যঙ্গ করিবে সেই ব্যক্তির উচ্চাটন হইয়া থাকে। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ইত্যাদি মন্ত্রে উক্ত কার্য্যদ্বয় করিবে॥ ১১

অশ্বত্থকীলমশ্বিন্যাং নিখনেৎ সপ্তমন্ত্রিতং। যস্য গেহে ভবেৎ সত্যং শীঘ্রমুচ্চাটকারকং॥ ওঁ থং গুঃ খঃ খাখাবিনী স্বাহা॥ ১২॥

অশ্বিনীনক্ষত্রে অশ্বত্থবৃক্ষের মূল উত্তোলন করিয়া ওঁ থং গুঃ খঃ ইত্যাদি মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করতঃ যাহার গৃহমধ্যে প্রোথিত করা যায়, সেই ব্যক্তির শীঘ্র উচ্চাটন হইয়া থাকে॥ ১২॥

কৃত্তিকায়াং সর্জ্জকীলং নিখনেৎ সপ্তমন্ত্রিতং। যস্য গেহে চ তং শত্রুং শীঘ্রমুচ্চাটয়েদ্ গৃহাৎ॥ ওঁ নমো ভগবতি দ্রুত দ্রুত স্বাহা॥ ১৩॥

কৃত্তিকানক্ষত্রে সর্জ্জবৃক্ষের কীলক ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার গৃহমধ্যে নিখনন করা যায় সেই ব্যক্তি শীঘ্র গৃহ হইতে উচ্চাটিত হইয়া থাকে॥ ১৩॥

নিম্বকীলকমার্দ্রায়াং নিখনেৎ সপ্তমন্ত্রিতং। যস্য গেহে চ তং শত্রুং শীঘ্রমুচ্চাটয়েদ্ গৃহাৎ॥ ওঁ নমো ভগবতি কামরূপিণি স্বাহা॥ ১৪॥

নিম্বকাষ্ঠের কীলক আর্দ্রানক্ষত্রে সংগ্রহ করিয়া ওঁ নমো ভগবতি ইত্যাদি মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করতঃ যাহার গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করা যায় সেই শত্রুর শীঘ্র উচ্চাটন হয়॥ ১৪॥

শিবালয়াদ্ভৌমবারে আদায় চতুরিষ্টিকাং। প্রত্যেকং প্রতিকোণে তু নিখনেচ্ছত্রুমন্দিরে। নিখনেত্তদ্ গৃহ দ্বারি অধঃপুষ্পং সচন্দনং॥ সপ্তরাত্রে ন সন্দেহো মহদুচ্চাটনং ভবেৎ। ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় বায়ুরূপায় চুন্থু চুন্থু ঠঃ ঠঃ॥ ১৫॥

মঙ্গলবারে কোন শিবমন্দির হইতে চারিখণ্ড ইষ্টক গ্রহণ করিয়া শত্রু ব্যক্তির গৃহের চারি কোণে চারিখণ্ড ইষ্টক প্রোথিত করিয়া রাখিবে এবং দ্বারদেশে শিবের নির্ম্মাল্যপুষ্প ও চন্দন নিখনন করিবে। এইরূপ করিলে সপ্তরাত্র মধ্যে সেই শত্রুব্যক্তির উচ্চাটন হইয়া থাকে। ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্রে উক্ত কার্য্য করিবে॥ ১৫॥

গুঞ্জা-মূলং গৃহদ্বারে নিখন্যোচ্চাটনং ভবেৎ।
অথবা মূলনক্ষত্রে ন্যস্তং খদিরব্রধ্নকং॥ ১৬॥

যে ব্যক্তির গৃহদ্বারে গুঞ্জামূল প্রোথিত করা যায় সেই ব্যক্তির উচ্চাটন হয়। অথবা মূলানক্ষত্রে খদিরকাষ্ঠের মূল শত্রুর গৃহদ্বারে নিখনন করিলেও তাহার উচ্চাটন হইয়া থাকে॥ ১৬॥

ধাত্রীফলস্য চূর্ণন্তু অঙ্কোলীতৈলভাবিতং।
উচ্চাটিতো ভবেন্মূর্দ্ধ্নি স্নানাদ্ গো-ক্ষীরতঃ সুখী॥ ১৭॥

আমলকীফলের চূর্ণ আঁকোড়ফলের তৈলে ভাবনা দিয়া তদ্দ্বারা মস্তকে লেপন পূর্ব্বক স্নান করিয়া দুগ্ধপান করিলে উচ্চাটন-দোষ শান্তি হয়॥ ১৭॥

ব্রহ্মদণ্ডী চিতাভস্ম বিড়ালস্যাস্থি বাহয়েৎ। সমং শূকরমাংসঞ্চ কচ্ছপস্য শিরস্তথা॥ নৃকপালে বিনিক্ষিপ্য নিখনেচ্ছত্রুমন্দিরে। সকুটুম্বং সমূলঞ্চ সত্যমুচ্চাটয়েৎ ক্ষণাৎ॥ ১৮॥

ব্রহ্মদণ্ডী, চিতাভস্ম, বিড়ালের অস্থি, শূকরের মাংস ও কচ্ছপের মস্তক এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া একটী মনুষ্যমস্তকের খুলীর মধ্যে সংস্থাপন করিবে। এই মনুষ্যমস্তক যাহার গৃহমধ্যে নিখনন করা যায় সেই ব্যক্তি কুটুম্ব ও বন্ধুবান্ধবের সহিত উচ্চাটিত হয়॥ ১৮॥

নরবারাহমাংসঞ্চ গৃধ্রস্যাস্থি বিষং সমং। গোপাদং মহিষীপাদং নিখনেচ্ছত্রুমন্দিরে॥ কিম্বা উলূকপক্ষাণি মহদুচ্চাটনং ভবেৎ॥ ১৯॥

মনুষ্যমাংস, শূকরমাংস, গৃধিনীর অস্থি, বিষ, গরুরপাদ, মহিষীরপাদ ও পেঁচকের পক্ষ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া শত্রুর গৃহমধ্যে নিখনন করিলে শীঘ্র তাহার উচ্চাটন হইয়া থাকে॥ ১৯॥

ব্রহ্মদণ্ডী চিতাভস্ম চিত্রকং রুধিরং বিষং। শূকরস্য তু রোমাণি বীজতিক্তং সনিম্বকং॥ সপ্তাহং শত্রুনাম্না তু হুত্বা চোচ্চাটনং ভবেৎ॥ ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় উচ্ছাদয় উচ্ছাদয় উচ্চাটয় উচ্চাটয় হন হন ঠঃ ঠঃ। গুঞ্জাদীনামুক্তানাময়ং মন্ত্রঃ॥ ২০॥

ব্রহ্মদণ্ডী, চিতাভস্ম, রক্তচিতাবৃক্ষের মূল, রক্ত, বিষ, শূকরের রোম, তিতলাউ ও নীম্ববীজ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া তদ্দ্বারা ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্রে শত্রুর নামে সপ্তাহ পর্য্যন্ত হোম করিবে। এইরূপ করিলে সেই শত্রুব্যক্তির উচ্চাটন হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত গুঞ্জাদি যোগে ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদিমন্ত্রে কার্য্য করিতে হইবে॥ ২০॥

কৃষ্ণপক্ষে শনৌ ভৌমে ভরণ্যার্দ্রাথ কৃত্তিকা। চিতিকাষ্ঠাগ্রমাদায় কীলকং চতুরঙ্গুলং। বেষ্টয়েচ্ছবকে আগ্নেয্যাং দিশি মন্ত্রয়েৎ। অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা স

দৃষ্টাতিকোপতঃ। তং যস্য নিখনেদ্দ্বারে শীঘ্রমুচ্চাটনং ভবেৎ। ওঁ হ্রীঁ যম যম উল্লূককরালে বিদ্যুজ্জিহ্বে অমুকমুচ্চাটয় হুঁ ফট্ ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণপক্ষে শনি কিম্বা মঙ্গল বারে ভরণী, আর্দ্রা অথবা কৃত্তিকা নক্ষত্রে চিতার কাষ্ঠ আনয়ন করিয়া তদ্দ্বারা চতুরঙ্গুলপরিমিত কীলক প্রস্তুত করিবে। তৎপরে মৃতব্যক্তির কেশদ্বারা ঐ কীলক বেষ্টন করিয়া অগ্নি-কোণে উপবেশনপূর্ব্বক সকোপচিত্তে সূর্য্যদর্শন করতঃ ঐ কীলকের উপরি ওঁ হ্রীঁ যম যম ইত্যাদিমন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার জপ করিতে হইবে। এই কীলক যাহার গৃহদ্বারে নিখনন করা যায়, সেই ব্যক্তির উচ্চাটন হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

ছাগ-রক্তং বিষং রাজী চিতাঙ্গারৈঃ সহৈকতঃ। নাম-গ্রস্তং লিখেন্মন্ত্রং কাকপক্ষেঽতিরোষতঃ। শ্মশানে নিখনে-ত্তচ্চ দশাহাদুচ্চাটয়েদ্রিপুং। ওঁ ট্রাং দেট্রাং দট্রাং তট্রাং উচ্চাটয় ট্রাং ঠঃ ওঁ হ্রীঃ রেদ্রাং দ্রাং দ্রাং তদ্রাং অমুকং উচ্চাটয় দ্রাং ঠঃ ॥ ২২ ॥

ছাগলের রক্ত, বিষ, শ্বেতসর্ষপ ও চিতাঙ্গার এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া মসী প্রস্তুত করিবে। এই মসীদ্বারা কাকপক্ষে সকোপচিত্তে ওঁ ট্রীঁ ইত্যাদি মন্ত্র লিখিয়া শ্মশানে প্রোথিত করিয়া রাখিবে। উক্ত মন্ত্রে যাহার নামোল্লেখ থাকিবে, দশাহমধ্যে সেই ব্যক্তির উচ্চাটন হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

উষ্ট্রারূঢ়ং রিপুং ধ্যাত্বা হন্যাদ্দণ্ডেন মন্ত্রিতঃ। দক্ষিণা-দিক্ ত্রিসপ্তাহং দেশাদুচ্চাটয়েদ্রিপুং। ওঁ হ্রীঁ যম যম উল্লূককরালে বিদ্যুজ্জিহ্বে অমুকমুচ্চাটয় হুঁ ফট্ ॥২৩॥

শত্রুকে উষ্ট্রারূঢ় চিন্তা করিয়া ওঁ হ্রীঁ যম ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক দণ্ডদ্বারা তাড়ন করিবে। এইরূপ তিন সপ্তাহ কার্য্য করিলে দেশ হইতে শত্রু উচ্চাটিত হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

কাকপক্ষং রবৌ গ্রাহ্যং বেষ্টয়েদহিকঞ্চুকৈঃ। কুসুম্ভ-সূত্রৈস্তদ্বাহ্যে বেষ্টিতব্যং ততঃ পুনঃ। নিম্বপত্রে রিপো-র্নাম লিখিত্বা বেষ্টয়েচ্চ তং। তদ্বহিশ্চিতিভস্মেন মৃত-বস্ত্রেণ বেষ্টয়েৎ। তং যস্য নিখনেদ্দ্বারে তস্যৈবোচ্চা-টনং ভবেৎ ॥ ২৪ ॥

রবিবারে কাকপক্ষ গ্রহণ করিয়া সর্পের খোলসদ্বারা বেষ্টন করিবে। তদ্বাহ্যে কুসুম্ভসূত্রদ্বারা পুনঃ পুনঃ বেষ্টন করিবে। অনন্তর নিম্বপত্রে শত্রুর নাম লিখিয়া সেই পত্রদ্বারা পূর্ব্ববেষ্টিত কাকপক্ষ পুনর্ব্বার বেষ্টন করিতে হইবে। তদ্বাহ্যে চিতাভস্মদ্বারা বেষ্টন করিয়া তদ্বাহ্যে মৃত-ব্যক্তির বস্ত্রদ্বারা বেষ্টন করিবে। এই বেষ্টিতদ্রব্য যাহার গৃহদ্বারে নিখনন করা যায়, সেই ব্যক্তির শীঘ্র উচ্চাটন হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

অধঃপুষ্পী মুরামাংসী চিতিভস্মসমন্বিতং। কূর্ম্ম-শুণ্ডঞ্চ পত্রস্থং নিখনেচ্ছত্রুবেশ্মনি। উচ্চাটিতো ভবে-চ্ছত্রুঃ সপ্তরাত্রান্ন সংশয়ঃ। ওঁ নমো ভগবতে উড্ডা-মরেশ্বরায় উচ্ছাদয় উচ্ছাদয় বিদ্বেষয় বিদ্বেষয় হন হন ঠঃ ঠঃ। উক্ত যোগদ্বয়ে অয়ং মন্ত্রঃ ॥ ২৫ ॥

অধঃপুষ্পী (ঔষধি বিশেষ), মুরামাংসী, চিতাভস্ম ও কচ্ছপের মস্তক এই সকল দ্রব্য একত্রে পত্রমধ্যগত করিয়া শত্রুর গৃহমধ্যে পুতিয়া রাখিবে। এইরূপ করিলে সপ্তরাত্রমধ্যে শত্রুর উচ্চাটন হইয়া থাকে। ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত যোগদ্বয় করিতে হইবে ॥ ২৫ ॥

রবৌ গৃধ্রালয়ো গ্রাহ্যঃ পুনঃ কাকালয়ো রবৌ। চিতিকাষ্ঠং রবৌ পশ্চাৎ সর্ষপস্তু রবৌ দহেৎ। গ্রামা-দ্বহিশ্চ তদ্ভস্ম স্থাপয়েন্নিক্ষিপেদ্রিপোঃ। মূর্দ্ধন্যুচ্চাটিতো গচ্ছেদ্গোময়-স্নানতঃ সুখী ॥ ২৬ ॥

রবিবারে গৃধিনী পক্ষীর বাসা, কাকের বাসা, চিতার কাষ্ঠ ও সর্ষপ সংগ্রহ করিয়া গ্রামের বহির্ভাগে দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম গ্রহণ করিবে। এই ভস্ম যে শত্রুর মস্তকে নিক্ষেপ করিবে সেই শত্রুর উচ্চাটন হয় এবং অঙ্গে গোময় মাখিয়া স্নান করিলে উক্ত দোষ শান্তি হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

কৃকলাসং নিহত্যাদৌ স্নাপয়েৎ পূজয়েৎ পুনঃ। শ্বেত-বস্ত্রেণ সংবেষ্ট্য কিঞ্চিৎ কুর্য্যাচ্চ রোদনং। ততঃ কাকা-লয়ং গ্রাহ্যং চাণ্ডালানাং গৃহান্তিকে। শ্মশানবহ্নিনা চৈব দহনীয়ৌ চতুষ্পথে। উচ্চাটনং ভবেত্তস্য স্ত্রীপুত্রপশু-বান্ধবৈঃ। তদ্ভস্ম বস্ত্রসংবদ্ধং ক্ষিপেদ্ যস্য গৃহোপরি ॥২৭॥

একটী কৃকলাস মারিয়া তাহাকে স্নান করাইয়া পূজা করিবে। তৎপরে শ্বেতবস্ত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া কিছুকাল রোদন করিবে। তৎপরে চণ্ডালগৃহের নিকটস্থ কাকের বাসা আনিয়া ঐ দুই দ্রব্য একত্রে শ্মশানের অগ্নিতে চতুষ্পথে দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম গ্রহণ করিবে। এই ভস্ম বস্ত্রে বান্ধিয়া যে শত্রুর গৃহোপরি নিক্ষেপ করা যায়, সেই ব্যক্তি স্ত্রী, পুত্র, পশু ও বন্ধুবান্ধবের সহিত উচ্চাটিত হয় ॥ ২৭ ॥

নিম্বাৎ কাকালয়ং দগ্ধ্বা ব্রহ্মদণ্ডী চ ভস্ম তৎ। ম্লেচ্ছ-চাণ্ডালবিপ্রাণাং ত্রয়াণাং চিতিভস্ম চ। ভূমধূচ্ছিষ্ট-সংযুক্তং গুটিকাং কারয়েদ্দৃঢ়াং। শত্রোঃ শিরসি নদ্যাঞ্চ ক্ষিপেদুচ্চাটয়েদ্রিপুং। ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরে-শ্বরায় দংষ্ট্রা করালায় কালরূপায় অমুকং সপুত্রপশুবান্ধবং হন হন দহ দহ মথ মথ শীঘ্রমুচ্চাটয় হুঁ ফট্ ঠঃ ঠঃ। উক্ত যোগত্রয়াণাময়ং মন্ত্রঃ ॥ ২৮ ॥

নিম্ববৃক্ষস্থিত কাকের বাসা আনিয়া তাহার সহিত ব্রহ্মদণ্ডী দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম গ্রহণ করিবে, তৎপরে ম্লেচ্ছ, চাণ্ডাল ও ব্রাহ্মণ এই তিন জনের চিতার ভস্ম সংগ্রহ করিবে। এই সকল ভস্ম ও ভূমিকৃত

মধুমক্ষিকার মধুচক্রের মম একত্র করিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। এই গুটিকা শত্রুর মস্তকে ও নদীতে নিক্ষেপ করিলে শত্রুর উচ্চাটন হয়। ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত যোগত্রয় করিবে ॥ ২৮ ॥

চতুর্দ্দিঙ্ মৃত্তিকা গ্রাহ্যা গ্রামস্থ্য নগরস্থ্য বা। বৃষভস্য মলৈঃ সার্দ্ধং পঞ্চপুত্তলিকাঃ ক্রমাৎ। তাং গ্রামস্থ চতুর্দ্দিক্ষু একৈককং নিখনেৎ পুনঃ। পঞ্চমী গ্রামমধ্যে তু কুণ্ডে বা নিখনেদ্ভুবি। হুনেদষ্টসহস্রন্তু তত্রৈব কনকানলে। তদ্ভস্মমুষ্টিমাদায় তস্মিন্ গ্রামে বিনিক্ষিপেৎ। সপ্তাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা গ্রামস্থোচ্চাটনং ভবেৎ। ওঁ নমো ভগবতে মহাকালায় দহ দহ ভঞ্জয় ভঞ্জয় মোহয় মোহয় স্মর নিগ্রহ ঠঃ ঠঃ হুঁ ফট্ ॥ ২৯ ॥

গ্রামের কিম্বা নগরের চতুর্দ্দিক্স্থিত মৃত্তিকা ও বৃষের বিষ্ঠা একত্র করিয়া তদ্দ্বারা পঞ্চ পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিবে। এই সকল পুত্তলিকাতে শত্রুর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া গ্রামের চতুর্দ্দিকে চারি পুত্তলিকা ও গ্রামমধ্যে এক পুত্তলিকা ভূমিতে প্রোথিত করিয়া তদুপরি কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্রে সহস্র হোম করিবে। পরে ঐ কুণ্ড হইতে একমুষ্টি ভস্ম গ্রহণ করিয়া উক্ত মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া গ্রাম মধ্যে নিক্ষেপ করিবে, ইহাতে গ্রামস্থ সকলের উচ্চাটন হইয়া থাকে ॥২৯

ব্রহ্মদণ্ডী চিতাভস্ম শিবলিঙ্গেষু লেপয়েৎ। গৃধ্রাস্থি চ মনুষ্যাস্থি কেশৈশ্চণ্ডালবিপ্রয়োঃ। সূত্রেণ চ দিশো বদ্ধা দেশস্থোচ্চাটনং ভবেৎ। ওঁ নমঃ কালরাত্রি শূলহস্তে মহিষবাহিনি রুদ্রকালকৃত শেখরে আগচ্ছ আগচ্ছ ভগবতি অতুলবীর্য্যে সর্ব্বকর্ম্মণি মে বশং কুরু কুরু মহেশ্বর আজ্ঞাপয়তি শ্রীঁ শ্রীঁ শ্রীঁ স্বাহা ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুনবিরচিতে কক্ষপুটে মোহনোচ্চাটনং নাম নবমঃ পটলঃ॥

ব্রহ্মদণ্ডী ও চিতাভস্ম একত্র করিয়া শিবলিঙ্গে লেপন করিবে। তৎপরে গৃধিনীর অস্থি ও মনুষ্যের অস্থি চণ্ডালের কেশ, ব্রাহ্মণের কেশ ও সূত্রদ্বারা বন্ধন করিবে। এইরূপ করিলে শত্রু উচ্চাটিত হয়। ওঁ নমঃ কালরাত্রি ইত্যাদি মন্ত্রে এই কার্য্য করিবে ॥৩০॥ ইতি নবম পটল ॥

অথ মারণম্।

নরাস্থিকীলং পুষ্যে তু গৃহ্নীয়াচ্চতুরঙ্গুলং। ওঁ বুং বুং ভূং ভূং বুং ফট্ স্বাহা ॥১॥

অনন্তর মারণ প্রক্রিয়া কথিত হইতেছে। পুষ্যানক্ষত্রে গৃহীত চতুরঙ্গুল পরিমিত নরাস্থি-নির্ম্মিত কীলক যাহার গৃহে নিখনন করা যায়, সেই ব্যক্তির কুলক্ষয় হয়। ওঁ বুং বুং ইত্যাদি মন্ত্রে এই কার্য্য করিবে ॥১॥

অশ্বাস্থিকীলমশ্বিন্যাং নিখনেচ্চতুরঙ্গুলং। শত্রোর্গেহে নিহন্ত্যাশু কুটুম্বং বৈরিণাং কুলে। ওঁ স্বুর স্বুরে স্বাহা ॥২

অশ্বিনীনক্ষত্রে চতুরঙ্গুলপরিমিত অশ্বাস্থি-কীলক শত্রুর গৃহে প্রোথিত করিলে সেই শত্রু কুটুম্ববর্গের সহিত শীঘ্র বিনাশ পায়। ওঁ স্বুর স্বুরে স্বাহা এই মন্ত্রে উক্ত কার্য্য করিবে ॥ ২ ॥

সর্পাস্থ্যঙ্গুলমাত্রন্তু অশ্লেষায়াং রিপোর্গৃহে। নিখনেৎ সপ্তধা জপ্তং মারয়েদ্রিপুসন্ততিং। ওঁ জয়বিজয়তি স্বাহা ॥ ৩ ॥

একাঙ্গুলপরিমিত সর্পাস্থিকীলক ওঁ জয় বিজয়তি স্বাহা এই মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া অশ্লেষানক্ষত্রে শত্রুর গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করিলে সমস্ত শত্রুসন্ততি বিনাশ পায় ॥ ৩ ॥

ভূতে কাকালয়ং গ্রাহ্যন্তস্মাদগ্নৌ সচেতসঃ। অঙ্গুলোকেন তদ্ভস্ম শত্রুমূর্দ্ধনি নিক্ষিপেৎ। ম্রিয়তে নাত্র সন্দেহো গৃহে ক্ষিপ্তে কুলক্ষয়ঃ। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় মারয় মারয় নমঃ স্বাহা ॥ ৪ ॥

চতুর্দ্দশীতিথিতে একটী কাকের বাসা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম গ্রহণ করিবে। পরে একাঙ্গুলিদ্বারা ঐ ভস্ম লইয়া শত্রুর মস্তকে নিক্ষেপ করিলে নিশ্চয় সেই শত্রুর মৃত্যু হইয়া থাকে এবং শত্রুর গৃহে ঐ ভস্ম নিক্ষেপ করিলে তাহার কুল বিনাশ হয়। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ইত্যাদি মন্ত্রে উক্ত কার্য্য করিতে হইবে ॥ ৪ ॥

ষড়্‌বিন্দুবৃশ্চিকৌ গ্রাহ্যৌ বিষং তদ্বানরীফলং। এতচ্চূর্ণং প্রদাতব্যং শত্রুশয্যাসনাদিষু। জায়তে স্ফোটকী তীব্রা দশাহান্মরণং ধ্রুবং ॥ ৫ ॥

ষড়্‌বিন্দু (কীটবিশেষ), বৃশ্চিক, বিষ ও শূকশিম্বী ফল এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া শত্রুর শয্যা ও আসনাদিতে নিক্ষেপ করিবে। ইহাতে তাহার শরীরে স্ফোটক জন্মে এবং দশাহের মধ্যে সেই শত্রুর মরণ হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

মাতুলুঙ্গস্য বীজানি কীটং ষড়্‌বিন্দুসংজ্ঞকং। কপিকচ্ছুকরোমাণি হিঙ্গু বৈভীতকং ফলং। এতানি সমচূর্ণানি তথা মণ্ডলকারিকা। পূর্ব্ববৎ প্রক্ষিপেৎ শত্রোর্ম্মারণং ভবতি ধ্রুবং ॥ ৬ ॥

লেবুরবীজ, ষড়্‌বিন্দু নামক কীট, শূকশিম্বীফলের রোম, হিঙ্গু এবং বহেড়াফল এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া শত্রুর শয্যা ও আসনাদিতে নিক্ষেপ করিবে। ইহাতে শত্রুর সর্ব্বগাত্রে স্ফোটক জন্মে এবং দশাহের মধ্যে তাহার মরণ হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

তিলাৎ পলং সকুমুদৈঃ সমাংশং রক্তচন্দনং।
কুষ্ঠকুক্কুটপিত্তঞ্চ লেপনেন সুখাবহং ॥ ৭ ॥

তিল, কুমুর, রক্তচন্দন, কুড় ও কুক্কুটের পিত্ত এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ তোলা পরিমাণে লইয়া একত্রে পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে পূর্ব্বোক্ত বিস্ফোটক রোগের প্রতিকার হয় ॥ ৭ ॥

স্বর্ণকেশঞ্চ সংগ্রাহ্যং তদাস্যে শত্রুজং ফলং। ক্ষিপ্ত্বা তদ্রক্তসূত্রেণ বেষ্টয়িত্বা ততঃ পুনঃ। ভল্লাতকফলৈঃ সার্দ্ধং রুদ্ধা তন্মারয়েদ্রিপুং। প্রক্ষালয়েচ্ছনৈরস্তিস্তজ্জীবা-ক্তস্য জীবনং ॥ ৮ ॥

একটী স্বর্ণকেশ (পার্ব্বতীয় জন্তু বিশেষ) আনিয়া তাহার মস্তকমধ্যে শত্রুর গাত্রমল নিক্ষেপ করিয়া ঐ মস্তক রক্তসূত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া একটী ভল্লাতকফলের সহিত মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিবে। ইহাতে সেই শত্রুর মরণ হইয়া থাকে। যদি ঐস্থানে জলসেক করিলে উক্ত ভল্লাতকবীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তবে সেই শত্রুর জীবন রক্ষা হইতে পারে ॥ ৮ ॥

স্নানভূমূত্রভূম্যৌ সর্পবক্ত্রে বিনিক্ষিপেৎ। বেষ্টয়েৎ কৃষ্ণসূত্রেণ মার্গমধ্যে অধোমুখং। নিখনেন্ম্রিয়তে শত্রু-স্তস্যোৎপাটে সুখং ভবেৎ ॥ ৯ ॥

শত্রুর স্নানস্থানের মৃত্তিকা ও মূত্রস্থানের মৃত্তিকা সর্পের মুখে নিক্ষেপ করিয়া তাহা কৃষ্ণসূত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া পথিমধ্যে অধোমুখ হইয়া পুতিয়া রাখিবে। এইরূপ করিলে সেই শত্রুর মরণ উপস্থিত হয় এবং উহা উঠাইয়া ফেলিলে দোষ শান্তি হয় ॥ ৯ ॥

গর্দ্দভস্যাস্থি আদায় শিরঃ কৃষ্ণাজগরস্য চ। নিখনেদ্ যস্য তদ্দ্বারে মারণোচ্চাটনং ভবেৎ। ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় অকুকং মারয় মারয়। উক্ত যোগানাময়ং মন্ত্রঃ ॥ ১০ ॥

গর্দ্দভের অস্থি ও কৃষ্ণ অজগরের মস্তক একত্র করিয়া যাহার গৃহ-দ্বারে নিখনন করা যায়, সেই ব্যক্তির মরণ কিম্বা উচ্চাটন হইয়া থাকে। ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদিমন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকল করিবে ॥ ১০ ॥

গ্রাহ্যা কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং শাখা ভূততরোঃ স্থিতা। মৃত-কস্য হৃদিস্থস্য ভূতকাষ্ঠৈশ্চ তাং দহেৎ। তদঙ্গারৈ-র্লিখেন্মন্ত্রং তদা শত্রুম্রিয়তে ভবেৎ। ওঁ নমোভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় অমুকং হর হর রক্ষ রক্ষ রক্ষ কালরূপেণ স্বাহা ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে চালিতাবৃক্ষের শাখা আহরণ করিয়া মৃতব্যক্তির হৃদস্থিত কাষ্ঠের সহিত ঐ শাখা দগ্ধ করিবে। অনন্তর সেই অঙ্গারদ্বারা ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্র লিখিবে। এইরূপ করিলে মন্ত্র মধ্যে যে ব্যক্তির নাম উল্লেখ থাকিবে, সেই ব্যক্তির মরণ হইবে ॥ ১১ ॥

বামদন্তং কুলীরস্য অধোভাগস্থমাহরেৎ। শরাগ্রে তৎফলং কুর্য্যাদ্ ধনুশ্চ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। গবাং শিরাঃ গুণং কৃত্বা শত্রুং কুর্য্যাচ্চ মৃন্ময়ং। তং হন্যাত্তেন বাণেন ম্রিয়তে তৎক্ষণাদ্রিপুঃ। ওঁনমো ভগবতে রুদ্রায় যমরূপিণে কালং সংশয়াবর্ত্তে সংহারে শত্রুং অমুকং হন হন ধুন ধুন পাচয় ঘাতয় হুঁ ফট্ ঠঃ ঠঃ ঠঃ ॥ ১২ ॥

কর্কটের বামদিগের অধোভাগস্থ দন্ত আহরণ করিয়া তাহারদ্বারা ধনুকের বাণের অগ্রে ফলা করিবে এবং ধনুঃ নির্ম্মাণ করিয়া গোশিরা-দ্বারা সেই রজ্জু করিবে। অনন্তর মৃত্তিকাদ্বারা শত্রুর প্রতিমূর্ত্তি করিয়া পূর্ব্বকৃত ধনুর্ব্বাণদ্বারা ঐ প্রতিমূর্ত্তিকে বিদ্ধ করিবে। এইরূপ করিলে তৎক্ষণাৎ সেই শত্রুর মৃত্যু হইয়া থাকে। ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্রে এই কার্য্য করিবে ॥ ১২ ॥

গোধালাঙ্গুলমূলঞ্চ কৃকলাসশিরস্তথা। ইন্দ্রগোপং বংশশিখা অস্থিমূত্রং গজস্য চ। হলাহলং নৃমূত্রেণ সমভাগং সুপেষিতং। তেন স্পর্শনমাত্রেণ স্ফোটকৈর্ম্ম্রিয়তে রিপুঃ ॥ ১৩ ॥

গোধালাঙ্গুল অর্থাৎ গোসাপের পুচ্ছ, কৃকলাসের মস্তক, ইন্দ্রগোপ (কীটবিশেষঃ), বাঁশের শিকড়, হস্তীর মূত্র ও অস্থি এবং হালাহল বিষ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া নরমূত্রের সহিত একত্রে উত্তমরূপে পেষণ করিবে। এই পিষ্টদ্রব্য শত্রুর শরীরে স্পর্শ করাইলে সেই শত্রুর গাত্রে স্ফোটক জন্মে এবং তাহাতেই সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

ঊর্ণনাভঞ্চ ষড়্বিন্দুং সমাংশং কৃষ্ণবৃশ্চিকং। যস্যাঙ্গে নিক্ষিপেচ্চূর্ণং সপ্তাহাৎ স্ফোটকৈর্ম্মৃতিঃ। ময়ূরপিচ্ছনী-লাজং পিষ্ট্বা লেপে সুখাবহঃ ॥ ১৪ ॥

মাকড়সা, ষড়্বিন্দু (কীটবিশেষ) ও কৃষ্ণবৃশ্চিক এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্রে চূর্ণ করিবে, এই চূর্ণ যাহার অঙ্গে নিক্ষেপ করাযায় সপ্তাহমধ্যে স্ফোটক রোগে সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইয়া থাকে। ময়ূরপুচ্ছ ও নীলপদ্ম একত্র পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে এই দোষ শান্তি হয় ॥ ১৪ ॥

রিপুবিষ্ঠাং বৃশ্চিকঞ্চ খনিত্বা ভুবি নিক্ষিপেৎ। আচ্ছাদ্যাচ্ছাদনেনাথ তৎপৃষ্ঠে মৃত্তিকাং ক্ষিপেৎ। ম্রিয়তে মলরোধেন উদ্ধরেৎ স সুখী ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

শত্রুর বিষ্ঠা ও বৃশ্চিক এই দুই দ্রব্য মৃত্তিকা খনন করিয়া তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। তদুপরি একটী পাত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া তদুপরি মৃত্তিকা চাপাদিয়া রাখিবে। এইরূপ করিলে শত্রুব্যক্তির মলরোধ হইয়া মৃত্যু হইয়া থাকে উক্ত দ্রব্যদ্বয় উদ্ধৃত করিলে দোষ শান্তি হয় ॥ ১৫ ॥

যো মৃতো ভরণীভৌমে তদ্ভস্মাদায় রক্ষরেৎ। রিপু-

বিষ্ঠাসমাযুক্তং শরাবসংপুটোদরে। মৃতকেশৈস্তদাবেষ্ট্য শূন্যাগারেষু লম্বয়েৎ। যাবচ্ছুষ্যতি তদ্বিষ্ঠা তাবচ্ছত্রুর্মৃতো ভবেৎ ॥ ১৬ ॥

মঙ্গলবার ভরণীনক্ষত্রে যে ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তাহার অঙ্গভস্ম আনিয়া রাখিবে। পরে এই ভস্ম ও শত্রুর বিষ্ঠা একত্র করিয়া একটী শরার মধ্যে রাখিয়া অন্য একটী শরাদ্বারা ঢাকিয়া মৃত ব্যক্তির কেশদ্বারা ঐ শরাবদ্বয় বেষ্টন করিবে। পরে ঐ শরা কোন শূন্যগৃহে লম্বিত করিয়া রাখিবে। যতদিনে ঐ শরার মধ্যগত শত্রুবিষ্ঠা শুষ্ক হইবে, ততদিনের মধ্যে সেই শত্রুর মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

মুণ্ডমাদায় গোশ্চৈব তদ্বক্ত্রে সর্ষপাঃ ক্ষিপেৎ। মৃদালিপ্য পচেদগ্নৌ গৃহীত্বা সর্ষপাস্ততঃ। যস্যাঙ্গে প্রক্ষিপেত্তস্য স্ফোটকৈর্ম্রিয়তে রিপুঃ। ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় অমুকং কালরূপেণ ঠঃ ঠঃ ঠঃ। উক্তযোগানাময়ং মন্ত্রঃ ॥ ১৭ ॥

একটী গোমুণ্ড আনিয়া তাহার মুখমধ্যে সর্ষপ নিক্ষেপ করিয়া মুণ্ড মৃত্তিকাদ্বারা লেপন করিবে। পরে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ঐ সর্ষপ গ্রহণ করিবে। এই সর্ষপ যাহার অঙ্গে নিক্ষেপ করা যায়, স্ফোটকরোগে সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইয়া থাকে। ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদিমন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকল করিবে ॥ ১৭ ॥

শ্বেতাপরাজিতা-মূলং কুষ্ঠং লবণকং বিষং। শশবারাহ-ময়ূরগোধানাং পিত্তকং তথা। মহানিম্বস্য পত্রাণি সমং সপ্তদিনং হুনেৎ। মারয়েদদ্ভুতং শত্রুং যদি সাক্ষান্মহাসুরঃ। ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় মম শত্রুং গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা ॥ ১৮ ॥

শ্বেতাপরাজিতার মূল, কুড়, লবণ, বিষ এবং শশক, শূকর, ময়ূর ও গোসাপ ইহাদিগের পিত্ত ও মহানিম্বের পত্র এইসকল একত্র করিয়া হোম করিবে। এইরূপে সপ্তাহ হোম করিলে মহাসুরশত্রুকেও বিনাশ করা যায়। ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদিমন্ত্রে এই কার্য্য করিতে হইবে ॥ ১৮ ॥

স্থানভ্রষ্টস্য লিঙ্গস্য মূর্দ্ধ্নি পত্রং সমালিখেৎ। সপুষ্পং ছাগ-রক্তেন চিত্যঙ্গারবিষেণ চ। লিখিত্বা রোষচিত্তেন তচ্ছেষং লেপয়েৎ করৌ। অশ্বচর্ম্মাসনে স্থিত্বা ততো মন্ত্রমিমং জপেৎ। ওঁ নমো ভগবতে রক্তবর্ণে চতুর্ভুজে ঊর্দ্ধকেশে বিকৃতাননে কালরাত্রি মানুষাণাং বসারুধিরভোজনে অমুকস্য প্রাপ্তকালস্য মৃত্যুপ্রদে হুঁ ফট্ হন হন দহ দহ মাংসং রুধিরং পিব পিব পচ পচ হুঁ ফট্ ॥

অমুং মন্ত্রং জপেদ্রাত্রৌ রোষচিত্তো রিপোঃ স্মরেৎ। অর্দ্ধরাত্রৌ তু হস্তাভ্যাং মার্জ্জয়েল্লিঙ্গমস্তকে। ভ্রষ্টে পত্রে মস্তকস্থে তৎক্ষণান্ম্রিয়তে রিপুঃ। দৃষ্টঃ প্রত্যয় এবায়ং সিদ্ধযোগ উদাহৃতঃ ॥ ১৯ ॥

স্থানভ্রষ্ট শিবলিঙ্গের মস্তকে ছাগরক্তে বিষমিশ্রিত করিয়া তাহাতে চিতার অঙ্গারদ্বারা সপুষ্প পত্র লিখিবে। রাগান্বিতচিত্তে লিখিয়া অবশিষ্ট ছাগরক্তদ্বারা হস্তদ্বয় লেপন করিবে। তৎপরে অশ্বচর্ম্মাসনে উপবেশন করিয়া ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। রাত্রিকালে মন্ত্র জপ করিয়া রোষান্বিতচিত্তে শত্রুকে স্মরণ করিবে। তৎপরে অর্দ্ধরাত্রিসময়ে উভয়হস্তদ্বারা শিবলিঙ্গের মস্তক মার্জ্জনা করিবে। এইরূপ করিলে লিঙ্গমস্তকস্থিত পত্র ভ্রষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ শত্রুর মরণ হইয়া থাকে। এই সিদ্ধযোগ সাক্ষাৎ ফলপ্রদ ॥ ১৯ ॥

রক্তাশ্বমারজং বাণং শুনোঽস্থিনির্ম্মিতং ধনুঃ। মৃতকেশৈর্গুণং কুর্য্যাদুত্তরাদক্ষিণামুখঃ। বকারসদৃশান্ কুর্য্যাৎ সিন্দূরৈঃ সপ্তমণ্ডলান্। কুক্কুটং শত্রুনাম্না তু সপ্তমে মণ্ডলে স্থিতে। প্রত্যেকমণ্ডলে পূজ্যং ধনুর্ব্বাণঞ্চ মন্ত্রতঃ। ক্রমাৎ ষণ্মণ্ডলে প্রাপ্তে ততো হন্যাচ্চ কুক্কুটং। মন্ত্রেণ ম্রিয়তে সোঽপি দূরস্থোঽপি রিপুঃ ক্ষণাৎ। ওঁ হস্তাখ গণ্ডম কুখুণ্ডম কুখুকমলুণ্ডরুমমালুল গগাৎ অরিতানি মারমারুহীনা তু সিন্ধু বীরুচা নারসিংহ বীর প্রচণ্ডকাণ্ড কাণ্ডকী শক্তি লে লে লে জিসিলাবো তিসুজগুজি সুচ্ছু-প্রয়াতি সুচ্ছাই ॥ ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুনবিরচিতে কক্ষপুটে মারণং নাম দশমঃ পটলঃ ॥ ২০ ॥

রক্তকরবীর কাষ্ঠনির্ম্মিত বাণ, কুক্কুরাস্থিনির্ম্মিত ধনু এবং মৃতব্যক্তির কেশদ্বারা রজ্জু প্রস্তুত করিয়া লইবে। তৎপরে সিন্দূরদ্বারা ত্রিকোণাকার সপ্তমণ্ডল প্রস্তুত করিয়া সপ্তমমণ্ডলে একটি কুক্কুট শত্রুর নামে স্থাপন করিবে। অনন্তর প্রথমমণ্ডল হইতে ষষ্ঠমণ্ডল পর্য্যন্ত প্রতিমণ্ডলে ধনুকের পূজা করিয়া ওঁ হস্তাখ ইত্যাদিমন্ত্রে ঐ কুক্কুটকে পূর্ব্বকল্পিত ধনুদ্বারা বেধ করিবে। এইরূপ করিলে দূরস্থশত্রুও তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায় ॥ ২০ ॥

অথ বিদ্বেষণং।

কাকোলূকস্য পক্ষাংস্তু যয়োর্নাম্না তু হোময়েৎ।
উভয়োর্নশ্যতি প্রীতিঃ কুরুপাণ্ডবয়োরিব ॥ ১ ॥

অনন্তর বিদ্বেষবিধি কথিত হইতেছে। কাক ও পেঁচকের পক্ষদ্বারা যে দুই ব্যক্তির নামে হোম করা যায় সেই দুই ব্যক্তির প্রণয়ভঞ্জন হইয়া কুরুপাণ্ডবের ন্যায় বৈরতা জন্মে ॥ ১ ॥

কাকোলূকখরাশ্বানাং চতুর্ণাং গ্রাহয়েচ্ছিরঃ।
নিখনেদ্ দ্বারদেশে তু তদ্ গৃহে কলহঃ সদা ॥ ২ ॥

কোন ব্যক্তির গৃহমধ্যে কাক, পেঁচক, গর্দ্দভ ও ঘোটক এই চারি জীবের মস্তক পুতিয়া রাখিলে সেই গৃহে সর্ব্বদা কলহ হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

ব্রহ্মদণ্ড্যাস্তু মূলানি কাকমস্তকমেব চ। জাতীপুষ্প-রসৈর্ভাব্যং সপ্তরাত্রং ততঃ পুনঃ। বিদ্বেষকারকো ধূপঃ শিখিপিচ্ছাহিকঞ্চুকং ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মদণ্ডীর মূল ও কাকপক্ষীর মস্তক সপ্তাহ পর্যান্ত জাতীপুষ্পরসে ভাবনা দিয়া তাহাদের সহিত ময়ূরপুচ্ছ ও সর্পের খোলস একত্র করিয়া ধূপ দিলে পরস্পরের বিদ্বেষ জন্মে ॥ ৩ ॥

মূষমার্জ্জাররোমাণি বিপ্রস্য ক্ষপণস্য চ।
এষ বিদ্বেষকো ধূপঃ পত্যুঃ পিত্রা সুতস্য চ ॥ ৪ ॥

মূষিক, বিড়াল, ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী ইহাদিগের রোম একত্র করিয়া ধূপ দিলে পতী ও পত্নী এবং পিতা ও পুত্রের বিদ্বেষ জন্মে ॥ ৪ ॥

উলূকজিহ্বামাদায় বিদারীরসভাবিতা।
সোদরাণাময়ং ধূপো ভবেদ্বিদ্বেষকারকঃ ॥ ৫ ॥

পেঁচকের জিহ্বা আনিয়া ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে ভাবনা দিবে, পরে ইহা-দ্বারা ধূপ দিলে ভ্রাতাদিগের পরস্পর বিদ্বেষ হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

অধঃপুষ্পী সোমবারে সূত্রেণাবেষ্ট্য মন্ত্রয়েৎ। ভৌম-বারে সমুদ্ধৃত্য পাটয়েত্তাং দ্বিধা সমং। যস্য নাম্না ক্ষিপে-ন্নদ্যাং সা স্ত্রী সত্যং পতিং ত্যজেৎ ॥ ৬ ॥

সোমবারে অধঃপুষ্পীবৃক্ষ সূত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া আমন্ত্রণ করিয়া রাখিবে। মঙ্গলবারে ঐ বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া সমদ্বিভাগে খণ্ড করিবে। যে স্ত্রীর নাম উল্লেখ করিয়া এই বৃক্ষ নদীতে নিক্ষেপ করা যায়, সেই স্ত্রী নিশ্চয় পতি পরিত্যাগ করে ॥ ৬ ॥

কাকোলূকস্য পক্ষাংস্তু মার্জ্জারস্য নখানি চ। পাদ-পাংশু তয়োর্গ্রাহ্যং কটুতৈলেন হোময়েৎ। একবিংশ-দ্দিনে তেষাং বিদ্বেষো জায়তে ধ্রুবং ॥ ৭ ॥

কাক ও পেঁচকের পক্ষ, বিড়ালের নখ এবং দুই ব্যক্তির পাদধূলি এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া কটুতৈলের সহিত একবিংশতিদিবস হোম করিবে। এইরূপ হোম করিলে যে দুই ব্যক্তির পাদধূলি আনিয়া কার্য্য করিবে সেই দুই ব্যক্তির পরস্পর বিদ্বেষ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

আর্দ্রায়াং বিপ্রমার্জ্জারমূষকক্ষপণস্য চ। কেশরোমাণি সংগৃহ্য সম্যক্ চূর্ণং প্রকল্পয়েৎ। তল্লিপ্তদর্পণং দৃষ্ট্বা বিদ্বি-ষন্তি পরস্পরং ॥ ৮ ॥

আর্দ্রানক্ষত্রে ব্রাহ্মণ, বিড়াল, ইন্দূর ও সন্ন্যাসী ইহাদিগের কেশ ও রোম আনিয়া একত্র চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণদ্বারা দর্পণ লেপন করিয়া যে যে ব্যক্তিকে দেখাইবে, সেই সেই ব্যক্তির বিদ্বেষ হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

মহিষীচ্ছাগয়োর্মেদো ঘৃতদীপস্য কজ্জলৈঃ।
অঞ্জিতাক্ষো নরঃ পশ্যেদ্বিদ্বিষন্তি পরস্পরং ॥ ৯ ॥

মহিষী ও ছাগলের বসা এবং ঘৃত এই সকল একত্র করিয়া প্রদীপ জ্বালিবে। এই প্রদীপের শিখায় কজ্জলপাত করিবে। এই কজ্জলদ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিয়া যে যে ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি করিবে, সেই সেই ব্যক্তি পরস্পর বিদ্বেষ জন্মিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মবৃক্ষস্য শুষ্কস্য কাষ্ঠমেকং সমাহরেৎ। তং ছিন্দ্যাৎ ক্রকচেনৈব তচ্চূর্ণং চান্তরীক্ষতঃ। গৃহীত্বা তদ্দ্বয়োর্ম্মধ্যে নিক্ষিপেদ্দ্বেষকৃত্ততঃ ॥ ১০ ॥

পলাশবৃক্ষের শুষ্ককাষ্ঠ আনিয়া তাহা ক্রকচদ্বারা ছেদন করিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ যে দুই ব্যক্তির মধ্যে নিক্ষেপ করা যায়, সেই দুই ব্যক্তির বিদ্বেষ হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

চিল্লমার্জ্জারবারাহরোমাণি মূষকস্য চ। অনেন ধূপ-মাত্রেণ বিদ্বিষন্তি পরস্পরং। ওঁ নমো মহাকপালিনী বৃশ্চিকোদরে দণ্ডপাশধরে অমুকস্যামুকেন সহ বিদ্বেষং কুরু কুরু স্বাহা ॥ ১১ ॥

চিলপক্ষী, বিড়াল, শূকর ও ইন্দূর ইহাদিগের যথাসম্ভব পালক ও রোম সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা ধূপ দিলে বিদ্বেষ হইয়া থাকে। ওঁ নমো মহাকপালিনি ইত্যাদিমন্ত্রে এই কার্য্য করিবে॥ ১১ ॥

ধুস্তূরকরসৈর্লিপ্ত্বা চিত্যঙ্গারং ততো লিখেৎ। নাম-মন্ত্রযুতৌ যন্ত্রৌ স্থাপয়েত্তৌ পৃথক্ পৃথক্। নদ্যামুভয়-তীরস্থে নিখনেদ্বৃক্ষমূলকে। যন্নাম্না লিখিতৌ যন্ত্রৌ তয়োর্দ্বেষঃ প্রজায়তে। চতুরস্রদ্বয়োর্ম্মধ্যে মন্ত্রগর্ভিতং নাম লিখেৎ সিদ্ধং ভবতি ॥ ১২ ॥

ধুস্তূররসদ্বারা দুইখণ্ড চিতার অঙ্গার লেপন করিয়া সেই অঙ্গারদ্বারা শত্রুদ্বয়ের নামযুক্ত মন্ত্রের সহিত দুইটী যন্ত্র অঙ্কিত করিবে। পরে নদীর উভয়তীরে বৃক্ষমূলে ঐ দুই খণ্ড অঙ্গার ও যন্ত্র পুতিয়া রাখিবে। যে দুই ব্যক্তির নাম মন্ত্রমধ্যে উল্লিখিত থাকিবে, সেই দুই ব্যক্তির পরস্পর বিদ্বেষ জন্মে। চতুরস্র কুণ্ড করিয়া তন্মধ্যে নামযুক্ত মন্ত্র উক্তপ্রকারে লিখিলেও উক্ত কার্য্যসিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

একহস্তে কাকপক্ষমুলূকস্যাপরে করে। দর্ভবদ্ধারয়েদ্-যত্নাত্ত্রিসপ্তাহং জলাঞ্জলিং নিত্যং নদ্যাং প্রদাতব্যমষ্টোত্তর-সহস্রকং। পরস্পরং ভবেদ্ দ্বেষঃ সিদ্ধযোগ উদাহৃতঃ ॥ ওঁ আমোদকি প্রমোদকি গৌরি মে গৌরি অমুকস্য অমুকেন সহ কাকোলূকাদিবৎ কুরু কুরু স্ফোঁ স্ফোঁ স্বাহা ॥ ১৩ ॥

যেরূপ কুশমুষ্টি ও কুশাঙ্গুরী ধারণ করে, সেইরূপ একহস্তে কাকপক্ষ ও অন্য হস্তে পেঁচকপক্ষ লইয়া ত্রিসপ্তাহ পর্যান্ত প্রতিদিন নদীতে অষ্টো-ত্তরসহস্র জলাঞ্জলি প্রদান করিবে। ওঁ আমোদকি ইত্যাদিমন্ত্রে এই কার্য্য করিতে হইবে। যে দুই ব্যক্তির নাম মন্ত্রমধ্যে উল্লেখ করিয়া জলাঞ্জলি প্রদান করিবে, সেই দুই ব্যক্তির পরস্পর বিদ্বেষ জন্মে ॥ ১৩ ॥

অথ ব্যাধিজননং।

বিল্ববৃক্ষোদ্ভবৈঃ কাষ্ঠৈঃ করণ্ডং কারয়েদ্বুধঃ। পিচুমর্দ্দোদ্ভবৈঃ কাষ্ঠৈঃ পিধানং কারয়েদ্বুধঃ। তত্র মধ্যে ক্ষিপেন্মূর্ত্তিমুত্তানং জীবিতান্বিতং। বর্ত্তিমুচ্ছিষ্টসিক্তা বা শত্রোস্তস্যোদরে ক্ষিপেৎ। কীলয়েৎ কণ্টকেনৈব নিখনেৎ সংপুটে ক্ষিপেৎ। ব্যাধিস্তস্য ভবেচ্ছত্রোঃ পুনস্তৎক্ষালনাৎ সুখী ॥ ১ ॥

অনন্তর ব্যাধিজনন প্রক্রিয়া কথিত হইতেছে। বিল্বকাষ্ঠদ্বারা একটি করণ্ডক এবং নিম্বকাষ্ঠদ্বারা তাহার ঢাকনি প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে উত্তানভাবে শত্রুর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। তৎপরে শত্রুর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে মোমাক্ত একটী বর্ত্তিকা রাখিবে। ঐ বর্ত্তিকা প্রজ্বালিত করিয়া শত্রুপ্রতিমূর্ত্তিকে কণ্টকদ্বারা বিদ্ধ করিয়া মৃত্তিকামধ্যে ঐ করণ্ডক ও ঢাকনি প্রোথিত করিয়া রাখিবে। ইহাতে তৎক্ষণাৎ সেই শত্রুর পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং উহা ধৌত করিবামাত্র শত্রু সুস্থ হয় ॥ ১ ॥

ভল্লাতকরসো গুঞ্জা ঊর্ণনাভি সুচূর্ণিতং।
ক্ষিপেদ্রাত্রৌ ভবেৎ কুষ্ঠং সিতাক্ষীরং পিবেৎ সুখী ॥২॥

ভল্লাতক, শ্বেতগুঞ্জা এবং মাকড়সা এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া রাত্রিতে যাহার অঙ্গে নিক্ষেপ করা যায়, সেই ব্যক্তির শরীরে কুষ্ঠরোগ জন্মে। শর্করা ও দুগ্ধপান করিলে রোগী সুস্থ হয় ॥ ২ ॥

বানরীফলরোমাণি বিষভল্লাতচিত্রকং। গুঞ্জাযুতং ক্ষিপেদ্গাত্রে স্যাল্লূতা বেদনান্বিতা। উশীরং চন্দনঞ্চৈব প্রিয়ঙ্গুং রক্তচন্দনং। তগরং পেষয়েত্তোয়ৈর্ল্লেপাল্লূতাং বিনাশয়েৎ ॥ ৩ ॥

আলকুশীফলের রোম, বিষ, ভল্লাতক, চিতামূল ও গুঞ্জা এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া যাহার অঙ্গে নিক্ষেপ করা যায়, তাহার বদনে স্ফোটক জন্মে। বেণারমূল, শ্বেতচন্দন, প্রিয়ঙ্গু, রক্তচন্দন ও তগরকাষ্ঠ এই সকল দ্রব্য একত্র জলে পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে উক্ত পীড়া নিবারণ হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণসর্পশিরো গ্রাহ্যং তন্মধ্যে সর্ষপান্ ক্ষিপেৎ। কৃষ্ণভল্লাতৃতৈলাভ্যাং কৃষ্ণসূত্রেণ বেষ্টয়েৎ। বল্মীকমৃত্তিকালিপ্তং শ্মশানে তু বিপাচয়েৎ। সুপক্কসর্ষপং গ্রাহ্যং বানরীরোমসংযুতং। শরদ্গ্রীষ্মবসন্তেষু গাত্রে বা মূর্দ্ধ্নি নিক্ষিপেৎ। প্রক্ষেপাজ্জায়তে লূতা শত্রূণাং বেদনান্বিতা। প্রিয়ঙ্গুশর্করাকুষ্ঠরক্তপঙ্কজকেশরৈঃ। গিরিকর্ণী নিশা নিম্বত্বজাক্ষীরেণ লেপয়েৎ। সপ্তাহাজ্জায়তে স্বস্থঃ কৃপাচেদ্রক্ষয়েদ্রিপুং ॥ ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় ভূবাহনে উন্মনে স্বাহা। উক্তযোগানাময়ং মন্ত্রঃ ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণসর্পের মস্তক আনিয়া তন্মধ্যে কৃষ্ণভল্লাতকের তৈলমিশ্রিত সর্ষপ নিক্ষেপ করিবে। পরে কৃষ্ণসূত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া বল্মীকমৃত্তিকাদ্বারা লেপনপূর্ব্বক শ্মশানাগ্নিতে পাক করিবে। তৎপরে ঐ সুপক্ক সর্ষপ গ্রহণ করিয়া আলকুশীফলের রোমের সহিত শরৎকালে, বসন্তকালে কিম্বা গ্রীষ্মকালে শত্রু ব্যক্তির গাত্রে অথবা মস্তকে নিক্ষেপ করিবে। ইহাতে সেই ব্যক্তির গাত্রে বেদনান্বিত লূতা (মর্ম্মব্রণ) জন্মে। প্রিয়ঙ্গু, শর্করা, কুড়, রক্তপদ্মের কেশর, অপরাজিতালতার মূল, হরিদ্রা ও নিম্বপত্র এই সকল দ্রব্য একত্রে ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া সপ্তাহ লেপন করিলে উক্ত ব্রণরোগ শান্তি হয়। যদি শত্রু ব্যক্তির প্রতি কৃপা থাকে তবে তাহাকে এইরূপে রক্ষা করিতে পারে। ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদিমন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সকল করিবে ॥ ৪ ॥

বহুরূপধরো যস্তু সংচূর্ণ্য কৃকলাসকং। রক্তসর্ষপমূলঞ্চ নিষ্কৈকং ভোজয়েৎ ক্ষিপেৎ। গলৎকুষ্ঠী ভবেচ্ছত্রুঃ স্বস্থো বা জায়তে ক্বচিৎ ॥ ৫ ॥

বহুরূপী (কৃকলাস) ও রক্তসর্ষপের মূল একত্র চূর্ণ করিয়া দুইতোলা পরিমাণে শত্রুকে ভক্ষণ করাইলে তাহার শরীরে গলৎকুষ্ঠ হয়। এই রোগে কদাচিৎ আরোগ্য হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

কৃকলাসং গ্রাম্যচিল্লী শাকং রক্তঞ্চ সার্ষপং।
পিষ্ট্বা তদ্ভক্ষণাদেবমঙ্গস্ফোটকরং রিপোঃ ॥ ৬ ॥

কৃকলাস, গ্রাম্যচিল ও রক্তসর্ষপের শাক এই সমুদয় দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া যাহাকে ভক্ষণ করাইবে, সেই ব্যক্তির অঙ্গে বিস্ফোটক জন্মিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

শ্বেতাপরাজিতা গুঞ্জা সুশ্বেতা চ জয়ন্তিকা। পিষ্ট্বা তদ্ভক্ষণাদেব সমন্ত্রেণ নিবর্ত্ততে। বালকং চন্দনে দ্বে চ লেপোঽপ্যত্র সুখাবহঃ ॥ ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় কম্পনে ধূননে মুঞ্চ মুঞ্চ দুর্গোসঃ ॥ ৭ ॥

শ্বেতাপরাজিতা, শ্বেতগুঞ্জা ও শ্বেতজয়ন্তী এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদিমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ভক্ষণ করিলে অথবা বালা, রক্তচন্দন ও শ্বেতচন্দন একত্র পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে পূর্ব্বোক্ত রোগ নিবারণ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

কৃকলাসোদ্ভবং চর্ম্ম রিপুমূত্রেণ পূরয়েৎ। মুখং বদ্ধাশ্ববালেন ভূমৌ খন্যাদধোমুখং। মূত্ররোধো ভবেত্তস্য উদ্ধৃত্য ক্ষালনাৎ সুখং ॥ ৮ ॥

একটি কৃকলাসের গাত্রচর্ম্ম উন্মোচন করিয়া তাহার মধ্যে শত্রুর মূত্র পূরণ করিয়া ঘোটকের পুচ্ছরোমদ্বারা মুখবন্ধনপূর্ব্বক অধোমুখে মৃত্তিকাতে পুতিয়া রাখিবে। ইহাতে সেই শত্রুব্যক্তির মূত্ররোধ হয়। ঐ কৃকলাসচর্ম্ম উদ্ধৃত করিয়া ধৌত করিলে উক্ত দোষ শান্তি হয় ॥ ৮ ॥

উলূকমস্তকং গ্রাহ্যং লবণেন প্রপূরয়েৎ। সপ্তাহং

তাম্রপাত্রস্থমক্ষকাষ্ঠেন চাঞ্জয়েৎ। দৃষ্টিস্তম্ভকরং তৎ-স্তান্মরিচাক্ষফলং তথা ॥ ৯ ॥

পেঁচকের মস্তক আনিয়া তন্মধ্যে লবণপূর্ণ করিবে। তৎপরে ঐ মস্তক বহেড়াকাষ্ঠের অগ্নিতে প্রজ্বালিত করিয়া সেই অগ্নিশিখায় তাম্রপাত্রে কজ্জলপাত করিবে। এই কজ্জলের সহিত মরিচ ও বহেড়াফল মিশ্রিত করিয়া যাহার চক্ষুঃ অঞ্জিত করিবে সেই ব্যক্তির দৃষ্টি-স্তম্ভন হয় ॥ ৯ ॥

ত্র্যঙ্গুলং স্বনুরাধায়ামঙ্কোলীমূলমাহরেৎ। চক্ষুরোগকরং গেহে নিখনেদ্বৈরিণাং ধ্রুবং। ওঁ অন্ধেরহঃ স্বাহা ॥ ১০ ॥

অনুরাধানক্ষত্রে তিন অঙ্গুলিপরিমিত আকোড়বৃক্ষের মূল আহরণ করিয়া যাহার গৃহে প্রোথিত করিয়া রাখা যায়, সেই ব্যক্তির চক্ষুরোগ জন্মে ওঁ অন্ধেরহ ইত্যাদিমন্ত্রে এই কার্য্য করিবে ॥ ১০ ॥

ধুস্তূরকাষ্ঠৈর্দগ্ধ্বাদৌ ভ্রমরং মধুপূরিতং। জলকুম্ভে ক্ষিপেত্তস্তু তৎপানাদ্বধিরো রিপুঃ। জাতীপুষ্পরসং পীত্বা স্বস্থো ভবতি তৎক্ষণাৎ ॥ ১১ ॥

একটি ভ্রমর ধুস্তূরকাষ্ঠের অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া মধুর সহিত জলকুম্ভে নিক্ষেপ করিবে, এই জল পান করিলে সেই ব্যক্তি বধির হয়। জাতীপুষ্পের রস পান করিলে শান্তি হয় ॥ ১১ ॥

স্নুহীক্ষীরং যবক্ষারং মৃদ্যনং পাদপাংশুকং। সমমেতৎপ্রলেপেন শত্রুঃ খঞ্জো ভবত্যলং ॥ ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় রুদ্রশেখরায় খঞ্জনে সঙ্কোচনে ঠঃ ঠঃ ॥ ১২ ॥

সিজের ক্ষীর, যবক্ষার ও শত্রুব্যক্তির পাদধূলি এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া পাদলেপন করিলে সেই শত্রু খঞ্জ হইয়া থাকে ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদিমন্ত্রে এই কার্য্য করিবে ॥ ১২ ॥

তণ্ডুলীপিপ্পলীশিগ্রূমারণালেন পেষয়েৎ।
লেপে পানে খঞ্জনাশঃ শত্রূণাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৩ ॥

নটেশাক, পিপ্পলী ও শজিনা এই সকল দ্রব্য একত্র কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া পাদলেপন কিম্বা পান করিলে খঞ্জদোষ শান্তি হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণসর্পস্য রক্তেন নীলমক্ষিকপোতবিট্। বিষ্ঠাবিলেপয়েদ্ যস্য খঞ্জো ভবতি তৎক্ষণাৎ। তিলতৈলৈর্ব্বলাযুগ্মং পিষ্ট্বা লিপ্ত্বা সুখী ভবেৎ ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণসর্পের রক্ত, নীলমক্ষিকা, কপোতবিষ্ঠা ও শত্রুর বিষ্ঠা এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া যাহার পাদলেপন করা যায়, সেই ব্যক্তি খঞ্জ হইয়া থাকে। তিলতৈল ও বেড়েলা এই দুই দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া অনুলেপন করিলে উক্ত খঞ্জদোষ শান্তি হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

সর্ষপঞ্চ শিলা তালং রৌদ্রতৈলেন পাচয়েৎ। অভ্যঙ্গে পাদসঙ্কোচং স্বস্থস্তৈলাক্তরঞ্জনাৎ। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রশেখরায় উড্ডামরেশ্বরায় চলমালিনে স্বাহা ॥ ১৫ ॥

শ্বেতসর্ষপ, মনঃশিলা ও হরিতাল একত্র করিয়া কটুতৈলে পাক করিবে। এই তৈল গাত্রে মর্দ্দন করিলে পাদসঙ্কোচ হয় এবং কেবল-তৈল-মর্দ্দনে উক্তদোষ শান্তি হইয়া থাকে। ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্রে এই কার্য্য করিতে হইবে ॥ ১৫ ॥

রক্তেন কৃকলাসস্য সর্পস্য হরিতস্য বা। রঞ্জিতে লঙ্ঘিতে সূত্রে যোষিদ্রক্তং স্রবত্যলং। উল্লঙ্ঘনে পুনঃ স্বস্থো জায়তে বরযোষিতঃ ॥ ১৬ ॥

কৃকলাসের রক্ত ও হরিতসর্পের রক্তধারা সূত্র রঞ্জিত করিবে। যে নারী এই সূত্র লঙ্ঘন করে, তাহার অধিক রক্তস্রাব হইতে থাকে। এবং ঐ সূত্র পুনর্ব্বার উল্লঙ্ঘন করিলে উক্তদোষ শান্তি হয় ॥ ১৬ ॥

স্ত্রীমূত্রভূমৌ সার্দ্রায়াং নিখনেৎ কৃষ্ণবৃশ্চিকং।
বরাঙ্গে জায়তে দুঃখমুদ্ধৃতে তু পুনঃ সুখং ॥ ১৭ ॥

যে স্থানে স্ত্রীলোক প্রস্রাব করে, সেই স্থান আর্দ্র থাকিতে থাকিতে ঐ স্থানে একটী কৃষ্ণবৃশ্চিক পুঁতিয়া রাখিবে ইহাতে সেই স্ত্রীর বরাঙ্গে যন্ত্রণা হইয়া থাকে। ঐ বৃশ্চিক উদ্ধৃত করিয়া ফেলিলে যন্ত্রণা নিবারণ হয় ॥ ১৭ ॥

জম্বীরব্রধ্নং হস্তর্ক্ষে দত্তে স্ত্রী দুর্ভগা ভবেৎ। ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় অমুকং গৃহ্ন গৃহ্ন ঠঃ ঠঃ। উক্তযোগানাময়ং মন্ত্রঃ ॥ ১৮ ॥

জম্বীরবৃক্ষের মূল হস্তানক্ষত্রে উদ্ধৃত করিয়া কোন স্ত্রীর হস্তে প্রদান করিলে সেই স্ত্রী দুর্ভগা হয়। ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদিমন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সকল করিবে ॥ ১৮ ॥

ভৃঙ্গীমূলং সমুদ্ধৃত্য কৃষ্ণাষ্টম্যাঞ্চ চূর্ণয়েৎ। ভক্ষে পানে ক্ষিপেন্মূর্দ্ধ্নি জ্বরাতিসারকৃদ্ভবেৎ। রাজিকর্ণীয়মূলেন স্বাস্থ্যমুৎপদ্যতে পুনঃ ॥ ১৯ ॥

কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীতে ভৃঙ্গরাজের মূল উদ্ধৃত করিয়া কোন লোককে ভক্ষণ অথবা পান করাইলে কিম্বা মস্তকে নিক্ষেপ করিলে সেই লোকের জ্বরাতিসার হইয়া থাকে এবং অশ্বগন্ধার মূল ভক্ষণ করাইলে উক্তরোগ নিবারণ হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

মুণ্ডমাংসমূলকস্য সমঞ্চ খরকাকয়োঃ। সংগৃহ্য দাসমুচ্চার্য্য সোপবাসো জপেদমুং। জ্বরেণ দহ্যতে শত্রুরহোরাত্রে কৃতে জপে। শুচির্ভূত্বা সমাবিষ্টঃ সম্মুখং স্নানমাচরেৎ। আতুরস্য স্বয়ঞ্চৈব দেবাগ্রে জায়তে সুখী ॥ ২০ ॥

পেঁচক, গর্দ্দভ ও কাক ইহাদিগের মস্তক ও মাংস একত্র সংগ্রহ

করিয়া উপবাসী থাকিয়া মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপে এক দিনরাত্রি জপ করিলে শত্রুব্যক্তি জ্বররোগে দগ্ধ হইয়া থাকে। রোগী ও অভিচারকারী একত্রে দেবতার অগ্রে স্নান করিলে উক্ত দোষ শান্তি হইয়া থাকে॥ ২০॥

কলুলীবদনে ক্ষিপ্তং তাম্বূলং বৈরিণাং মুখাৎ। দন্তকাষ্ঠং চ বা তেষাং গোনসাং বদনে ক্ষিপেৎ। আস্যরোধো ভবেত্তস্য দুষ্টানাং দণ্ড ঈদৃশঃ॥ ২১॥

শত্রুর চর্ব্বিত তাম্বূল ও দন্তকাষ্ঠ আনিয়া সর্পের মুখে নিক্ষেপ করিলে সেই শত্রুর মুখরোধ হইয়া থাকে। এইরূপে দুষ্টব্যক্তিকে শাসিত করা যায়॥ ২১॥

কৃষ্ণসর্পমুখে ন্যস্তা শত্রূণাং মূত্রমৃত্তিকা।
বেষ্টয়েৎ কৃষ্ণসূত্রেণ মূত্ররোগেণ বাধ্যতে॥ ২২॥

শত্রুব্যক্তির মূত্রস্থানস্থ মৃত্তিকা আনিয়া কৃষ্ণসর্পের মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া ঐ মস্তক কৃষ্ণসূত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিবে। ইহাতে সেই শত্রুর মূত্ররোধ হয়॥ ২২॥

শ্বেতস্য করবীরস্য মূলং পুষ্পঞ্চ চূর্ণয়েৎ।
বিল্বমজ্জা তু তং ভক্ষে দত্তং স্যাচ্ছর্দ্দিকৃদ্রিপোঃ॥২৩॥

শ্বেতকরবীর মূল ও পুষ্প এবং ফল একত্র করিয়া কোন শত্রুকে ভক্ষণ করাইলে সেই শত্রুব্যক্তির ছর্দ্দিরোগ হইয়া থাকে॥ ২৩॥

ভাবয়েৎ পূগখণ্ডানি বজ্রীক্ষীরেণ সপ্তধা।
তাম্বূলে তস্য তদ্দত্তং তস্যোষ্ঠে শ্বেতকুষ্ঠকৃৎ॥ ২৪॥

একখণ্ড গুবাক লইয়া তাহা সিজের ক্ষীরে সপ্তবার ভাবনা দিবে, এই গুবাকখণ্ডের সহিত যাহাকে তাম্বূল ভক্ষণ করিতে দিবে সেই ব্যক্তির ওষ্ঠে শ্বেতকুষ্ঠ অর্থাৎ শ্বিত্রীরোগ জন্মিয়া থাকে॥ ২৪॥

তাম্বূলে ইন্দ্রগোপঞ্চ দত্ত্বাস্যে শ্বেতকুষ্ঠকৃৎ। প্রত্যায়নং যথাপূর্ব্বং ভক্ষ্যা বা সোমরাজিকা। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায়োড্ডামরেশ্বরায় অমুকং রোগেণ গৃহ্ণ গৃহ্ণ পচ পচ তাড়য় ক্লেদয় হুঁ ফট্ ঠঃ ঠঃ। উক্তযোগানাময়ং মন্ত্রঃ॥ ২৫॥

তাম্বূলের সহিত ইন্দ্রগোপকীট ভক্ষণ করাইলে মুখে শ্বিত্রীরোগ হইয়া থাকে। সোমরাজীবীজ ভক্ষণ করিয়া ছাগঘৃত ও গব্যঘৃতদ্বারা ধুপ দিলে উক্ত রোগ নিবৃত্তি হয়। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ইত্যাদিমন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া সকল করিবে॥ ২৫॥

অজা-গো-ঘৃতধূপেন সুখং সংজায়তে ধ্রুবং। ধুস্তূরবীজেন্দ্রযবং পারাবতমলং সমং। গ্রহাবেশকরো ধূপো বামানাং নাত্র সংশয়ঃ। ওঁ গৃহ্ণ গৃহ্ণ সুভগে ঠঃ ঠঃ। উক্তযোগানাময়ং মন্ত্রঃ॥ ২৬॥

ধুস্তূরবীজ, ইন্দ্রযব ও পারাবতের বিষ্ঠা সমভাগে লইয়া একত্রে ধুপ দিলে গ্রহাবেশ হয়। ইহাতে কোন সংশয় নাই। ওঁ গৃহ্ণ গৃহ্ণ সুভগে ঠঃ ঠঃ এই মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সকল করিতে হইবে॥ ২৬॥

লিখেন্নামাঙ্কিতং মন্ত্রং শ্মশানোদ্ধৃতভস্মনা। হস্তর্ক্ষে ত্র্যঙ্গুলং কীলং করবীরককাষ্ঠজং। নিখনেৎ কুম্ভকারস্য শালায়াং ভাণ্ডনাশকৃৎ। গোক্ষুরং শৃঙ্গবেরঞ্চ বীজং বা কোকিলাক্ষজং॥ ২৭॥

হস্তানক্ষত্রে একঅঙ্গুল পরিমিত করবীরকাষ্ঠ আনিয়া তাহাতে শ্মশানভস্মদ্বারা নামযুক্ত মন্ত্র লিখিয়া কুম্ভকারের গৃহে পুতিয়া রাখিবে। এইরূপ করিলে সেই কুম্ভকারের ভাণ্ড সকল বিনাশ হয়॥ ২৭॥

শূকরস্য মলং বাথ মূলং বা শ্বেতগুঞ্জকং।
পাকস্থানে তু ভাণ্ডানাং ক্ষিপ্ত্বা স্ফোটয়তে ধ্রুবং॥২৮॥

গোক্ষুর, শুণ্ঠী, কুলিয়াখারার বীজ, শূকরের মল ও শ্বেতগুঞ্জার মূল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া পাকস্থানে প্রোথিত করিয়া রাখিলে সেই পাকশালার পাকপাত্র সকল ফুটিয়া যায়॥ ২৮॥

লতাকরঞ্জবীজং বা টঙ্গনেন সহৈব তু। কৃত্বা ভাণ্ডং স্ফুটত্যেব উক্তানাং মন্ত্র উচ্যতে। ওঁ মদন মদন স্বাহা॥ ২৯॥

লতাকরঞ্জার বীজ সোহাগার সহিত পাকস্থানে পুতিয়া রাখিলে পাকপাত্র স্ফটিত হয়। ওঁ মদন মদন স্বাহা এই মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকল করিবে॥ ২৯॥

মধূককাষ্ঠকীলন্তু চিত্রায়াং চতুরঙ্গুলং।
নিখনেত্তৈলশালায়াং তৈলং তত্র বিনশ্যতি॥ ৩০॥

চতুরঙ্গুলপরিমিত মধুককাষ্ঠের কীলক তৈলকারকের গৃহে নিখনন করিয়া রাখিলে সেই গৃহের তৈল নষ্ট হইয়া যায়॥ ৩০॥

কোকিলাক্ষস্য বীজানি তৈলযন্ত্রস্য মধ্যতঃ। নিক্ষিপেত্তৈলভাণ্ডে বা ন তৈলং নিঃসরেত্ততঃ। ওঁ দহ দহ স্বাহা॥ ৩১॥

কুলিয়াখারার বীজ তৈলযন্ত্রে কিম্বা তৈলভাণ্ডে নিক্ষেপ করিলে সেই তৈলযন্ত্র হইতে তৈল নিঃসৃত হয় না। ওঁ দহ দহ স্বাহা এই মন্ত্রে উক্ত কার্য্য করিবে॥ ৩১॥

রজকস্থানমৃদ্ গ্রাহ্যা বজ্রাকারন্তু কারয়েৎ। পণ্যাগারেঽথবা ক্ষেত্রে ক্ষিপ্তং তত্র বিনশ্যতি। ওঁ নমো ভগবতে বজ্রিণে পাতয় বজ্রং সুরপতিরাজ্ঞাপয়তি হুঁ ফট্ স্বাহা॥ ৩২॥

রজকের কার্য্যস্থানের মৃত্তিকা আনিয়া তাহা বজ্রাকার করিবে এই বজ্র পণ্যাগারে ও ক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিলে পণ্যালয়স্থ ও সেই ক্ষেত্রস্থ

দ্রব্য সকল নষ্ট হইয়া যায়। ওঁ নমো ভগবতে বজ্রিণে ইত্যাদিমন্ত্রে উক্ত কার্য্য করিতে হইবে ॥ ৩২ ॥

যত্রেন্দ্রচাপ উত্তিষ্ঠেত্তত্র বল্মীকমৃত্তিকাং। আদায় কারয়েদ্বজ্রং ষট্কোণং দৃঢ়মদ্ভুতং। ক্ষেত্রমধ্যে ক্ষিপত্যেব শস্যনাশো ভবেদ্ ধ্রুবং। সুরাভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য তদ্ভাণ্ডঞ্চ বিনশ্যতি। ওঁ নমো ভগবতে বজ্রকিরণে বজ্রং পাতয় পাতয় এহ্যেহি ভগবান্ সুরপতিরাজ্ঞাপয়তি স্বাহা ॥ ৩৩ ॥

যে দিকে ইন্দ্রধনু উদিত হয়, সেই দিকের বল্মীকমৃত্তিকা আনিয়া ষট্কোণ, দৃঢ় ও অদ্ভুত বজ্রনির্ম্মাণ করিবে। এই বজ্র ক্ষেত্রমধ্যে নিক্ষেপ করিলে ক্ষেত্রস্থ শস্য নষ্ট হয় এবং সুরাভাণ্ডে নিক্ষেপ করিলে সেই ভাণ্ড স্ফুটিত হইয়া যায়। ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদিমন্ত্রে এই কার্য্য করিবে ॥ ৩৩ ॥

গন্ধকং চূর্ণিতং ক্ষেপ্যং জলকুল্যাস্তু তেন বৈ।
নাশয়েৎ সর্ব্বশাকানি সেকাদুপবনানি চ ॥ ৩৪ ॥

গন্ধকচূর্ণ করিয়া জলপূর্ণপাত্রে নিক্ষেপ করিবে, পরে এই জলদ্বারা সেক করিলে শাক ও উপবন সকল নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৩৪ ॥

বালুকাং শ্বেতসিদ্ধার্থান্ প্রক্ষিপেৎ ক্ষেত্রমধ্যতঃ। শলভাঃ সরসাঃ কীটা বরাহা মৃগমূষিকাঃ। শশকাস্তত্র নায়ান্তি মন্ত্রবিদ্যা-প্রভাবতঃ। ওঁ নমো সুরেহোবলজ্ঞঃ পরি পরিশিলি স্বাহা। ওঁ নমঃ সুরাসুরাণাং নমস্কৃতং ইমাং বিদ্যাং প্রযোজয়েৎ। বিদ্যাং প্রযোজয়েদিমাং বিদ্যা মে সিদ্ধতে শিবা ॥ ৩৫ ॥

বালুকা ও শ্বেতসর্ষপ একত্র করিয়া ক্ষেত্রমধ্যে নিক্ষেপ করিলে সেই ক্ষেত্রে পতঙ্গ, কীট, শূকর, মৃগ, শশক ও মূষিক আগমন করিতে পারে না। ওঁ নমঃ সুরেহোবলজ্ঞইত্যাদিমন্ত্রে এই কার্য্য করিবে ॥ ৩৫ ॥

জম্বূকানাং মূষিকানাং মৃগাণাং বকানাং শশকানামন্যেষাং প্রাণিনাং তুষ্টবন্ধং করোতি। আর্দ্রপার্ণৌ কৃতমস্য তেন পানেন লিপ্যতে। যদি মন্ত্রো ন ব্যতিক্রমেতি স্বাহা। এতন্মন্ত্রদ্বয়েন বালুকাভিঃ সহ শ্বেতসর্ষপান্ সপ্তবারমভিমন্ত্র্য ক্ষেত্রমধ্যে নিক্ষিপেৎ। সর্ব্বোপদ্রবা নশ্যন্তি ॥ ৩৬ ॥

ওঁ জম্বূকানাং মূষিকানাং ইত্যাদি এবং ওঁ আর্দ্রপার্ণৌ কৃতমস্য ইত্যাদি এই দুই মন্ত্রে বালুকা ও শ্বেতসর্ষপ সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া ক্ষেত্রমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। ইহাতে ক্ষেত্রের উপদ্রবসকল বিনাশ পায়। এই মন্ত্র-প্রভাবে মূষিক, জম্বূক ও কীট ইহাদের মুখবন্ধন হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

মূষজম্বূককীটানাং কুরুতে তুণ্ডবন্ধনং। বিদ্যামঙ্গদনাথস্য মন্ত্রং বা ভৈরবস্য চ। ওঁ নমো জগন্নাথায় হর হর শিলি সর্ব্বেষাং ত্বং প্রাণিনাং তুণ্ডবন্ধনং কুরু কুরু মূকমূষককীটপতঙ্গাদি প্রাণিনাং তুণ্ডবন্ধনং কুরু কুরু হুঁ ফট্ স্বাহা অনেন মন্ত্রেণ যবং সপ্তবারাভিমন্ত্রিতং বাটিকামধ্যে নিক্ষিপ্য পুষ্পং ফলং সমস্তং নিরুপদ্রবং ভবতি ॥ ৩৭ ॥

ওঁ নমো জগন্নাথায় ইত্যাদিমন্ত্রে সপ্তবার যব অভিমন্ত্রিত করিয়া বাটীকামধ্যে নিক্ষেপ করিবে। ইহাতে তদ্বাটীস্থিত ফলপুষ্পাদি সকল নিরুপদ্রব হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

ষণ্ডীকরণং।

নরো মূত্রয়তে যত্র কৃষ্ণবৃশ্চিককণ্টকং।
নিখনেজ্জায়তে ষণ্ড উদ্ধৃতে চ পুনঃ সুখী ॥ ১ ॥

অনন্তর ষণ্ডীকরণ-প্রক্রিয়া কথিত হইতেছে। মনুষ্য যে স্থানে প্রস্রাব করে, সেই স্থানে কৃষ্ণবৃশ্চিকের কণ্টক প্রোথিত করিয়া রাখিবে, ইহাতে সেই মনুষ্য ষণ্ড অর্থাৎ ক্লীব হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

অজামূত্রেণ সংভাব্যা নিশা ষড়্বিন্দুচূর্ণকং।
পানাসনপ্রয়োগেন ষণ্ডত্বং জায়তে নৃণাং ॥ ২ ॥

হরিদ্রা ও ষড়্বিন্দু নামক কীট একত্র চূর্ণ করিয়া ছাগমূত্রে ভাবনা দিবে। এই চূর্ণ যাহাকে পান করাইবে কিম্বা যাহার আসনের নিম্নে নিক্ষেপ করিবে, সেই ব্যক্তি ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ২ ॥

তিলগোক্ষুরয়োশ্চূর্ণং ছাগী-দুগ্ধেন পাচিতং।
শীলিতং মধুনা যুক্তং পিবেৎ ষণ্ডত্বশান্তয়ে ॥ ৩ ॥

তিল ও গোক্ষুর চূর্ণ করিয়া দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত ভক্ষণ করিবে। ইহাতে পূর্ব্বকৃত ক্লীবত্বদোষ শান্তি হয় ॥ ৩ ॥

জলৌকাদগ্ধচূর্ণস্তু নবনীতেন ভক্ষিতঃ। যাবজ্জীবং ন সন্দেহো যূনাং ষণ্ডত্বকারকং। ধুস্তূর-পুষ্পভক্ষেণ পুনঃ সম্পদ্যতে সুখং ॥ ৪ ॥

জলৌকা অর্থাৎ জোঁক দগ্ধ করিয়া তাহা চূর্ণ করিবে সেই চূর্ণ নবনীতের সহিত ভক্ষণ করিলে যুবাব্যক্তিও যাবজ্জীবন ক্লীব হইয়া থাকে। ধুস্তূর বীজ ভক্ষণ করিলে এই দোষ শান্তি হইয়া রোগী সুখলাভ করে ॥ ৪

অমায়াস্তু রবৌ গ্রাহ্যং করঞ্জস্য তু মূলকং।
সগুড়ং ভক্ষণাৎ সদ্যঃ ষণ্ডত্বং জায়তে নৃণাং ॥ ৫ ॥

রবিবার অমাবস্যা তিথিতে করঞ্জবৃক্ষের মূল উত্তোলন করিয়া গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ মনুষ্যের ক্লীবত্ব হয় ॥ ৫ ॥

বৃষীবৃষাণাং সংগ্রাহ্যমন্তরীক্ষেণ গোময়ং। সাধ্যস্য প্রতিমা তেন কৃত্বাণ্ডে তস্য ষণ্ডয়েৎ। তৎক্ষণাজ্জায়তে ষণ্ডো মন্ত্রেণানেন মন্ত্রিতং। ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরে-

খরায় কামপ্রচণ্ডায় হন হন বৈনতেয়মুখেন খণ্ডয় খণ্ডয় স্বাহা। অয়ং মন্ত্রঃ সর্ব্বষণ্ডীকরণে প্রযোজ্যঃ ॥ ৬ ॥

যৎকালে বৃষ ও গাভী গোময় পরিত্যাগ করে, তৎকালে ঐ গোময় মৃত্তিকাস্পর্শ না হয় এইরূপে ঐ বৃষ ও গাভীর গোময় গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা অভিলষিতব্যক্তির প্রতিমা প্রস্তুত করিবে। তৎপরে যেরূপে বৃষকে ক্লীব করিয়া থাকে, ঐ প্রকারে উক্ত প্রতিমাকে ক্লীব করিবে। ইহাতে তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তি ক্লীব হইয়া থাকে ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদিমন্ত্রে এই কার্য্য করিতে হইবে ॥ ৬ ॥

নক্ষত্রে হ্যনুরাধায়াং লাঙ্গলী-মূলমুদ্ধরেৎ। নিশামূত্র-স্থলে পুংসো নিখনেৎ ষণ্ডতাং ব্রজেৎ। সমুদ্ধৃত্য পুনঃ স্বাস্থ্যং পূর্ব্বমন্ত্রেণ যোজয়েৎ ॥ ৭ ॥

অনুরাধানক্ষত্রে লাঙ্গলীর মূল উত্তোলন করিয়া রাখিবে। কোন পুরুষ রাত্রিকালে যেস্থানে প্রস্রাব করে সেই স্থানে ঐ মূল পুতিয়া রাখিবে। ইহাতে সেই পুরুষ ক্লীব হইয়া থাকে। ঐ মূল উদ্ধৃত করিয়া ফেলিলে ঐ দোষ শান্তি হয় ॥ ৭ ॥

অথ—বন্ধনং

তচ্চৈলং চন্দনং ক্ষীরৈঃ ক্ষাল্যমর্থো ভবেৎ *। যন্ত্রে মন্ত্রাদিতন্ত্রেণ যুক্তিবিদ্যেন সসিদ্ধো মন্ত্র উচ্যতে। সপ্তাভি-মন্ত্রিতং তোয়ং শুদ্ধং প্রাতঃ পিবেন্নরঃ। তস্য শত্রুকৃতো দোষঃ শত্রুরেব ভবিষ্যতি। ওঁ বজ্রমুষ্টি বজ্রপাটরজবন্ধো দশমে দ্বারবজ্রপাণীয়াং যৌ চাগেড়াদ্রনীড়াকিনী তুচ্ছ বপুসগে মন্ত্রজপৌ শত্রুভয়ৌ ডাকিনডাকিনীভাবে জাতে জীবভাবে করে তীয়ণাকং রণে পান করবে ভু আকাস্থেম্ন করে হুতাতি স্ফে মস্তকু প টে হুঁ মে সিদ্ধিগুরুপা শ্রীমহাদেবকী আজ্ঞা। ওঁ রক্তজটে রক্তপাটন হন খিনী রক্তধানন অষ্টমারন্নু বাতসিঙ্গ খণ্ডন্তি শ্রী.গোচরথহারাথ্যা দেব আপ্রথ আহথ বিজ্ঞান বিজ্ঞান করে এতে বিজ্ঞা-মুখিনো লগে গাজে মুহি করে বাহুড়িতি সাকমস্ত কুপাত্র হু মৈ সিদ্ধিগুরুপান্নু শ্রী.গুরুকা আজ্ঞা। হহহলু পানী-মলে হলে পৈসৈচতুর্দ্দশ ভবনে ভেদ্ধুবিনঃ শোদশমদ্বারু-বিরুপালকী পাশরি বন্ধৌ বন্ধৌ একরঃ মৈকী ন হি ঠেসাতুহংসি সিদ্ধি বিরূপাক্ষকী আজ্ঞা। ওঁ রক্তজটা রক্ত-পুটা রক্তপুরসো তু উলটং তাহেটুবাটুবোলটং তিয়ে মুহি-করন্তি চ বাদকী আজ্ঞা পরে মে সিদ্ধিগুয়ায়ী।

ওঁ রক্তজটা রক্তপটা রক্তহেতন বিন্দুপূর্ব্ব হোতি চণ্ডমায়ুঃ মুখরোগী চখু নহিয়ে মুজুকরে বেটতিস্ব, উস্ফু-ন্দুবে হুহুঁ শ্রীদেবকী আজ্ঞা। ওঁ বসুমতী আধিতে অমা-বাস্যা মঙ্গলবারে লাইলোহো চাপৌ উপকুচাপৌ আপা-হবতী স ঘটী কোলো করৈমৈ হুহখত সবমৈরথতে মৈসিদ্ধি বসুমতীমাই আজ্ঞা। ওঁ পায়ুরাখে পাণালকী দেবীজং ধারাখেদিনী শ্রীগং টীতানি ভুবন আখুং জুগবন-চ্ছুটে গ্রন্থে গুরু শ্রীভৈরবী আজ্ঞা। ইতি শিখাবন্ধনং ॥১॥

সিদ্ধনাগার্জ্জুনোক্ত যে সকল প্রক্রিয়া কথিত হইল, সেই সকল কার্য্য করিতে ওঁ বজ্রমুষ্টি ইত্যাদি মন্ত্রসমূহে শিখাবন্ধন করিয়া কার্য্য করিতে হইবে ॥ ১ ॥

অথ গৃহক্লেশ-নিবারণং।

তক্রপিষ্টেন তালেন ক্ষিপেৎ পুত্তলিকাকৃতাং।
তামাঘ্রায় গৃহাদ্ যান্তি মক্ষিকা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১ ॥

অনন্তর মূষিকমক্ষিকাদি গৃহক্লেশ নিবারণ-প্রক্রিয়া কথিত হইতেছে। তক্রের সহিত হরিতাল পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা একটি মক্ষিকার পুত্তলী প্রস্তুত করিবে, এই পুত্তলী গৃহে নিক্ষেপ করিলে সেই পুত্তলিকার ঘ্রাণে গৃহ হইতে মক্ষিকাসকল পলায়ন করে ॥ ১ ॥

গুড়ার্কদুগ্ধগুঞ্জা চ তিলচূর্ণসমন্বিতং।
অর্কপত্রেষু বিন্যস্তং মূষিকং হরতে গৃহে ॥ ২ ॥

গুড়, আকন্দের ক্ষীর, গুঞ্জা ও তিলচূর্ণ এই সকল একত্র করিয়া আকন্দপত্রে সংস্থাপনপূর্ব্বক গৃহমধ্যে রাখিবে। ইহাতে সেই গৃহের মূষিকসকল বিনাশ পাইয়া থাকে ॥ ২ ॥

ধুস্তুরবীজচূর্ণঞ্চ বিষঞ্চ পেষিতং তিলং। তৈরেব বিষপাষাণং মীনতৈলেন পেষিতং। বটিকা স্থাপয়েদ্গেহে জলং রাত্রৌ নিরুন্ধয়েৎ। ভক্ষণাৎ পঞ্চতাং যান্তি তৃষ্ণার্ত্তা মূষিকা ধ্রুবং ॥ ৩ ॥

ধুস্তুরবীজচূর্ণ, বিষ, তিল, বিষপাষাণ ও মীনতৈল এই সকল দ্রব্য একত্রে পেষণ করিয়া বটিকা করিবে। এই বটিকা গৃহমধ্যে স্থাপন করিয়া গৃহাস্থিত জলপাত্র সকল আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। এই বটিকা ভক্ষণ করিয়া ইন্দুরসকল তৃষার্ত্ত হইয়া মরিয়া যায় ॥ ৩ ॥

তালকং ছাগবিণ্মূত্রং পলাণ্ডু সহ পেষিতং। আলিপ্য মূষিকং তেন সজীবন্তু বিসর্জ্জয়েৎ। তদ্দৃষ্ট্বৈব গৃহং ত্যক্ত্বা পলায়ন্তে হি মূষিকাঃ ॥ ৪ ॥

হরিতাল, ছাগমূত্র, ছাগবিষ্ঠা ও পলাণ্ডু এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া একটী সজীব ইন্দুরের গাত্রে ম্রক্ষণ করত গৃহে ছাড়িয়া দিবে; এই মূষিক দর্শন করিলে অন্যান্য মূষিক তৎক্ষণাৎ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে ॥ ৪ ॥

মার্জ্জারস্য মলং তালং পিষ্ট্বা মূষকমালিপেৎ।
তামাদায় গৃহং ত্যক্ত্বা সদ্যো নির্যান্তি মূষিকাঃ ॥ ৫ ॥

বিড়ালের বিষ্ঠা ও হরিতাল, একত্রে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা ইন্দুরের

গাত্রলেপনপূর্ব্বক তাহাকে ছাড়িয়া দিবে। এই ইন্দুরকে দেখিলে তৎক্ষণাৎ অন্যান্য ইন্দুর পলায়ন করে ॥ ৫ ॥

গন্ধকং হরিতালঞ্চ ব্রাহ্মীত্রিকটুকং সমং।
রবৌ নৃমূত্রে তৎ পিষ্ট্বা লিপ্তে মূষে তু পূর্ব্ববৎ ॥৬॥

গন্ধক, হরিতাল, ব্রহ্মীগুল্ম, ত্রিকটু অর্থাৎ মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া, রবিবারে মনুষ্যমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া ইন্দুরের গাত্রলেপন করিলে পূর্ব্ববৎ ইন্দুর পলায়ন করে ॥ ৬ ॥

মঘায়াং ব্রধ্নকং ক্ষেত্রে স্থাপয়েন্মধুকোদ্ভবং।
পক্ষিণাং মূষিকাণাঞ্চ জায়তে তুণ্ডবন্ধনং ॥ ৭ ॥

মঘানক্ষত্রে মধুকবৃক্ষের মূল উত্তোলন করিয়া ক্ষেত্রমধ্যে স্থাপন করিবে। ইহাতে পক্ষী ও মূষিকদিগের তুণ্ডবন্ধন হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

মূষিকাকর্ষকং যাবৎ সাম্বরীগুড়তৈলতঃ। কুলীরবসয়া চূর্ণং কৃতং তস্যৈব কর্পটে। দীপো মৎকুনসংঘাতং রাত্রৌ বা কর্ষয়েদ্ ধ্রুবং ॥ ৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত মূষিকাকর্ষণ দ্রব্য, সাম্বরীলবণ, গুড়, তৈল ও কর্কটের বসা এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া বস্ত্রখণ্ডে মাথাইয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তিদ্বারা রাত্রিতে দীপ প্রজ্বালিত করিলে উকুন ও ছারপোকা সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

কট্যাং কুম্ভীজটাং বদ্ধা শয়নাদ্ যান্তি মৎকুনাঃ। রোহীষতৃণপুষ্পাণি বহ্নিমধ্যে নিবেশয়েৎ। তদ্দীপদর্শনাদেব ক্ষিপ্রং নশ্যন্তি মৎকুনাঃ ॥ ৯ ॥

পানার মূল কটীতে বন্ধন করিয়া রাত্রিতে শয়ন করিয়া থাকিলে ছারপোকা নষ্ট হয়। এবং রোহীষতৃণ ও পুষ্প অগ্নিতে দগ্ধ করিলে সেই আলোক দর্শনমাত্র উকুন ও ছারপোকাপ্রভৃতি বিনাশ পায় ॥ ৯ ॥

অর্কতূলময়ীং বর্ত্তিং ভাবয়েদ্ যাবকেন চ।
দীপ্তং তৎ কটুতৈলেন নিঃশেষা যান্তি মৎকুনাঃ ॥১০॥

আকন্দের তুলাদ্বারা বর্ত্তিপ্রস্তুত করিয়া যাবকে ভাবনা দিয়া কটুতৈলে দীপ প্রজ্বালিত করিবে, এই দীপদর্শনে উকুন ও ছারপোকা নষ্ট হইয়া যায় ॥ ১০ ॥

অর্জ্জুনস্য ফলং পুষ্পং লাক্ষা শ্রীবাসগুগ্গুলুঃ শ্বেতাপরাজিতামূলং ভল্লাতকবিকঙ্কতং। ধূপঃ সর্জ্জরসোপেতঃ প্রদেয়ো গৃহমধ্যতঃ। সর্পাশ্চ মৎকুনা মূষা গন্ধাদ্ যান্তি দিশো দশ ॥ ১১ ॥

অর্জ্জুনবৃক্ষের ফল ও পুষ্প,, লাক্ষা, রক্তচন্দন, গুগ্গুল, শ্বেতাপরাজিতার মূল, ভল্লাতক, বইচকাষ্ঠ ও ধুনা এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া গৃহমধ্যে ধূপদিলে তাহার গন্ধে সর্প, উকুন, ছারপোকা ও মূষিক ইতস্তত পলায়ন করিয়া যায় ॥ ১১ ॥

গুড়শ্রীবাসভল্লাতবিড়ঙ্গত্রিফলাযুতং। লাক্ষারসোঽর্কপত্রঞ্চ ধূপে মশকমৎকুনান্। নাশয়েন্নাত্র সন্দেহঃ সর্পমূষকবৃশ্চিকান্ ॥ ১২ ॥

গুড়, কুন্দুরখোটি, ভেলা, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, লাক্ষা এবং আকন্দপত্র, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ধূপ দিলে মশক, উকুন, ছারপোকা, সর্প, মূষিক ও বৃশ্চিক বিনাশ পায় ॥ ১২ ॥

মুস্তসিদ্ধার্থভল্লাতকপিকচ্ছুফলং গুড়ঃ। চূর্ণং ভানুফলোপেতং বহেৎ সর্জ্জরসান্বিতং। মৎকুনামশকাঃ সর্পা মূষকা বিষকীটকাঃ। পলায়ন্তি গৃহং ত্যক্ত্বা যথা যুদ্ধেষু কাতরা। রাজবৃক্ষফলং বদ্ধা খট্টায়াং মৎকুনাপহং ॥১৩॥

মুথা, শ্বেতসর্ষপ, ভেলা, আলকুশীফল, গুড়, আকন্দফলের চূর্ণ, ও ধূনা এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া গৃহমধ্যে দগ্ধ করিয়া ধূপ দিলে উকুন, ছারপোকা, মশক, সর্প, মূষিক ও অন্যান্য বিষকীট গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে এবং শোনালুবৃক্ষের ফল খট্টাতে বন্ধন করিয়া রাখিলে ছারপোকা নষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৩ ॥

লাক্ষা সর্জ্জরসোশীরসর্ষপাঃ পত্রকং পুরং। ভল্লাতকবিড়ঙ্গানি রেণুকং পুষ্করং তথা। অর্জ্জুনস্য তু পুষ্পাণি সমচূর্ণান্ প্রলেপয়েৎ। সর্পকীটকলূতানি পলায়ন্তি ন সংশয়ঃ। দর্দ্দুরান্ মশকং হন্তি ধূপাদ্বা গৃহধারণাৎ ॥১৪॥

ইতি সিদ্ধনাগার্জ্জনবিরচিতে কক্ষপুটে একাদশপটলঃ ॥

লাক্ষা, ধুনা, বেণার মূল, শ্বেতসর্ষপ, তেজপত্র, গুগ্গুল, ভেলা, বিড়ঙ্গ, রেণুকা, কুড় এবং অর্জ্জুনবৃক্ষের পুষ্প, এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া একত্র চূর্ণ করিয়া গৃহে লেপন করিলে সর্প, কীট ও লূতাপ্রভৃতি বিষকীট পলায়ন করে এবং ঐ সকল দ্রব্যের ধূপ দিলে ভেক ও মশকসকল বিনাশ পায় ॥ ১৪ ॥

অথ কৌতুকং।

নাসারন্ধ্রদ্বয়ং লিপ্ত্বা গোঘৃতেন ততো মুখে।
ক্ষিপেদ্বিম্বীফলং যস্য কুযোগৈর্ন স বাধ্যতে ॥ ১ ॥

নাসারন্ধ্রদ্বয় গোঘৃতদ্বারা লেপন করিয়া মুখে বিম্বফল ধারণ করিলে কোন কুযোগে তাহার বাধা জন্মাইতে পারে না ॥ ১ ॥

তগরাঞ্জিতনেত্রো বা তগরেণাথ ধূপিতঃ। পূর্ব্বং রক্ষাবিধিং কৃত্বা পশ্চাৎ কৌতুকমাবহেৎ। বিনা রক্ষাবিধানেন যঃ করোতি স সীদতি ॥ ২ ॥

তগরকাষ্ঠদ্বারা চক্ষু অঞ্জিত ও তগরকাষ্ঠদ্বারা ধূপিত করিয়া রক্ষাবিধানপূর্ব্বক কৌতুক প্রদর্শনাদি যাবতীয় কার্য্য করিবে, যে ব্যক্তি রক্ষা বিধান না করিয়া কার্য্য করে সে স্বয়ং বিপদে পতিত হয় ॥ ২ ॥

শ্মশানতরুমূলেন কীটোৎপাতাঙ্গুলীয়কং। মৃতনির্ম্মাল্য-

সংযুক্তং রক্তসূত্রেণ বেষ্টয়েৎ। তেন নিঃশেষলোকস্য জায়তে দৃষ্টিবন্ধনং ॥ ৩ ॥

শ্মশানজাত বৃক্ষের মূল মৃতনির্ম্মল্য অর্থাৎ মৃতব্যক্তির নখ, চুল, ও বস্ত্রাদি এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া রক্তসূত্রদ্বারা বেষ্টন করিবে। ইহাতে অভিলষিত ব্যক্তির দৃষ্টি বন্ধন করা যায় ॥ ৩ ॥

ঘূণতালকপঞ্চাঙ্গং কণকেন যুতাঽথবা। মুদ্রিকা সর্ব্বলোকস্য পাণৌস্থা দৃষ্টিবন্ধকৃৎ। স্বপাদে ধারয়েদেনাং পশ্চাৎ সিদ্ধতি কৌতুকং ॥ ৪ ॥

ঘূণকীট ও হরিতাল স্বর্ণ মধ্যগত করিয়া মুদ্রা প্রস্তুত করিবে। এই মুদ্রা হস্তে স্থাপন করিলে দৃষ্টিবন্ধন হইয়া থাকে। এই মুদ্রা স্বীয়পাদের অধোভাগে ধারণ করিলে সমস্ত কৌতুক সিদ্ধ হয় ॥ ৪ ॥

ভৌমপুষ্যে তু সংগৃহ্য কৃকলাসং মনোহরং। স্থাপয়েন্নবভাণ্ডে তু রক্তপুষ্পৈশ্চ পূজয়েৎ। ধূপদীপাক্ষতৈর্গন্ধৈর্নৈবেদ্যং মন্ত্রসংযুতং। বামহস্তকনিষ্ঠায়াং স্বস্য রক্তেন সেচয়েৎ। সপ্তাহং পূজয়েদেবং শস্তঃ স্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু। ওঁ অঙ্কোলায় ওঁ রঃ ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা। অনেন মন্ত্রেণ পূজাকালে শতমষ্টোত্তরং জপেৎ। তেন সর্ব্বসিদ্ধিকরং ভবেৎ ॥ ৫ ॥

মঙ্গলবার পুষ্যানক্ষত্রে একটি কৃকলাস আনিয়া তাহা নূতনভাণ্ডে সংস্থাপনপূর্ব্বক রক্তপুষ্প, ধূপ দীপ, ও নৈবেদ্যদ্বারা মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক পূজা করিবে। তৎপরে বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর রক্তদ্বারা সেচন করাইবে। এই প্রকারে সপ্তাহপর্য্যন্ত পূজাদি করিয়া রাখিবে। এই কৃকলাস সর্ব্বকার্য্যে প্রশস্ত। ওঁ অঙ্কোলায় ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিবে এবং পূজা কালে এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশত জপ করিতে হইবে। এই প্রক্রিয়াতে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপ কৃকলাসদ্বারা নিম্নলিখিত কার্য্যসকল করিতে হইবে ॥ ৫ ॥

তং মৃতং ছায়য়া শুষ্কং চূর্ণয়িত্বা কটিং লিপেৎ।
সবস্ত্রমপি তং লোকা লগ্নমালোকয়ন্তি হি ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত কৃকলাস মারিয়া তাহা ছায়াতে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ কটীতে লেপন করিলে সবস্ত্রব্যক্তিকে নগ্ন দেখা যায় ॥ ৬ ॥

তচ্চূর্ণং তালপত্রস্থ লেপিতং সর্পসম্ভবং।
নাগবল্লীদলং লিপ্তং ভূমৌ ক্ষিপ্তং সমুৎপতেৎ ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বোক্তরূপে কৃকলাস চূর্ণ পানের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া তালপত্রে লেপন করিবে। পরে এই তালপত্র মৃত্তিকাতে নিক্ষেপ করিলে উহা তৎক্ষণাৎ সর্পবৎ উৎপতিত হয় ॥ ৭ ॥

তচ্চূর্ণং কৌমুদং কন্দং নাগবল্লীদলান্বিতং।
পেষয়িত্বা লিপেদ্ভাণ্ডং তদ্ভাণ্ডে ন বিশেজ্জলং ॥ ৮ ॥

পূর্ব্বরূপ কৃকলাসচূর্ণ, কুমুদমূল ও পানপত্র একত্রে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা কোন ভাণ্ড লেপন করিলে সেই ভাণ্ডে জল প্রবেশ করিতে পারে না ॥ ৮ ॥

ময়ূরস্তু শিলাতালং ভোজয়িত্বাহসপ্তকং।
তদ্বিষ্ঠালিপ্তহস্তশ্চাদৃশ্যং শক্রোপি নেক্ষতে ॥ ৯ ॥

একটি ময়ূরকে সপ্তাহপর্য্যন্ত মনঃশিলা ও হরিতাল ভোজন করাইয়া সেই ময়ূরের বিষ্ঠাদ্বারা হস্তলেপন করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ কার্য্য করে, সে সকলের অদৃশ্য হইতে পারে ॥ ৯ ॥

সপ্তাহং তিলতৈলেন ভাবয়েদাতপে খরে। অঙ্কোলবীজচূর্ণন্তু শোষ্যং পেষ্যং পুনঃ পুনঃ। তত্তৈলং গ্রাহয়েচ্চৈব তৈলকারস্য যন্ত্রতঃ। অথবা কাংশ্যপাত্রে হি তেন কল্কেন লেপয়েৎ। উত্থাপ্য স্থাপয়েদ্ ঘর্ম্মে সম্মুখস্তু পরস্পরং। তয়োরধঃ কাংশ্যপাত্রে পতিতং তৈলমাহরেৎ। ইদমেবাঙ্কুলীতৈলং সর্ব্বযোগেষু যোজয়েৎ ॥ ১০ ॥

আকোড়ফলের চূর্ণ সপ্তাহ পর্য্যন্ত তিলতৈলে ভাবনা দিয়া প্রখর রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, এইরূপে পুনঃ পুনঃ পেষণ ও রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পরে ঐ চূর্ণ তৈলকারের যন্ত্রে নিক্ষেপ করিয়া তৈল গ্রহণ করিবে অথবা ঐ চূর্ণদ্বারা কাংশ্যপাত্র লেপন করিয়া অন্য একখানা কাংশ্যপাত্রদ্বারা উহা আচ্ছাদন করিয়া বিপরীতভাবে রৌদ্রে স্থাপন করিবে, ইহাতে নিম্নস্থ কাংশ্যপাত্রে যে তৈল পতিত হয় সেই তৈল গ্রহণ করিয়া রাখিবে। ইহার নাম অঙ্কুলীতৈল, এই তৈল সর্ব্বকার্য্যে প্রয়োগ করিবে ॥ ১০ ॥

লিপ্তমঙ্কূলীতৈলেন মুণ্ডিতং তৎক্ষণাচ্ছিরঃ।
পূর্ব্ববৎ পূর্য্যতে কেশৈঃ সদ্য এব ন সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥

মস্তক মুণ্ডন করিয়া তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বকৃত অঙ্কুলীতৈল লেপন করিবে। ইহাতে তৎক্ষণাৎ সেই মস্তকে পূর্ব্ববৎ কেশ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

তত্তৈললিপ্তমাম্রাণ্ডং শোষিতং নিখনেৎ ক্ষণাৎ।
সফলো জায়তে বৃক্ষস্তৎক্ষণান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বকৃত অঙ্কুলীতৈলদ্বারা একটি আমের আঠি লেপন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পরে এই আমের আঠি মৃত্তিকাতে পুতিয়া রাখিলে তৎক্ষণাৎ সেই আঠি হইতে সফলবৃক্ষ উৎপন্ন হয় ॥ ১২ ॥

পদ্মিনীবীজচূর্ণন্তু ভাব্যমঙ্কুলতৈলতঃ ॥
ন্যস্তং জলে মহাশ্চর্য্যং তৎক্ষণাৎ কমলোদ্ভবঃ ॥ ১৩ ॥

পদ্মবীজ চূর্ণ করিয়া তাহা পূর্ব্বকৃত অঙ্কুলীতৈলদ্বারা ভাবনা দিয়া জলে সংস্থাপন করিবে, ইহাতে তৎক্ষণাৎ পদ্মবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া কমল প্রস্ফুটিত হয় ॥ ১৩ ॥

বীজং নীলোৎপলোদ্ভূতং সিক্তমঙ্কুলতৈলতঃ।
ন্যস্তং জলে মহাশ্চর্য্যং তৎক্ষণাৎ পুষ্পসম্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

নীলোৎপলের বীজ অঙ্কুলীতৈলে সেক করিয়া জলে নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ নীলোৎপল প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

যানি কানি চ বীজানি জলজস্থলজানি চ।
অঙ্কুলীতৈললিপ্তানি ক্ষণাত্তান্যুদ্ভবন্তি বৈ॥ ১৫॥

জলজ কিম্বা স্থলজ যে কোন বৃক্ষের বীজ আনিয়া তাহা অঙ্কুলীতৈলে সেক করিয়া নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ সেই বীজ হইতে বৃক্ষ ও ফল উৎপন্ন হয়॥ ১৫॥

যৎকিঞ্চিদ্ধাতুমূলস্থ পত্রপুষ্পফলাদিকঃ।
অঙ্কুলীতৈললিপ্তং তদনুরূপং ভবিষ্যতি॥ ১৬॥

যে কোন ধাতু, মূল, প্রস্তর, পত্র, পুষ্প ও ফলাদি অঙ্কুলীতৈলে সেক করিলে তদনুরূপ ধাতুমূলাদি হইয়া থাকে॥ ১৬॥

ছত্রাক্ষমঙ্কুলীতৈলং ত্বক্ পত্রং শিশিরং জলং। তালকং সর্পনির্ম্মোকং শিখি-পিত্তেন সংযুতং। রবৌ কন্যকয়া পিষ্টং ছায়াশুষ্কং বটী কৃতা। তয়া কুমুদনালস্য স্পর্শাৎ সর্পাকৃতির্ভবেৎ॥ ১৭।

মৌরী, বহেড়া, অঙ্কুলীতৈল, দারুচিনি, তেজপত্র, শিশিরজল, হরিতাল এবং সর্পের খোলস এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া রবিবারে কন্যাহস্তে পেষণ করিয়া ছায়াতে শুষ্ককরতঃ বটিকা করিবে। এই বটিকা কুমুদনালে স্পর্শ করিবামাত্র ঐ নাল সর্পাকৃতি হয়॥ ১৭॥

বটিকাস্পর্শমাত্রেণ মৃত্তিকা লৌহবদ্ভবেৎ। তাম্রভাণ্ডানি সর্ব্বাণি তয়া লিপ্তানি হেমবৎ। দৃশ্যতে তপ্ততোয়েন ক্ষালিতানি সুতাভ্রবৎ॥ ১৮॥

পূর্ব্বকৃত বটিকা মৃত্তিকাতে স্পর্শ করাইলে সেই মৃত্তিকা লৌহবৎ হয়। তাম্রভাণ্ডে লেপন করিলে সেই তাম্রপাত্র স্বর্ণবৎ হইয়া থাকে এবং ঐ তাম্রপাত্র তপ্তজলে ধৌত করিলে তাহা অভ্রবৎ শুভ্র হয়॥ ১৮॥

দৃশ্যন্তে রক্তগুঞ্জাশ্চ শ্বেতাস্তল্লেপতো ধ্রুবং। অক্ষপত্রং তয়া স্পৃষ্টং দৃশ্যতে কাংস্যভাজনং। স্নুহীপত্রং তয়া লিপ্তং শুষ্কবদ্দৃশ্যতে জলং। তয়া লিপ্তে নৃকর্ণে তু দৃশ্যতে ছিন্নশীর্ষবৎ॥ ১৯॥

পূর্ব্বকৃত বটিকাদ্বারা রক্তগুঞ্জাস্পর্শ করিলে সেই গুঞ্জা শ্বেতবর্ণ দেখা যায়। এবং উক্তবটিকাদ্বারা বহেড়াপত্র লেপন করিলে তাহা কাংস্যপাত্রবৎ প্রতীয়মান হয়; তদ্দ্বারা সিজের পত্র লেপন করিলে তাহাতে স্থিতজল শুষ্কবৎ দৃষ্ট হয় এবং কর্ণে লেপন করিলে সেই পুরুষ ছিন্নশীর্ষবৎ দৃষ্ট হয়॥ ১৯॥

রবীন্দুগ্রহণং ভাতি তয়া লিপ্তাং তু দর্পণং।
অঙ্গুলী চ তয়া লিপ্তা দ্বিধা সংদৃশ্যতে ধ্রুবং॥ ২০॥

পূর্ব্বকৃত বটিকাদ্বারা একখানা দর্পণ লেপন করিলে তাহাতে চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণ দৃষ্ট হয় এবং একটি অঙ্গুলীতে লেপন করিলে ঐ অঙ্গুলী দ্বিখণ্ড দেখা যায়॥ ২০॥

ভাণ্ডপাকস্থলাদ্ভস্ম কুম্ভকারস্থলাদ্ধরেৎ। তত্ত গুটিকা-সার্দ্ধং মুষ্টিবদ্ধং ভুবি ক্ষিপেৎ। সমুদ্রো দৃশ্যতে লোকৈঃ সত্যং চিত্রং শিবোদিতং॥ ২১॥

কুম্ভকারের পাকস্থল হইতে ভস্ম সংগ্রহ করিয়া তাহার সহিত পূর্ব্বকৃত বটিকাযুক্ত করিয়া মুষ্টিমধ্যে রাখিবে। কিঞ্চিৎ কাল পরে ঐ মুষ্টিগত ভস্ম মৃত্তিকাতে নিক্ষেপ করিবে। তাহাতে সেইস্থান সমুদ্রবৎ দৃষ্ট হয়। এই যোগ মহাদেব বলিয়াছেন॥ ২১॥

আশ্চর্য্যগুটিকা।

স্নুকৃক্ষীরং কাণকং বীজং চূর্ণং রক্তং ভবেত্ততঃ। বস্ত্রেণ বেষ্টিতাধারা ক্ষুরস্যেব তু রংহসা। ছিদ্যতে কেশসংঘাতং সবস্ত্রমতিকৌতুকং॥ ১॥

সিজের ক্ষীর ও ধুস্তুরবীজচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া একখণ্ড স্বর্ণ ভাবনা দিয়া বস্ত্রখণ্ডদ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিবে, এই বস্ত্রবেষ্টিত স্বর্ণদ্বারা অনায়াসে কেশকর্ত্তন করা যায়॥ ১॥

গুঞ্জাফলং শুক্তপিষ্টং লেপয়েৎ কাষ্ঠপাদুকাং।
বিনা বন্ধং নরো গচ্ছেৎ ক্রোশমেকং ন সংশয়ঃ॥ ২॥

গুঞ্জাফল কাঁজিতে ভাবনা দিয়া তদ্দ্বারা কাষ্ঠপাদুকা লেপন করিবে। এই পাদুকাদ্বারা মনুষ্য অনায়াসে একক্রোশ পথ গমন করিতে পারে॥২॥

লঘুদারুময়ং পীঠং গুঞ্জাপিষ্টেন লেপয়েৎ।
শুষ্কয়েতজ্জলে ক্ষিপ্তমুপবিষ্টং ন মজ্জতি॥ ৩॥

লঘুকাষ্ঠদ্বারা একখান পিড়ি প্রস্তুত করিয়া তাহা গুঞ্জাপিষ্টদ্বারা লেপন করিবে। পরে ঐ পিড়ি রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া জলে নিক্ষেপ করিবে। এই পিড়ির উপর উপবেসন করিলে তাহা জলে নিমগ্ন হয় না॥ ৩॥

গুঞ্জাবীজং ত্বচোন্মুক্তং চূর্ণং ভাব্যং নৃমূত্রকে। সপ্তবারং ততঃ কাংস্যে লিপ্তমঙ্কুলবদ্ভবেৎ। তৈলমাদায় তল্লিপ্তং পূর্ব্ববৎ পাদুকাগতিঃ॥ ৪॥

গুঞ্জাবীজের ছাল পরিত্যাগ করিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ মনুষ্যমূত্রে সপ্তবার ভাবনা দিয়া তদ্দ্বারা কাংস্যপাত্র লেপন করিয়া অঙ্কুলীতৈলগ্রহণের প্রক্রিয়ানুসারে তৈলগ্রহণ করিয়া লইবে। এই তৈলদ্বারা পাদুকালেপন করিলে পূর্ব্ববৎ পাদুকা গতি হয় অর্থাৎ ঐ পাদুকা পায়ে দিলে অনায়াসে একক্রোশ পথ গমন করিতে পারে॥ ৪॥

এরণ্ডস্য চ বীজানি নিম্বতৈলং তথৈব চ।
বর্ত্তিং সর্জ্জরসোপেতাং তৈললিপ্তাং জলে ক্ষিপেৎ।
জ্বলিতা দীপবত্তিষ্ঠেদ্ যাবদ্বর্ত্তির্ন সংশয়ঃ॥ ৫॥

এরণ্ডবীজ, নিম্বতৈল ও ধুনা এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া বর্ত্তি-

স্তুত করিবে, এই বর্ত্তিপ্রজ্বালিত করিয়া জলে নিক্ষেপ করিবে। যাবৎকাল ঐ বর্ত্তি দগ্ধ হইয়া নিঃশেষ না হয়, তাবৎকাল জ্বলিতে থাকে ॥৫॥

শিলাতালকসিন্দূররোচনাঞ্জনহিঙ্গুলং। কূর্ম্মভুক্তমিদং পশ্চাত্তদ্বিষ্ঠাং লেপয়েৎ করে। নটা নৃত্যান্নিবর্ত্তন্তে দর্শনান্মুষ্টিবন্ধনাৎ ॥ ৬ ॥

মনঃশিলা, হরিতাল, সিন্দূর, গোরোচনা ও হিঙ্গুল এই সকল দ্রব্য একটি কচ্ছপকে ভক্ষণ করাইয়া সেই কচ্ছপের বিষ্ঠা গ্রহণ করিবে। এই বিষ্ঠাদ্বারা হস্তলেপন করিয়া মুষ্টিবন্ধন করিয়া রাখিবে। এই মুষ্টি প্রদর্শন করিলে নট ও নর্ত্তকী তাহাদের কর্ত্তব্য নৃত্যাদিকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া যায় ॥ ৬ ॥

তঞ্চ কূর্ম্মস্তু সপ্তাহাৎ তালকং ভোজয়েৎ শুভং। তন্মলৈর্লেপয়েৎ পালিং মুষ্টিবন্ধং নটান্তরে। নিবর্ত্তন্তে নটাঃ সর্ব্বে সভ্যাঃ পশ্যন্তি কৌতুকং ॥ ৭ ॥

একটি কচ্ছপকে সপ্তাহপর্য্যন্ত হরিতাল ভক্ষণ করাইয়া তাহার বিষ্ঠা গ্রহণ করিয়া সেই বিষ্ঠা হস্তমুষ্টিমধ্যে রাখিয়া নটকে প্রদর্শন করিবে। ইহাতে সেই নট নৃত্য করিতে পারে না এবং সভাগণ অতি কৌতুকদর্শন করে ॥ ৭ ॥

উলূকস্য কপালেন ঘৃতেনাহৃতকজ্জলং।
তেন নেত্রাঞ্জিতে চিত্রং রাত্রৌ পঠতি পুস্তকং ॥ ৮ ॥

পেঁচকের মস্তকের খুলি ঘৃতাক্ত করিয়া তাহাতে কজ্জলপাত করিবে। এই কজ্জলদ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে সেই ব্যক্তি রাত্রিতে পুস্তক পাঠ করিতে পারে ॥ ৮ ॥

উলূকহৃদয়ং পিত্তং কাকপিত্তঞ্চ শোণিতং।
এতদ্বর্ত্ত্যাঞ্জিতে রাত্রৌ বিচরেদ্দিবসে যথা ॥ ৯ ॥

পেঁচকের হৃদয় ও পিত্ত এবং কাকের পিত্ত ও রক্ত একত্র করিয়া বর্ত্তিপ্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুঃ অঞ্জিত করিলে সেই ব্যক্তি দিবসের ন্যায় অন্ধকাররজনীতেও বিচরণ করিতে পারে ॥ ৯ ॥

রজনীচিরজীবানাং বসারক্তাক্ষিচূর্ণকং।
অঞ্জিতাক্ষো নরস্তেন কৃষ্ণরাত্রৌ তু পশ্যতি ॥ ১০ ॥

হরিদ্রা ও কৃকলাসের বসা, রক্ত এবং চক্ষু এই সকলদ্রব্য পেষণ করিয়া চক্ষু অঞ্জিত করিলে সেই ব্যক্তি কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রিতে দিবাবৎ বিচরণ করিতে পারে ॥ ১০ ॥

শিখিপারাবতভবা খঞ্জরীটপুরীষজা।
গুটিকাস্পর্শমাত্রেণ তালযন্ত্রং ভিনত্ত্যলং ॥ ১১ ॥

ময়ূর, পারাবত ও খঞ্জনপক্ষী ইহাদিগের বিষ্ঠা লইয়া গুটিকা করিবে। এই গুটিকাস্পর্শ করাইলে তৎক্ষণাৎ বাদ্যযন্ত্র সকল ভগ্ন হইয়া যায় ॥১১॥

ভল্লূকব্যাঘ্রমহিষচাসগৃধ্রবিলোচনৈঃ। স্রোতোঽঞ্জনেনাঞ্জিতাক্ষো দিবাবৎ পশ্যতে নিশি। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় জ্যোতির্ময় শিবায় পতয়ে দাতব্যস্য তে বাক্যং মে দেহি স্বাহা। অনেন মন্ত্রেণ সর্ব্বাণ্যঞ্জনানি শিবায়ৈ দাপয়েৎ ॥ ১২ ॥

ভল্লুক, ব্যাঘ্র, মহিষ, চাসপক্ষী ও গৃধিনী ইহাদিগের চক্ষু এবং স্রোতাঞ্জন এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া চক্ষুঃ অঞ্জিত করিলে সেই ব্যক্তি রাত্রিতে দিবাবৎ দর্শন করিতে পারে। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ইত্যাদিমন্ত্রে ভগবতীকে অঞ্জন নিবেদন করিয়া পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকল করিবে ॥ ১২ ॥

পাঠামূলং গলে বদ্ধা ক্ষীরভাণ্ডস্থ তদ্বিধিঃ। জায়তে তৎক্ষণাদেব সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ গন্ধকৈরেব ধূপেন পুষ্পাণামন্যবর্ণতা ॥ ১৩ ॥

আকনাদির মূল উত্তোলন করিয়া তাহা দুগ্ধভাণ্ডে স্থাপন করিবে। পরে এই মূল গলে বন্ধন করিলে সেই ব্যক্তি রাত্রিতে দিবাবৎ দর্শন করিতে পারে এবং গন্ধকের ধূম যে কোন পুষ্পে দেওয়া যায়, সেই পুষ্প অন্য বর্ণ হইয়া যায় ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণং শ্বানং মৃতং রক্ষেদ্ যাবৎ ক্রিমিকুলাকুলং। শ্বেতস্যোপোষিতস্যৈব কুক্কুটস্য তু তান্ ক্রিমীন্। যথেষ্টং ভক্ষণে দদ্যাদ্বিষ্ঠাং তস্য সমাহরেৎ। তদন্নং ক্রিমিবল্লোকৈর্ভক্ষ্যমাণে বিলোক্যতে। পলায়ন্তে চ তং দৃষ্ট্বা মূর্চ্ছন্তি চ পতন্তি চ ॥ ১৪ ॥

একটি কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুর ও শ্বেতবর্ণ কুক্কুট মারিয়া রাখিবে যতদিন উহাতে ক্রিমি না জন্মে তাবৎকাল রাখিয়া দিবে। পরে ঐ ক্রিমি হইতে একটি ক্রিমি লইয়া কোন ব্যক্তির ভক্ষ্য অন্নে নিক্ষেপ করিলে সেই ব্যক্তি সমস্ত অন্ন ক্রিমিময় দেখিতে পায় এবং তাহা দেখিয়া পলায়ন করে ও মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

কটুতুম্ব্যুত্থতৈলেন পারাবতভবং মলং। মূলঞ্চ পেষিতং তেন গর্দ্দভস্যাস্থি চৈব হি। ললাটে তিলকং তেন কৃত্বাসৌ দৃশ্যতে জনৈঃ। দশাস্যো নাত্র সন্দেহো যথা লঙ্কেশ্বরো নৃপঃ ॥ ১৫ ॥

তিক্ত তুম্বীফলের বীজের তৈল, পারাবতের বিষ্ঠা ও গর্দ্দভের অস্থি এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া ললাটে তিলক করিবে। ইহাতে সেই ব্যক্তিকে লঙ্কেশ্বর রাবণের ন্যায় দশমুখবিশিষ্ট দেখা যায় ॥ ১৫ ॥

শিগ্রুবীজোত্থিতং তৈলং পারাবতপুরীষকং। বরাহস্য বসাযুক্তং শিখিমূলং সমং সমং। ললাটে তিলকং তেন যঃ করোতি স বৈ জনঃ। পঞ্চাস্যো দৃশ্যতে লোকৈর্যথা সাক্ষাৎ সদাশিবঃ ॥ ১৬ ॥

শঙ্খিনীবীজের তৈল, পারাবতের বিষ্ঠা, শুকরের বসা, ও অপামার্গের মূল এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া একত্রে পেষণ করিয়া ললাটে তিলক করিবে যে ব্যক্তি এইরূপ তিলক করিবে তাহাকে সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় পঞ্চবদনযুক্ত দেখা যায়॥ ১৬॥

সদ্যোহতস্য বীরস্য গ্রাহ্যং চৌরস্য বা শিরঃ। তদ্বক্ত্রে কৃষ্ণধূস্তুরবীজং বাপ্যং সমৃত্তিকং। রাত্রৌ কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যামাষাঢ়ে ভৈরবং যজেৎ। নানাবিধ্যুপহারেণ পুষ্পধূপাক্ষতাদিভিঃ। শিরো খনেৎ কৃষ্ণভূমৌ ভুক্তোচ্ছিষ্টেন সেচয়েৎ। দীপং রাত্রৌ সদা দদ্যাৎ সূত্রবর্ত্ত্যাজ্যসংযুতং। সফলস্তু ভবেদ্ যাবত্তাবদ্রক্ষেচ্চ পূজয়েৎ। গ্রাহ্যং কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং বলিং দদ্যাচ্চ কুক্কুটং। পঞ্চাঙ্গং পেষয়েত্তস্য বটিকাং কারয়েদ্দৃঢ়াং। ললাটে তিলকং কুর্য্যাৎ স নরো দৃশ্যতে জনৈঃ। তাদৃশস্তু সহস্রাক্ষরূপো নৈবাত্র সংশয়ঃ॥ ১৭॥

সদ্যোহত কোন বীরপুরুষের কিম্বা চোরের মস্তক আনিয়া তাহার মুখের মধ্যে কৃষ্ণধুস্তুরের বীজ মৃত্তিকার সহিত বপন করিবে। তৎপরে আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে পুষ্প, ধূপ, ও অক্ষতাদি নানাবিধ উপহারে ভৈরবদেবের পূজা করিয়া কৃষ্ণমৃত্তিকাতে ঐ মস্তক নিখনন করিয়া রাখিবে। অনন্তর ভোজন করিয়া কুল্‌কুচার জলদ্বারা সেচন করিয়া রাত্রিতে ঘৃতপ্রদীপ দিবে। এইরূপে যাবৎকাল ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া ফল না জন্মে তাবৎকাল ঐ স্থানে প্রদীপ দান ও পূজা করিবে। তৎপরে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে ভৈরবের পূজা ও কুক্কুট বলি প্রদান করিয়া ঐ বৃক্ষের পঞ্চাঙ্গ অর্থাৎ ফল, মূল, পত্র, পুষ্প ও বল্কল গ্রহণ করিয়া একত্রে পেষণকরতঃ দৃঢ় বটিকা করিবে, এই বটিকা ঘর্ষণ করিয়া ললাটে তিলক করিলে তাহাকে সাক্ষাৎ ইন্দ্রের ন্যায় সহস্রলোচন দেখা যায়॥ ১৭॥

রাত্রৌ কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং ময়ূরাস্যে বিনিক্ষিপেৎ। ভৃঙ্গীবীজং মৃদং কৃষ্ণাং কৃষ্ণভূমৌ নিধাপয়েৎ। তজ্জাতভৃঙ্গী সংগ্রাহ্য অর্চ্চয়েৎ রক্তপুষ্পকৈঃ। তৎপুষ্পাকর্ণঃ পুরুষো ময়ূরো দৃশ্যতে জনৈঃ॥ ১৮॥

কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে একটি ময়ূরের মস্তক আনিয়া তাহাতে ভৃঙ্গরাজের বীজ ও কৃষ্ণমৃত্তিকা একত্র সংস্থাপনপূর্ব্বক কৃষ্ণমৃত্তিকাতে পুঁতিয়া রাখিবে। যৎকালে ঐ বীজে বৃক্ষ জন্মিয়া পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবে তৎকালে রক্তপুষ্পদ্বারা সেই বৃক্ষের পূজা করিয়া একটি পুষ্প গ্রহণ করিবে এই পুষ্প কর্ণে দিলে তাহাকে ময়ূরবৎ দেখা যায়॥ ১৮॥

তদ্‌যোগে কৃষ্ণমার্জ্জারমুখে চৈরণ্ডবীজকং। তজ্জাতৈরণ্ডবীজানামেকং বক্ত্রে নিধাপয়েৎ। তং প্রপশ্যন্তি মার্জ্জারং মনুষ্যা নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৯॥

কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে কৃষ্ণমার্জ্জারের মুখে এরণ্ডবীজ কৃষ্ণমৃত্তিকার সহিত বপন করিয়া মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিয়া রাখিবে, এই বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া ফল জন্মিলে তাহার একটি ফল মুখে ধারণ করিলে তাহাকে লোকে মার্জ্জাররূপী দেখিতে পায়॥ ১৯॥

শৃগালশ্বানমেষাজবদনে বাপয়েৎ পৃথক্।
ময়ূরাস্যে যথা ভৃঙ্গী জাতা চিহ্নিশ্চ তাদৃশী॥ ২০॥

শৃগাল, কুক্কুর, মেষ ও ছাগল এই সকল জীবের মস্তক আনিয়া পৃথক্ পৃথক্ স্থানে ভৃঙ্গরাজের বীজ ও কৃষ্ণমৃত্তিকার সহিত পুতিয়া রাখিবে। যৎকালে ঐ সকল বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া ফল জন্মিবে তৎকালে সেই ফল মুখে ধারণ করিলে তাহাকে উক্ত শৃগালাদি জীবের ন্যায় লোকে দেখিতে পায়॥ ২০॥

মৃতা যা শ্বপচী নারী তস্যা যোনৌ তু খাদিরং। কীলকং নিক্ষিপেৎ পশ্চাদ্দগ্ধ্বা ভস্ম সমুদ্ধরেৎ। তেনৈব তিলকং কৃত্বা শ্বপচারূপধৃগ্ ভবেৎ॥২১॥

মৃতা ব্যাধনারীর যোনিতে একখণ্ড খদির কাষ্ঠ প্রবেশিত করিয়া রাখিবে। অনন্তর এই কাষ্ঠখণ্ড আনিয়া তাহা দগ্ধ করিবে। পরে ঐ ভস্ম আনিয়া তদ্দ্বারা কপালে তিলক করিলে তাহাকে ব্যাধরূপী দেখা যায়॥ ২১॥

রক্তগুঞ্জাফলং বাথ নৃকপালে চ সেচয়েৎ।
জাতং ফলং ক্ষিপেদ্বক্ত্রে স্ত্রীরূপো দৃশ্যতে নরঃ॥ ২২॥

মনুষ্য মস্তকের খুলীতে রক্তগুঞ্জাফল বপন করিয়া রাখিবে। ঐ বীজ হইতে যৎকালে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া ফল জন্মিবে তৎকালে সেই ফল মুখে ধারণ করিলে তাহাকে স্ত্রীরূপী দেখা যায়॥ ২২॥

বিষং গুঞ্জোত্থিতং তৈলং সর্পপিত্তঞ্চ পেষয়েৎ।
সকুষ্ঠং তিলকং যস্য তং পশ্যতি ময়ূরবৎ॥ ২৩॥

বিষ, গুঞ্জাতৈল, সর্পপিত্ত ও কুড় একত্র করিয়া যাহার কপালে তিলক দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি ময়ূরবৎ দৃষ্ট হয়॥ ২৩॥

বিষগুঞ্জোত্থতৈলেন পাণিলেপেন কুঞ্জরঃ। ভল্লুকঃ পাদলেপেন জিহ্বালেপেন চন্দ্রমাঃ। গণেশঃ কুক্ষিলেপেন শ্রীশ্চ সর্ব্বাঙ্গলেপতঃ॥ ২৪॥

বীষ ও গুঞ্জাতৈল একত্র পেষণ করিয়া হস্তে লেপন করিলে তাহাকে হস্তিরূপী দেখা যায়, পাদলেপন করিলে ভল্লুকবৎ দৃষ্ট হয়, জিহ্বালেপন করিলে চন্দ্রতুল্য বোধ হয়, উদরে লেপন করিলে গণেশ বলিয়া প্রতীতি জন্মে এবং সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপী দেখা যায়॥ ২৪॥

রাত্রাবঙ্কুলতৈলেন লিপ্তাঙ্গো দৃশ্যতে নরঃ।
দীর্ঘদংষ্ট্রোর্দ্ধরোমা চ রূপং রৌদ্রং বহেন্নরঃ॥ ২৫॥

রাত্রিকালে অঙ্কুলতৈল অঙ্গে লেপন করিলে তাহাকে দীর্ঘদন্ত, ঊর্দ্ধরোমা ও ভয়ঙ্কররূপধারী দেখিতে পাওয়া যায়॥ ২৫॥

নবভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য ছিন্ননাসাস্তু মূষিকাং। সনাসং

কৃকলাসঞ্চ পৃথগ্‌ভাণ্ডে বিনিক্ষিপেৎ। উপবাসত্রয়ে জাতে তয়োর্দ্দিদ্যাত্তু ভোজনং। মলং তয়োঃ পৃথগ্ গ্রাহ্যং তেন নাসাং প্রলেপয়েৎ। ছিন্ননাসং প্রদৃশ্যেত ক্ষীরলেপান্নিবর্ত্ততে ॥ ২৬ ॥

একটী ইন্দুরের নাসিকা ছেদন করিয়া তাহাকে নূতন ভাণ্ডে রাখিবে। এবং অন্য এক ভাণ্ডে নাসিকাযুক্ত একটি কৃকলাস রাখিবে। তিন দিবস পর্য্যন্ত তাহাদিগকে অনাহারী রাখিয়া পরে কিছু ভোজন করিতে দিবে। অনন্তর ঐ দুই জীবের মল গ্রহণ করিয়া নাসিকা লেপন করিবে, ইহাতে সেই ব্যক্তিকে ছিন্ননাস দেখা যায়। এবং দুগ্ধপান করিলে স্বীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয় ॥ ২৬ ॥

অশ্বস্য তু তু মৃতং বালং গৃহীত্বা তস্য চোদরে। হরিদ্রাং খণ্ডশঃ কৃত্বা ক্ষিপেদ্ যাবৎ প্রপূর্য্যতে। তং রাত্রৌ নিখনেদ্ভূমৌ মন্ত্রেণানেন পূজয়েৎ। পঞ্চাঙ্গং তৎ সমুদ্ধৃত্য রজনীং শোষ্য পেষ্য চ। ওঁ অরুঃ ওঁ রঃ। অনেন মন্ত্রেণ বালকাদিযোগান্তং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ। শ্বেতদূর্ব্বারনালৈশ্চ হরিদ্রাং তাং প্রলেপয়েৎ। তল্লিপ্তদেহঃ পুরুষঃ পঞ্চধা দৃশ্যতে নরৈঃ ॥ ২৭ ॥

একটি অশ্ববালক মারিয়া হরিদ্রাখণ্ডদ্বারা তাহার উদর পূর্ণ করিবে। তৎপরে রাত্রিকালে ঐ অশ্ববালক মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিয়া ওঁ অরুঃ ওঁ রঃ এই মন্ত্রে পূজা করিবে। যৎকালে ঐ হরিদ্রার বৃক্ষ জন্মিবে তখন সেই বৃক্ষের মূল হইতে হরিদ্রা উত্তোলন করিয়া রৌদ্রে শোষণ ও পেষণ করিবে। তৎপরে ঐ হরিদ্রা, শ্বেতদূর্ব্বা ও কাঁজি একত্রে পেষণ করিবে। এই পিষ্ট হরিদ্রাদ্বারা অঙ্গলেপন করিলে সেই এক বক্তিকে পঞ্চজনের ন্যায় দেখা যায় ॥ ২৭ ॥

তাং নিশাং সর্ষপং শ্বেতং পিষ্ট্বা চাঙ্কুলতৈলতঃ। তল্লিপ্তাঙ্গং নরং দৃষ্ট্বা চিত্রং পশ্যন্তি সপ্তধা। গোমূত্রেণ পুনঃ স্নানাদেক এব প্রদৃশ্যতে ॥ ২৮ ॥

পূর্ব্বোক্তরূপ হরিদ্রা, শ্বেতসর্ষপ ও অঙ্কুলতৈল একত্র পেষণ করিয়া শরীরের সন্ধি সকল লেপন করিবে। ইহাতে সেই এক ব্যক্তিকে সপ্তজন বলিয়া বোধ হয়। গোমূত্রদ্বারা স্নান করিলে পুনর্ব্বার এক ব্যক্তিই দেখা যায় ॥ ২৮ ॥

অলক্তং তাং নিশাং পিষ্ট্বা দেহসন্ধিং প্রলেপয়েৎ ॥
ভিন্নং সংদৃশ্যতে সোহপি পূর্ব্বস্নানান্নিবর্ত্ততে ॥ ২৯ ॥

আল্‌তা ও পূর্ব্বরূপ হরিদ্রা একত্রে পেষণ করিয়া অঙ্গসন্ধি লেপন করিলে সেই ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গ ভগ্ন দৃষ্ট হয়। এবং গোমূত্রদ্বারা স্নান করিলে পুনর্ব্বার স্বভাব প্রাপ্ত দেখা যায় ॥ ২৯ ॥

হরিদ্রাঙ্কোলতৈলাভ্যাং লিপ্তাঙ্গো দৃশ্যতে নরঃ।
রাক্ষসোহপি মহারৌদ্রোহস্য স্নানান্নিবর্ত্ততে ॥ ৩০ ॥

পূর্ব্বোক্তরূপ হরিদ্রা, অঙ্কোলতৈল, একত্রে পেষণ করিয়া অঙ্গলেপন করিলে তাহাকে ভয়ঙ্কর রাক্ষস বলিয়া বোধ হয় ॥ ৩০ ॥

নরাদিসর্ব্বজীবানাং গ্রাহ্যং সদ্যোহতং শিরঃ। যত্র কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং শণবীজান্বিতং বপেৎ। ভৃঙ্গীধূস্তূরবাতারিগুঞ্জানাং চৈকসংযুতং। নিখনেৎ কৃষ্ণভূম্যন্তর্ব্বলিপূজাসমন্বিতং সেচয়েৎ ফলপর্য্যন্তং তত্র বীজানি চাহরেৎ। তত্তদ্বীজে গতে বক্তে তত্তদ্রূপো ভবত্যলং। ইত্যেবং কৌতুকং লোকে নানারূপস্য দর্শনং। মুক্তে বীজে ভবেৎ স্বস্থো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩১ ॥

নরাদি সর্ব্বজীবের সদ্যশ্ছিন্নমস্তক গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর রাত্রিতে সেই মস্তকে কৃষ্ণমৃত্তিকার সহিত শণবীজ, ভৃঙ্গরাজবীজ, ধুস্তূরবীজ ও গুঞ্জাবীজ একত্র বপন করিয়া কৃষ্ণমৃত্তিকাতে পুতিয়া রাখিয়া বলিপ্রদান ও পূজা করিবে। যাবৎ ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ না জন্মে তাবৎকাল সেই স্থান সেচন করিবে। পরে যৎকালে ঐ বৃক্ষে ফল জন্মিবে তখন তাহা গ্রহণ করিয়া মুখে ধারণ করিবে। ইহাতে সেই ব্যক্তিকে সেই সেই জীবের প্রতিরূপ দেখা যায়। এই প্রকারে নানাপ্রকার কৌতুক প্রদর্শন করা যাইতে পারে। ঐ বীজ মুখ হইতে পরিত্যাগ করিলে পুনর্ব্বার সেই ব্যক্তি স্বভাবপ্রাপ্ত হয় ॥ ৩১ ॥

কৃকলাসস্য রক্তেন অর্দ্ধলিপ্তস্তু দর্পণঃ।
সংস্থাপয়েদ্গিরের্ম্মূর্দ্ধ্নি গ্রহণং দৃশ্যতে নরৈঃ ॥ ৩২ ॥

কৃকলাসের রক্তে দর্পণের অর্দ্ধভাগ লেপন করিয়া পর্ব্বতের উপরিভাগে রাখিয়া দিবে। তৎপরে সেই দর্পণে দৃষ্টি করিলে চন্দ্রসূর্য্য গ্রহণ দৃষ্ট হয় ॥ ৩২ ॥

ভৌমবারে মৃতায়াস্তু তচ্চিতাঙ্গারমাহরেৎ। মুষ্টিদ্বয়েন তদ্বদ্ধা নিমজ্জ জলমধ্যতঃ। ঊর্দ্ধং দক্ষিণবাহুঃ স্যাদ্ যথা তোয়ৈর্ন সিচ্যতে। তচ্ছুষ্কং চাপরং সিক্তং পৃথগ্রক্ষেৎ সমগ্রতঃ। শুষ্কাঙ্গারকৃতা রেখা ক্ষীরভাণ্ডস্য পূর্ব্বতঃ। চিত্রং শুষ্যতি তৎ ক্ষিপ্রমার্দ্রাঙ্গারেণ তৎ পুনঃ। অগ্রতো রেখয়া পূর্ণং ভবত্যেবাতিকৌতুকং ॥ ৩৩ ॥

মঙ্গলবারে কোন স্ত্রীর মরণ হইলে তাহার চিতাঙ্গার আনিয়া দুই ভাগে দুই হস্তের মুষ্টিমধ্যে রাখিয়া দক্ষিণহস্ত উপরে এবং বামহস্ত অধোদিকে করিয়া জলমধ্যে নিমগ্ন হইবে। তৎপরে ঐ অঙ্গার পৃথক্ পৃথক্ স্থানে রাখিয়া দিবে। পরে কোন দুগ্ধভাণ্ডের পূর্ব্বদিকে ঐ শুষ্ক অঙ্গারদ্বারা রেখা দিলে তৎক্ষণাৎ সেই ভাণ্ডের দুগ্ধ শুষ্ক হইয়া যায় এবং আর্দ্র অঙ্গার-দ্বারা ঐ ভাণ্ডের অগ্রভাগে রেখাদিলে পুনর্ব্বার ঐ ভাণ্ড দুগ্ধে পূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

চৌরস্য নাসিকাদন্তচূর্ণং পাণৌ প্রলেপয়েৎ।
হস্তস্পর্শাৎ স্ফুটত্যেব নারিকেলো হি নিশ্চিতং ॥ ৩৪ ॥

চোরের নাসিকা ও দন্ত চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা হস্ত লেপন করিবে। একটী নারিকেলে সেই হস্ত স্পর্শ করাইলে তৎক্ষণাৎ সেই নারিকেল ভাঙ্গিয়া যায়॥ ৩৪॥

ভল্লকাস্থিভবৈস্তৈলৈঃ সন্ধান্ সন্ধীন্ প্রলেপয়েৎ। সঞ্জাতং নারিকেলস্য ধারয়েদ্ যস্তু কৌতুকী। স্ফুটন্তি পীড়নাদেব নারিকেলানি কৌতুকং। তেনৈবাঙ্কুলতৈলেন স্ফুটত্যেব ন সংশয়ঃ॥ ৩৫॥

ভল্লুকের অস্থিমধ্যগত তৈল গ্রহণ করিয়া সমস্ত অঙ্গসন্ধি লেপন করিবে। তৎপরে একটী নারিকেলের উপর আঘাত করিলে সেই নারিকেল ভাঙ্গিয়া যায়। এইরূপ অঙ্কুলীতৈল অঙ্গে মাখিয়া নারিকেলে আঘাত করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ স্ফুটিত হয়॥ ৩৫॥

কৃষ্ণসর্পো রবৌ গ্রাহ্যস্তন্মস্তকে কৃষ্ণমৃত্তিকাং। ক্ষিপ্ত্বাথ বাপয়েত্তত্র কৃষ্ণধুস্তূরবীজকং। তথা শস্যমুখে মৃচ্ছ তদ্বীজঞ্চ প্রবাপয়েৎ। পৃথক্ পৃথক্ ক্ষিপেত্তূমৌ তয়োঃ শাখাং সমাহরেৎ। সর্পশাখামৎস্যশাখা স্পর্শাৎ সর্পো ভবেদ্ ধ্রুবং। মৎস্যশাখাসর্পশাখা স্পর্শান্মৎস্যা ভবন্তি হি॥ ৩৬॥

রবিবারে কৃষ্ণসর্প গ্রহণ করিয়া তাহার মস্তকে কৃষ্ণধুস্তূরবীজ বপন করিয়া ঐ মস্তক ভূমিতে প্রোথিত করিয়া রাখিবে। ঐরূপে মৎস্যমুখে বীজ বপন করিয়া পৃথক্স্থানে পুতিয়া রাখিবে, যৎকালে ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে, তৎকালে সেই দুই বৃক্ষের শাখা আনিয়া পৃথক্ রাখিবে। সর্পমস্তকজাত বৃক্ষের শাখাতে মৎস্যমস্তকজাত বৃক্ষের শাখা স্পর্শ করিলে তাহা সর্প হয় এবং মৎস্যমস্তকজাতবৃক্ষের শাখাতে সর্পমস্তকজাত বৃক্ষের শাখা স্পর্শ করাইলে তাহা মৎস্য হইয়া থাকে॥ ৩৬॥

ক্ষিপ্ত্বা তচ্চূর্ণকং ক্ষেত্রে ধৌতবস্ত্রং বিলোলয়েৎ। প্রাতঃ প্রযত্নতো নিত্যং দিনানামেকবিংশতি। ততস্তদ্বস্ত্রখণ্ডস্তু জলৈঃ সিক্ত্বা নিপীড়য়েৎ। মৃত্তিকায়াং ততো ধান্যং বাপয়েত্তৎ প্ররোহতি। তদ্বস্ত্রাচ্ছাদিতং শীঘ্রং সর্ব্বধান্যানি কৌতুকং। নিক্ষিপেৎ সর্ব্বধান্যানি সার্দ্রগর্দ্দভচর্ম্মাণি। সিঞ্চ্যাৎ কুক্কুটরক্তেণ ত্রিসপ্তাহন্তু নিত্যশঃ। জাতাঙ্কুরে চ সংরক্ষেন্নিবার্য্য জায়তে ক্ষণাৎ। তদ্ধান্যং ফলপর্য্যন্তং লোকে ভবতি কৌতুকং॥ ৩৭॥

কৃষ্ণধুস্তূরের বীজ চূর্ণ করিয়া তাহা কোন ক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিয়া বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। এইরূপে একবিংশতিদিবস আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়া প্রাতঃকালে যত্নপূর্ব্বক জলসেচন করিবে অনন্তর ঐ বস্ত্র নিষ্পীড়ন করিয়া সেই ক্ষেত্রে দিবে। তৎপরে সেই মৃত্তিকাতে ধান্য বপন করিয়া পুনর্ব্বার বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। ইহাতে তৎক্ষণাৎ সেই ধান্য হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া ফল জন্মে। ইহা অতি কৌতুকজনক কার্য্য॥ ৩৭॥

স্নুহ্যশ্বত্থবটানাঞ্চ ক্ষীরমৌডুম্বরং তথা। কাকোডুম্বরকাক্ষীরং লৌহচূর্ণঞ্চ গন্ধকং। ইষ্টিকা বৈ সর্জ্জরসং তিলতৈলঞ্চ শিক্থকং। ক্রমোত্তরং তচ্চ মর্দ্দ্যং কুর্য্যাত্তেন কুঠারকং। ক্ষুরিকেক্ষুফলং কুন্তং বজ্রং নারাচমেব চ। কুঠারেণাস্য বৃক্ষাদি স্ফোটয়েচ্ছেদয়েদপি। ভেদয়েৎ কুন্তকাঙ্গাভ্যাং যৎকিঞ্চিৎ খেটকাদিকং। ভিদ্যতে নাত্র সন্দেহঃ সিক্থকাগ্রেণ কৌতুকং॥ ৩৮॥

সিজ, অশ্বত্থ, বট, যজ্ঞডুম্বর ডুম্বর, এই সকল বৃক্ষের ক্ষীর, লৌহচূর্ণ, গন্ধক, ইষ্টকচূর্ণ, ধুনা, তিলতৈল এবং মোম এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া মর্দ্দন করিবে। পরে তাহাদ্বারা কুঠারাদি অস্ত্র প্রস্তুত করিবে এই সকল অস্ত্রদ্বারা অনায়াসে বৃক্ষচ্ছেদন করিতে পারা যায়॥ ৩৮॥

হরিতালং শিলাচূর্ণমঙ্কুলীতৈলভাবিতং।
তল্লিপ্তবস্ত্রং শিরসি স্থিতং পশ্যতি বহ্নিবৎ॥ ৩৯॥

হরিতাল ও মনঃশিলা একত্র চূর্ণ করিয়া অঙ্কুলীতৈলদ্বারা ভাবনা দিবে। পরে এই দ্রব্যদ্বারা বস্ত্রলেপন করিয়া মস্তকে স্থাপন করিলে তাহা অগ্নিবৎ দৃষ্ট হয়॥ ৩৯॥

সিন্দূরং গন্ধকং তালং সমং পিষ্ট্বা মনঃশিলাং।
তল্লিপ্তবস্ত্রচ্ছন্নাঙ্গো রাত্রৌ সংদৃশ্যতেঽগ্নিবৎ॥ ৪০॥

সিন্দুর, গন্ধক, হরিতাল ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া একত্র পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা বস্ত্রলেপন করিবে। এই বস্ত্রদ্বারা রাত্রিকালে অঙ্গ আচ্ছাদন করিলে অগ্নিবৎ দৃষ্ট হয়॥ ৪০॥

খদ্যোতভূলতাচূর্ণে ললাটে তিলকে কৃতে।
রাত্রৌ সংদৃশ্যতে জ্যোতিস্তস্মিন্ স্থানে তু কৌতুকং॥ ৪১॥

জোনাকিপোকা ও ভূলতা (কেঁচো) চূর্ণ করিয়া ললাটে তিলক করিবে। ইহাতে সেই ব্যক্তির কপাল হইতে অগ্নিবৎ জ্যোতিঃ বহির্গত হয়॥ ৪১॥

ত্র্যূষণং চর্ব্বয়েদাদৌ তৎকল্কে নরমূত্রকং। একীকৃত্য লিপেচ্ছীর্ষে বর্ত্তিস্তত্রৈব ধারয়েৎ। জ্বলন্তী ন দহত্যেব কেশমাত্রং ন সংশয়ঃ॥ ৪২॥

অগ্রে ত্রিকটু অর্থাৎ মরিচ, পিপুল, শুণ্ঠী চর্ব্বণ করিয়া পরে নরমূত্রের সহিত ত্রিকটু পেষণ করিয়া এই পিষ্টদ্রব্য মস্তকে স্থাপনপূর্ব্বক তাহার উপরে একটি প্রজ্বলিত বর্ত্তি স্থাপন করিবে। ইহাতে সেই বর্ত্তি জ্বলিতে থাকিবে কিন্তু মস্তকের একটি কেশও দগ্ধ হইবে না॥ ৪২॥

বদনে কৃষ্ণসর্পস্য যববীজানি বাপয়েৎ। ফলিতে তানি বীজানি সমাদায় সুরক্ষয়েৎ। ক্ষিপেৎ সর্পকরণ্ডে তু তদৈব নাস্ত্যসৌ ফণী। ভুক্তেঽসৌ দৃশ্যতে সর্প ইতি চিত্রং মহাদ্ভুতং। পাষাণভেদমূলে তু চর্ব্বিতে সতি ভক্ষয়েৎ। পাষাণবদরাণ্ডাভাশ্চনকানি তু কৌতুকং॥ ৪৩॥

কৃষ্ণসর্পের মস্তকে যববীজ বপন করিয়া মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিয়া রাখিবে। পরে যৎকালে ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া ফল জন্মিবে তৎকালে ঐ বীজ আনিয়া রাখিবে। এই বীজ সর্পের বাসস্থানে নিক্ষেপ করিলে সেই স্থানে সর্প থাকিতে পারে না॥ ৪৩॥

মুণ্ডিরীফলপৃষ্ঠে তু ছিদ্রং কৃত্বা তু পারদং। নিক্ষিপেত্তিলমাত্রন্তু বর্ত্ত্যা তং বন্ধয়েত্ততঃ। জ্বলন্তীং নিক্ষিপেত্তেন রুদ্ধেত্তু চিত্রমুৎপতেৎ॥ ৪৪॥

মুণ্ডিরীফলের পৃষ্ঠে একটি ছিদ্র করিয়া তাহাতে একসরিসাপ্রমাণ পারদ নিক্ষেপ করিবে। পরে ঐ ছিদ্রের মুখে একটি সলিতা দিয়া তাহা প্রজ্বলিত করিবে। ইহাতে সেই বীজ উৎপতিত হইয়া থাকে॥ ৪৪॥

অস্পৃষ্টপুরুষায়াস্তু নার্য্যাঃ প্রথমজং রজঃ। বস্ত্রেণ গ্রাহয়িত্বা তু ততো গচ্ছেন্নদীতটং। মৎস্যগ্রাসী যদা পক্ষী মৎস্যমাদাতুমুদ্যতঃ। তৎপক্ষিণং সমৎস্যন্তু গৃহীত্বা চূর্ণয়েৎ পৃথক্। তচ্চূর্ণং করসংস্পৃষ্টং জলে ক্ষিপ্তং সমন্ততঃ। মৎস্যং দৃষ্ট্বা সমায়াতি করমধ্যে তু কৌতুকং॥৪৫॥

যে নারী কখনও পুরুষের সংসর্গ করে নাই, তাহার প্রথম রজোযোগ হইলে সেই রক্তবস্ত্রখণ্ডে লইয়া নদীতটে গমন করিবে এবং যখন কোন মৎস্যভোজী পক্ষী মৎস্যগ্রহণ করিতে উদ্যত হইবে তখন সেই পক্ষী ও সেই মৎস্য গ্রহণ করিবে। পরে পূর্ব্বোক্তবস্ত্র এবং এই পক্ষী ও মৎস্য পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া রাখিবে। এই সকল চূর্ণ একত্র করিয়া হস্তে মাখিয়া জলে নিক্ষেপ করিবে। ইহাতে মৎস্যসকল আকৃষ্ট হইয়া হস্তমধ্যে আসিয়া থাকে॥ ৪৫॥

ঋতৌ স্ত্রীযোনিমধ্যস্থং সৌবীরং দিনসপ্তকং।
তং হুত্বা পাবকে চিত্রমার্দ্রমেব প্রদৃশ্যতে॥ ৪৬॥

ঋতুকালে স্ত্রীর * সপ্তাহ পর্য্যন্ত কাঁজিদ্বারা সেচন করিয়া তাহা অগ্নিতে হোম করিবে। ইহাতে সেই কাঁজি শুষ্ক হইবে না আর্দ্রই থাকিবে॥ ৪৬॥

মাতুলুঙ্গস্য বীজানি পুষ্যে সৌবীরমঞ্জনং। একীকৃত্যৈব জুহুয়াদ্ধাত্রীকাষ্ঠাগ্নিতেঽনলে। স দৃশ্যতে রুদ্রগণো লম্বমানে সিতে পুরে॥ ৪৭॥

পুষ্যানক্ষত্রে গোড়ালেবুর বীজ ও সৌবীরাঞ্জন একত্র করিয়া আমলকীকাষ্ঠের অগ্নিতে হোম করিবে। ইহাতে সেই ব্যক্তি রুদ্রগণ দেখিতে পায়॥ ৪৭॥

মুনিপুষ্পরসে পুষ্যে ঘৃষ্ট্বা স্রোতোঽঞ্জনং ততঃ।
অঞ্জিতাক্ষো নরঃ পশ্যেন্মধ্যাহ্নে তারকাগণং॥ ৪৮॥

পুষ্যানক্ষত্রে বকপুষ্পরসে স্রোতোঽঞ্জন মিশ্রিত করিয়া চক্ষুঃ অঞ্জিত করিলে সেই ব্যক্তি দিবসে তারকা দেখিতে পায়॥ ৪৮॥

মাতুলুঙ্গস্য বীজোত্থং তৈলং তাম্রস্য ভাজনে।
স্থাপয়েদাতপে পশ্যেন্মধ্যাহ্নে সরথং রবিং॥ ৪৯॥

গোড়ালেবুর বীজের তৈল তাম্রপাত্রে স্থাপন করিয়া রৌদ্রে রাখিবে। মধ্যাহ্নসময়ে এই তৈলে দৃষ্টিপাত করিলে রথের সহিত সূর্য্য দেখিতে পায়॥ ৪৯॥

বিল্বপত্ররসৈঃ সিদ্ধং গুঞ্জামূলং জনান্তিকে।
অঞ্জিতাক্ষো নরঃ পশ্যেৎ পিশাচানতিকৌতুকং॥ ৫০॥

বিল্বপত্রের স্বরস লইয়া তাহাতে গুঞ্জামূল সিদ্ধ করিবে এই সিদ্ধকৃত রসে চক্ষুঃ অঞ্জিত করিলে সেই ব্যক্তি পিশাচ দেখিতে পায়॥ ৫০॥

অঙ্গারং শিখিপিত্তেন পিষ্ট্বা চাগ্রদলে ভবেৎ।
পাবকং তন্মুখে ধৃত্বা বহ্নের্জ্বালং সুদৃশ্যতে॥ ৫১॥

ময়ূরের পিত্তে অঙ্গার পেষণ করিয়া তাহা প্রজ্বালিত করিবে। এই অগ্নি মুখে ধারণ করিলে মুখে তাপ লাগে না অথচ অগ্নির জ্বালা দৃষ্ট হয়॥ ৫১॥

ধুস্তুরতৈলসংযুক্তা বিষচূর্ণেন লোলিতা।
বর্ত্তিঃ সা জ্বলিতা লোকৈঃ পুষ্পবদ্দৃশ্যতে ধ্রুবং॥ ৫২॥

একটি বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহা ধুস্তুরবীজের তৈলে আর্দ্র করিয়া বিষচূর্ণ ম্রক্ষণ করিবে। এই বর্ত্তি প্রজ্বালিত করিলে পুষ্পবৎ দৃষ্ট হয়॥ ৫২॥

বিহঙ্গপুচ্ছে তু যদা নিবধ্নাতি প্রদীপকং।
উল্কামিব প্রপশ্যন্তি সঞ্চরন্তীং নভঃস্থলে॥ ৫৩॥

পূর্ব্বোক্ত বর্ত্তি প্রজ্বালিত করিয়া কোন পক্ষীর পুচ্ছে বান্ধিয়া সেই পক্ষী ছাড়িয়া দিবে, যখন ঐ পক্ষী আকাশে উড়িতে থাকে তখন উল্কাবৎ দৃষ্ট হয়॥ ৫৩॥

ভল্লাতকোদ্ভবং তৈলং মৃতমৎস্যেষু লেপয়েৎ।
তে জীবন্তি জলে ক্ষিপ্তাঃ সদ্যঃ সদ্যোহতা ইব॥৫৪॥

ভল্লাতকবীজের তৈল সদ্যোমৃতমৎস্যে লেপন করিয়া জলে ছাড়িয়া দিলে সেই মৎস্য তৎক্ষণাৎ জীবিত হয়॥ ৫৪॥

মণ্ডূকবসয়া দীপ্তমারণ্যে জ্বালয়েন্নিশি।
চতুর্দ্দিক্ষু চ তন্মধ্যে সাগরো দৃশ্যতে জনৈঃ॥ ৫৫॥

কোন অরণ্যমধ্যে মণ্ডূকের বসাদ্বারা প্রদীপ জ্বালিলে সেই স্থানের চতুর্দ্দিকে সমুদ্রবৎ দেখা যায়॥ ৫৫॥

শ্বেতখর্জ্জূরমূলন্তু ভূলতা শ্বেতমভ্রকং। পেষয়েচ্ছিখিপিত্তেন মুষ্ট্যা বদ্ধা তু তন্নিশি। গৃহোপরিবিনিক্ষিপ্তে দৃশ্যতে জ্বলদগ্নিবৎ॥ ৫৬॥

শ্বেতখর্জ্জূরের মূল, কেঁচো ও শ্বেতঅভ্র এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ময়ূরপিত্তে পেষণ করিয়া তাহা গৃহোপরি নিক্ষেপ করিলে জ্বলদগ্নিবৎ দৃষ্ট হয়॥ ৫৬॥

ধাত্রিকাবীজপিষ্টেন লিপ্তং কৃত্বা প্রযত্নতঃ।
বহুকালপ্রদীপস্তু দীপোজ্জ্বলতি কৌতুকং ॥ ৫৭ ॥

আমলকীর বীজ পেষণ করিয়া পিণ্ডাকার করিবে, এই পিণ্ড প্রজ্বালিত করিলে চিরকাল জ্বলিতে থাকে ॥ ৫৭ ॥

শ্মশানাদগ্নিমাদায় চতুরঙ্গারসম্মতং। শর্করা চ চতুস্তস্মাদ্ গোনসা-বসয়া লিপেৎ। ছাগদুগ্ধে বিনিক্ষিপ্য কাষ্ঠমধ্যে বিনিক্ষিপেৎ। আদিত্যরশ্মিসম্পর্কাজ্জ্বলত্যেব ন সংশয়ঃ। তৎকাষ্ঠং কৌতুকং লোকে জায়তে শিব-ভাবিতং ॥ ৫৮ ॥

চারিখণ্ড অঙ্গারের সহিত শ্মশানের অগ্নি আনিয়া ঐ অঙ্গার সর্পবসাদ্বারা লেপন করিয়া ছাগদুগ্ধে নিক্ষেপ করিবে। পরে এই অঙ্গার কাষ্ঠমধ্যে নিক্ষেপ করিলে সূর্য্যরশ্মিযোগে তৎক্ষণাৎ সেই কাষ্ঠ জ্বলিয়া উঠে। ইহা মহাদেবের বাক্য ॥ ৫৮ ॥

উন্মত্তস্য তু কাষ্ঠানি কোদ্রবস্য তৃণানি চ। সংদহ্য বন্ধয়েদ্বস্ত্রে দীপং প্রজ্বাল্য কজ্জলং। অঞ্জয়েত্তেন নেত্রঞ্চ দিবা পশ্যতি তারকান্ ॥ ৫৯ ॥

ধুতুরার কাষ্ঠ ও গোধূমতৃণ একত্র দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম বস্ত্রে বন্ধন করিয়া রাখিবে, পরে এই বস্ত্র দগ্ধ করিয়া তাহার অগ্নিশিখায় কজ্জলপাত করিবে। এই কজ্জলদ্বারা চক্ষুঃ অঞ্জিত করিলে দিবাতে তারকা দেখিতে পায় ॥ ৫৯ ॥

রক্তার্জ্জুনস্য মূলেন তিলকে জলঘর্ষিতঃ।
কৃতে হ্যযুতহস্তোঽসৌ দৃশ্যতে রাক্ষসাকৃতিঃ ॥ ৬০ ॥

রক্তবর্ণ অর্জ্জুনবৃক্ষের মূল জলে ঘর্ষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে সেই ব্যক্তিকে দশসহস্র হস্তবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর রাক্ষসাকৃতি দেখা যায় ॥ ৬০ ॥

কৃকলাসস্য সংগৃহ্য পুচ্ছং দক্ষিণপার্শ্বতঃ। ত্রিলৌহ-বেষ্টিতং বক্ত্রে ধৃতং চানন্তরূপধৃক্। ওঁ সঙ্কোচায় স্বাহা। অনেন মন্ত্রেণাষ্টোত্তরসহস্রজপ্তে সিদ্ধিঃ ॥ ৬১ ॥

কৃকলাসের পুচ্ছ গ্রহণ করিয়া তাহা ত্রিলৌহমধ্যগত করিয়া মুখে ধারণ করিলে সেই ব্যক্তি নানারূপধারী হইতে পারে। ওঁ সঙ্কোচায় স্বাহা এই মন্ত্র অষ্টোত্তরসহস্র জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে এই প্রকরণোক্ত কার্য্যসকল ফলদায়ক হইবে ॥ ৬১ ॥

সিন্দূরবর্ণভূনাগবর্ত্তিদীপস্য তেজসা।
যদ্বস্তু দৃশ্যতে তত্র তত্তচ্চ স্বর্ণবদ্ভবেৎ ॥ ৬২ ॥

সিন্দুরবর্ণকেঁচো আনিয়া তদ্দ্বারা বর্ত্তি প্রজ্বালিত করিবে। এই বর্ত্তিতে প্রদীপ জ্বালিয়া তাহাতে কজ্জলপাত করিবে। এই কজ্জলদ্বারা চক্ষুঃ অঞ্জিত করিয়া যে যে বস্তু দর্শন করে সেই সেই দ্রব্য স্বর্ণবর্ণ দেখিতে পায় ॥ ৬২ ॥

কার্পাস-বীজং সর্পস্য বক্ত্রে ক্ষিপ্ত্বা খনেদ্ ভুবি।
তজ্জাতবর্ত্তিকাদীপঃ সর্পতৈলেন দীপিতঃ
যদ্রাত্রৌ তত্তৎ সর্পোপমং ভবেৎ ॥ ৬৩ ॥

সর্পের মস্তকে কার্পাসবীজ বপন করিয়া তাহা প্রোথিত করিয়া রাখিবে। এই বীজে বৃক্ষউৎপন্ন হইয়া ফল জন্মিলে সেই কার্পাস গ্রহণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে এই বর্ত্তিতে সর্পতৈল মিশ্রিত করিয়া প্রদীপ জ্বালিবে। এইরূপ করিলে সেই গৃহে যে যে বস্তু দেখিতে পায়, সেই সেই দ্রব্য সর্পবৎ দৃষ্ট হয় ॥ ৬৩ ॥

এরণ্ডতৈলজং দীপং শমীপুষ্পাহিকঞ্চুকং।
কার্পাসজা ভবেদ্বর্ত্তিশ্চিত্রং পশ্যন্তি পূর্ব্ববৎ ॥ ৬৪ ॥

সমীপুষ্প, সাপের খোলস ও কার্পাস এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া বর্ত্তি করিবে। এই বর্ত্তি এরণ্ডতৈলে আর্দ্র করিয়া গৃহে প্রদীপ জ্বালিলে সেই গৃহে কেবল সর্প দৃষ্ট হয় ॥ ৬৪ ॥

শ্বেতার্কসম্ভবাং বর্ত্তিং সর্পতৈলযুতাং নিশি।
প্রজ্বাল্য সর্পবৎ সর্ব্বং গৃহে পশ্যতি পূর্ব্ববৎ ॥ ৬৫ ॥

শ্বেতআকন্দের তুলাদ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া সর্পতৈলের সহিত গৃহে প্রদীপ জ্বালিবে, ইহাতে সেই গৃহে কেবল সর্প দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬৫ ॥

হস্তর্ক্ষে সিন্ধুবারস্য মূলমাদায় যত্নতঃ।
স্পর্শনে বন্ধুবিচ্ছেদং কুরুতে শীঘ্রমদ্ভুতং ॥ ৬৬ ॥

হস্তানক্ষত্রে নিসিন্দাবৃক্ষের মূল উত্তোলন করিয়া রাখিবে। এই মূল বন্ধুদিগের মধ্যে স্পর্শ করাইলে তাহাদের বিচ্ছেদ হইয়া থাকে ॥ ৬৬ ॥

মাংসং রক্তোৎপলং তুল্যং কৃকলাসস্য যোজয়েৎ।
তন্মলৈগু টিকাস্পর্শাত্তালযন্ত্রং ভিনত্ত্যলং ॥ ৬৭ ॥

কৃকলাসের মাংস, মল ও রক্তোৎপল একত্র করিয়া গুটিকা করিবে। এই গুটিকা স্পর্শ করিলে বাদ্যযন্ত্র ভগ্ন হইয়া যায় ॥ ৬৭ ॥

তন্মাংসং শোণিতং গ্রাহ্যং তন্মন্ত্রেণাভিমন্ত্রিতং। ভৃঙ্গারবটপুষ্পৈশ্চ বেষ্টয়িত্বা স্থিতং করে। স্পৃষ্টমাত্রে মহাশ্চর্য্যং তালযন্ত্রং ভিনত্ত্যলং ॥ ৬৮ ॥

কৃকলাসের মাংস ও রক্ত গ্রহণ করিয়া তাহা পশ্চাল্লিখিত মন্ত্রে অভি-মন্ত্রিত করিবে, পরে বটপুষ্পদ্বারা বেষ্টন করিয়া হস্তমধ্যে রাখিবে। এই হস্তদ্বারা বাদ্যযন্ত্র স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা ভগ্ন হইয়া যায় ॥ ৬৮ ॥

তন্মাংসং বটপত্রেণ বেষ্টিতং হস্তমধ্যগং।
ব্রহ্মাণ্ডেঽপি স্থিতঃ পক্ষী দৃশ্যতে পতিতো ধ্রুবং ॥৬৯॥

কৃকলাসের মাংস বটপত্রে বেষ্টন করিয়া হস্তমধ্যে রাখিয়া অতি উচ্চ-স্থিত পক্ষীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সেই পক্ষী তৎক্ষণাৎ পতিত হয় ॥ ৬৯ ॥

তন্মাংসং রাজবৃক্ষস্য পুষ্পঞ্চ হস্তমধ্যগং।
বৃক্ষারূঢ়ং তুরগগতং চিত্রং পশ্যতি মানবঃ ॥ ৭০ ॥

সোনালুবৃক্ষের পুষ্প একত্র হস্তমধ্যে রাখিয়া বৃক্ষে ...ল তাহাকে অশ্বারূঢ় দেখা যায় ॥ ৭০ ॥

শিরীষপুষ্পৈস্তন্মাংসং বেষ্টিতং হস্তধারিতং।
স্পৃষ্টমাত্রেণ নারীণাং রণং যাত্যতিকৌতুকং ॥ ৭১ ॥

কৃকলাসের মাংস শিরীষপুষ্পদ্বারা বেষ্টন করিয়া হস্তমধ্যে ধারণপূর্ব্বক স্ত্রীলোকদিগকে স্পর্শ করিলে তাহাদের বিবাদ উপস্থিত হয় ॥ ৭১ ॥

কচ্ছপস্য শিরোগ্রাহ্যং লজ্জালীমিন্দ্রগোপিকাং। কাকজঙ্ঘাভবং বীজং তথা শতপদীকৃমিং। পঞ্চভির্ব্বটিকা কার্য্যানামিকামধ্যগা শুভা। তদ্দর্শনাৎ স্তনং যাতি স্পৃষ্টে বাথ মহাদ্ভুতং ॥ ৭২ ॥

কচ্ছপের মস্তক, লজ্জালীলতা, ইন্দ্রগোপকীট, কাকজঙ্ঘা বৃক্ষের বীজ ও শতপদীকীট এই পঞ্চদ্রব্য একত্রে পেষণ করিয়া গুটিকা করিবে। এই গুটিকা অনামার মধ্যে রাখিয়া কোন স্ত্রীকে স্পর্শ করাইলে সেই স্ত্রীর স্তন পতিত হয়। এই গুটিকা কনিষ্ঠা ও অনামিকার মধ্যে ধারণ করিয়া স্পর্শ করিলে ঐ স্তন পুনর্ব্বার উত্থিত হয় ॥ ৭২ ॥

কৃকলাসভবং চূর্ণং কূর্ম্মাহিতৈলপাচিতং।
তেন লিপ্তঃ স্তনোদ্গচ্ছেত্তৎক্ষণাদ্বারযোষিতঃ ॥ ৭৩ ॥

কৃকলাসের মাংস চূর্ণ করিয়া কচ্ছপের ও সর্পের তৈলে পাক করিবে। এই তৈলদ্বারা স্তনলেপন করিলে বারাঙ্গনাদিগের স্তনোত্থান হইয়া থাকে ॥ ৭৩ ॥

অঙ্কোলোত্থেন তৈলেন লিপ্তহস্তেন মর্দ্দয়েৎ। নির্গুণ্ডী-বীজকং ভূমৌ ক্ষিপ্তং ভবতি বৃশ্চিকং। ইত্যেবং সর্ব্ব-যোগানাং মন্ত্ররাজং শিবোদিতং। পূর্ব্বমেবাযুতং জপ্ত্বা ততঃ সিধ্যতি কৌতুকং। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় উড্ডামরেশ্বরায় বহুরূপায় নানারূপধরায় সহ সহ সস নৃত্য নানাকৌতুকেন্দ্রজালদর্শনায় হুঁ ফট্ ঠঃ ঠঃ স্বাহা। অনেন মন্ত্রেণ সর্ব্বযোগানভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ৭৪ ॥

অঙ্কোলীতৈলে হস্তলেপন করিয়া সেই হস্তে নিসিন্দাবীজ মর্দ্দন করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। ইহাতে সেইস্থানে বৃশ্চিক উৎপন্ন হয়। এই সকল কার্য্যে ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ইত্যাদি মন্ত্র পূর্ব্বে দশসহস্র জপ করিয়া পরে কার্য্য করিবে। এইরূপ করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুনবিরচিতে কক্ষপুটে ইন্দ্র-
জালবিদ্যাসাধনং নাম ত্রয়োদশঃ পটলঃ ॥

——(০)——

অথ যক্ষিণীসাধনং।

সর্ব্বাষাং যক্ষিণীনাস্তু ধ্যানং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ। ভগিনীমাতৃপুত্রীস্ত্রীরূপতুল্যা যথেপ্সিতা। লক্ষমেকং জপেন্মন্ত্রং বটবৃক্ষতলে শুচিঃ। বন্ধূককুসুমৈঃ পশ্চান্মধ্বাজ্যক্ষীরমিশ্রিতৈঃ। দশাংশং যোনিকুণ্ডে তু হুত্বা দেবী প্রসীদতি। বিচিত্রাং সাধকস্তেন প্রযচ্ছতি সমীহিতং। ওঁ বিচিত্রে চিত্ররূপেণ সিদ্ধিং কুরু কুরু স্বাহা ॥ ১ ॥

অনন্তর যক্ষিণী-সাধন-প্রক্রিয়া কথিত হইতেছে। সর্ব্বপ্রকার যক্ষিণীসাধনে অগ্রে সংযতচিত্ত হইয়া যক্ষিণীর ধ্যান করিবে। সাধক ইচ্ছানুসারে যক্ষিণীকে মাতা, ভগিনী, কন্যা কিম্বা স্ত্রীরূপে ভাবনা করিয়া সাধন করিবে। সাধক শুদ্ধচিত্ত হইয়া বটবৃক্ষমূলে উপবেশনপূর্ব্বক ওঁ বিচিত্রে চিত্ররূপে ইত্যাদি মন্ত্র একলক্ষ জপ করিয়া পশ্চাৎ মধু, ঘৃত ও দুগ্ধমিশ্রিত বন্ধূক-পুষ্পদ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে। * কুণ্ড করিয়া এই হোম করিতে হইবে। এইরূপে জপহোমাদি করিলে বিচিত্রা যক্ষিণী প্রসন্না হইয়া সাধকের অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করেন ॥ ১ ॥

ত্রিপথস্থো জপেন্মন্ত্রং লক্ষমেকং দশাংশতঃ। ঘৃতাক্তৈ-র্গুগ্গুলৈর্হোমৈর্ব্বিচিত্রা সিদ্ধিদা ভবেৎ। ঐঁ হ্রীঁ মহা-নন্দে ভীষণে হ্রাঁ হুঁ স্বাহা ॥ ২ ॥

ত্রিপথস্থানে উপবেসন করিয়া ঐঁ হ্রীঁ মহানন্দে ভীষণে ইত্যাদি মন্ত্র একলক্ষ জপ করিবে। পরে ঘৃতাক্ত গুগ্গুলুদ্বারা জপের দশাংশহোম করিবে। ইহাতে দেবী সাধকের অভিলষিত সিদ্ধি প্রদান করেন ॥ ২ ॥

গত্বা যক্ষগৃহং মন্ত্রী নগ্নো ভূত্বা জপেন্মনুং। দিনৈক-বিংশতিং কুর্য্যাৎ পূজাং কৃত্বা ততো নিশি। আবর্ত্তয়েত্ততো মন্ত্রমেকচিত্তেন সাধকঃ। নিশার্দ্ধে বাঞ্ছিতং দ্রব্যং দেব্যা-গম্য প্রযচ্ছতি। ওঁ হ্রীঁ নখকেশী কনকবতি স্বাহা ॥ ৩ ॥

সাধক যক্ষগৃহে গমন করিয়া নগ্ন হইয়া ওঁ হ্রীঁ নখকেশি কনকবতি স্বাহা। এই মন্ত্র জপ করিবে। এইপ্রকারে একবিংশতি দিবস মন্ত্র জপ করিয়া রাত্রিকালে পূজা করিতে থাকিবে। এইরূপ জপপূজাদি করিলে অর্দ্ধরাত্রিসময়ে দেবী আগমন করিয়া সাধকের বাঞ্ছিত দ্রব্য প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

লক্ষত্রয়ং জপেন্মন্ত্রং দশাংশং গুগ্গুলুং হুনেৎ। লাক্ষা উৎপলকং বাথ ধ্যাত্বা সর্ব্বাঙ্গলোচনাং। পট্টে পটে বা সংলেখ্য হোমান্তে চিন্তিতপ্রদা। ওঁ কুবলয়ে হিলি হিলি তু তু তু সিদ্ধি সিদ্ধেশ্বরি হ্রীঁ স্বাহা ॥ ৪ ॥

ওঁ কুবলয়ে হিলি হিলি ইত্যাদি মন্ত্র তিন লক্ষজপ করিয়া গুগ্গুলু, লাক্ষা, অথবা উৎপলদ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে। হোমান্তে পটে দেবীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া দেবীকে চিন্তা করিবে। ইহাতে দেবী সাধকের প্রতি প্রসন্না হইয়া সাধকের অভিলষিত দ্রব্যপ্রদান করেন ॥ ৪ ॥

জপেল্লক্ষদ্বয়ং মন্ত্রী শ্মশানে নির্ভয়ো মনুং। দশাংশং জুহুয়াৎ সাজ্যং হুত্বা তুষ্যতি বিভ্রমা। পঞ্চাশন্মানুষাণাঞ্চ দত্তে সা ভোজনং সদা। ওঁ হ্রীঁ বিভ্রমরূপে বিভ্রমে কুরু কুরু এহ্যেহি ভগবতি স্বাহা ॥ ৫ ॥

সাধক শ্মশানে উপবেশন করিয়া নির্ভয়চিত্তে ওঁ হ্রীঁ বিভ্রমরূপে ইত্যাদি মন্ত্র দুই লক্ষ জপ করিবে এবং জপান্তে ঘৃতদ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে এইরূপ সাধন করিলে দেবী প্রসন্না হইয়া প্রতিদিন পঞ্চাশজনের ভোজনদ্রব্য প্রদান করেন ॥ ৫ ॥

শাকযূষপয়ঃশক্তুভক্ষঃ শ্বেতকম্বলাসনে। দেবতাং পূজয়েন্নিত্যং জপেল্লক্ষং ত্রয়োদশং। পায়সং হোময়েৎ পশ্চাৎ সহস্রৈকেন সিধ্যতি। নিত্যং লোকসহস্রস্য ভোজনং সা প্রযচ্ছতি। লক্ষায়ুর্দ্ধিব্যবর্ষাণি দত্তে সা শঙ্করোদিতা ॥ ওঁ হ্রীঁ জলপাণী পিঙ্গল পিঙ্গল হুঁ ব্লুঁ স্বাহা ॥ ৬ ॥

সাধক শাক, যূষ, দুগ্ধ ও শক্তু এই সকল দ্রব্য আহার করিয়া শ্বেত-কম্বলাসনে উপবেশনপূর্ব্বক ওঁ হ্রীঁ জলপাণী ইত্যাদি মন্ত্র ত্রয়োদশলক্ষ জপ করিয়া দেবীর পূজা করিবে এবং পায়সদ্বারা একসহস্র হোম করিতে হইবে। এইরূপ জপ পূজাদি করিলে দেবী প্রসন্না হইয়া প্রতিদিন সহস্র লোকের ভোজনদ্রব্য প্রদান করেন এবং দেবপরিমাণে লক্ষবৎসর সাধকের পরমায়ু দিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

লক্ষমুৎপলশাকোত্থং হুত্বা মন্ত্রমিমং জপেৎ। লক্ষৈকাদশমাবর্ত্ত্য হুত্বা মধ্যে শশিগ্রহে। অথবা মালতী-পুষ্পৈর্হুত্বা ভানুসহস্রকং। ভানুমুক্তে ভবেদ্ যাবৎ পূর্ণান্তে সিদ্ধ্যতি ধ্রুবং। সহস্রস্তু জপাদ্যন্তে সহস্রাণাস্তু ভোজনং। ওঁ ভূতে সুলোচনে ব্লুঁ ॥ ৭ ॥

সাধক চন্দ্রগ্রহণকালে উৎপলদ্বারা লক্ষ হোম করিয়া ওঁ ভূতে ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে একাদশলক্ষ জপ করিয়া পুনর্ব্বার মালতীপুষ্প-দ্বারা দ্বাদশসহস্র হোম করিতে হইবে। এইরূপ জপ পূজাদি করিলে দেবী প্রসন্না হইয়া প্রতিদিন সহস্র ব্যক্তির ভোজ্যদ্রব্য প্রদান করেন ॥ ৭ ॥

শঙ্খলিপ্তে পটে দেবীং গৌরবর্ণাং ধৃতোৎপলাং। সর্ব্বালঙ্কারিণীং দিব্যাং সমালিখ্যার্চ্চয়েৎ পুনঃ। জাতী-পুষ্পৈঃ সোপচারৈঃ সহস্রৈকং ততো জপেৎ। ত্রিসন্ধ্যাং সপ্তরাত্রস্তু ততো রাত্রৌ শুচির্জ্জপেৎ। অর্দ্ধরাত্রে গতে দেবী সমাগত্য প্রযচ্ছতি। পঞ্চবিংশতিদীনারান্ প্রত্যহং সা প্রযচ্ছতি ওঁ হ্রীঁ রতিপ্রিয়ে স্বাহা ॥ ৮ ॥

শঙ্খলিপ্তপটে গৌরবর্ণা উৎপলধারিণী সর্ব্বালঙ্কারবিভূষিতাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া জাতিপুষ্প ও বিবিধ উপহার দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে ওঁ হ্রীঁ রতিপ্রিয়ে স্বাহা এই মন্ত্র প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা এক সহস্র করিয়া জপ করিবে। এইরূপে সপ্তাহ জপ করিয়া রাত্রিতে শুদ্ধচিত্ত হইয়া জপ করিতে হইবে। অর্দ্ধরাত্রসময়ে দেবী আগমন করিয়া প্রতিদিন পঞ্চবিংশতি সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

একবিংশদ্দিনং যাবদুদয়াস্তময়ং জপেৎ। নিত্যং সায়ং স্বমাহারপিণ্ডং হর্ম্ম্যোপরি ক্ষিপেৎ। ত্রিসপ্তাহে তু সা তুষ্টা শয্যাং গত্বা পিশাচিকা। পঞ্চবিংশতিদীনারান্ দদাতি প্রতিবাসরং। কর্ণে কথয়তি ক্ষিপ্রং যদ্যৎ প্রচ্ছ-ত্যসৌ ক্রমাৎ। ওঁ হ্রীঁ চঃ চঃ কম্বলকে গৃহ্ন পিণ্ডং পিশাচিকে স্বাহা ॥ ৯ ॥

ওঁ হ্রীঁ চঃ চঃ কম্বল ইত্যাদি মন্ত্র সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্তপর্য্যন্ত প্রতিদিন জপ করিবে এবং সায়ংকালে প্রাসাদোপরি আহারীয়দ্রব্য প্রদান করিবে। এইরূপে একবিংশতিদিবস কার্য্য করিলে পিশাচী যক্ষিণী সন্তুষ্টা হইয়া সাধকের নিকট আগমন করিয়া থাকেন এবং প্রতি-দিন পঞ্চবিংশতি সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করেন। সাধক দেবীকে যে যে কথা জিজ্ঞাসা করে তৎক্ষণাৎ তাহার কর্ণে সেই সেই প্রশ্নের উত্তর বলিয়া দেন ॥ ৯ ॥

গৃহে বা রণ্য একান্তে লক্ষমেকং জপেন্মনুং। পুষ্প-ধূপাদিভিঃ পূজাং নিত্যং কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ। পঞ্চামৃতৈ-র্দ্দশাংশেন হুতে দেবী প্রসীদতি। দীনারাণাং সহস্রৈকং প্রত্যহং তোষিতা সতী। ওঁ গুলু গুলু চন্দ্রামৃতময়ি অব জাতিলং হুলু হুলু চন্দ্রগিরে স্বাহা ॥ ১০ ॥

স্বীয় গৃহে কিম্বা নির্জ্জন অরণ্যে বসিয়া ওঁ গুলুগুলু ইত্যাদি মন্ত্র একলক্ষ জপ করিবে তৎপরে পুষ্পধূপাদি বিবিধ উপহারে দেবীর পূজা করিয়া পঞ্চামৃতদ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে ইহাতে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া সাধককে প্রতিদিন একসহস্র সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করেন ॥ ১০ ॥

একলিঙ্গে মহাদেবং ত্রিসন্ধ্যং পূজয়েৎ সদা। ধূপং দত্ত্বা জপেন্মন্ত্রী ব্রূহি সা ত্বং কিমিচ্ছসি। দেবি দারিদ্র্য-দগ্ধোঽস্মি তন্মে নাশকরী ভব। ততো দদাতি সা তুষ্টা বিত্তায়ুশ্চিরজীবিতং। ওঁ হ্রীঁ আগচ্ছ সুরসুন্দরি স্বাহা ॥ ১১ ॥

সাধক এক শিবলিঙ্গমন্দিরে প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা মহাদেবের পূজা করিয়া ধূপপ্রদানপূর্ব্বক ওঁ আগচ্ছ সুরসুন্দরী স্বাহা। এই মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। এইরূপ করিলে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া সাধককে বলেন তুমি কি ইচ্ছা কর। তখন সাধক বলিবে, দেবি! আমি দারিদ্র্য দোষে ক্লেশ পাইতেছি তুমি আমার দারিদ্র্য বিনাশ কর। তৎপরে দেবী সাধককে বিপুলবিত্ত ও চিরায়ুঃ প্রদান করেন ॥ ১১ ॥

কুঙ্কুমেন সমালিখ্য ভূর্জ্জপত্রে সুলক্ষণাং। প্রতি-পত্তিথিমারভ্য পূজাং কৃত্বা জপেত্ততঃ। ত্রিসন্ধ্যং

ত্রিসহস্রন্তু মাসান্তে পূজয়েন্নিশি। সম্পূর্ণার্দ্ধরাত্রে তু সমাগত্য প্রযচ্ছতি। দীনারাণাং সহস্রৈকং প্রত্যহং পরিতোষিতা। ওঁ হ্রীঁ অনুরাগিণি মৈথুনপ্রিয়ে স্বাহা ॥১২॥

ভূর্জ্জপত্রে কুঙ্কুমদ্বারা দেবীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া প্রতিপৎতিথি হইতে একমাসপর্য্যন্ত ত্রিসন্ধ্যা তিন সহস্র করিয়া জপ করিবে। এইরূপে জপ করিয়া মাসান্তে অর্দ্ধরাত্রিসময়ে পূজা ও জপ করিতে থাকিবে। ইহাতে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া প্রতিদিন সহস্র সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করেন ॥ ১২ ॥

নদীতীরে শুভে দেশে চন্দনেন সুমণ্ডলং। বিধায় পূজয়েদ্দেবীং ততো মন্ত্রাযুতং জপেৎ। ত্রিসপ্তাহং জপেদেবং প্রসন্নে বিরতস্তদা। দীনারাণাং সহস্রৈকং ব্যয়ং কুর্য্যাদ্দিনে দিনে। বিনা ব্যয়েন সা ক্রুদ্ধা ন দদাতি কদাচন। ওঁ হ্রী সর্ব্বকামদে মনোহরে স্বাহা ॥১৩॥

নদীতীরে শুদ্ধস্থানে উপবেশন করিয়া চন্দনদ্বারা মণ্ডলপ্রস্তুত করিবে। পরে ঐ মণ্ডলে দেবীর পূজা করিয়া ওঁ হ্রীঁ সর্ব্বকামদে ইত্যাদি মন্ত্র দশসহস্র জপ করিয়া দেবীকে প্রসন্না করিবে ইহাতে দেবী তৎক্ষণাৎ আগমন করিয়া একসহস্র সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিবেন। সাধক এই মুদ্রা প্রতিদিন ব্যয় করিবে, ব্যয় না করিলে দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া আর কখনও প্রদান করেন না ॥ ১৩ ॥

মন্ত্রাযুতং জপেন্মন্ত্রী প্রাতঃ সূর্য্যোদয়ে সতি। মাসমেকং জপেদেবং পূজাং কুর্য্যাদ্দিনে দিনে। শঙ্খসংলিপ্তপট্টে তু শুভ্রপুষ্পৈঃ সপায়সৈঃ। দশাংশং হোমযেৎ সাজ্যৈরিন্ধনৈঃ করবীরজৈঃ। দদাতি শঙ্খিনী তুষ্টা নিত্যং রূপ্যকপঞ্চকং। ওঁ হ্রীঁ শঙ্খচারিণি শঙ্খাভরণে হ্রাং হ্রীঁ ক্লীঁ ঐঁ আং স্বাহা ॥ ১৪ ॥

প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় হইলে ওঁ হ্রীঁ শঙ্খচারিণি ইত্যাদি মন্ত্র দশসহস্র জপ করিবে। এইরূপে একমাস প্রতিদিন জপ ও পূজা করিবে। পরে শঙ্খলিপ্ত পটে দেবীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া শুভ্র পুষ্পাদিদ্বারা পূজা করিতে হইবে। তৎপরে করবীকাষ্ঠের অগ্নিতে সাজ্যপায়সদ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে। এই কার্য্য করিলে শঙ্খিনী দেবী সন্তুষ্টা হইয়া প্রতিদিন পঞ্চ রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

সহস্রাষ্টমিমং মন্ত্রং জপেৎ সপ্তদিনাবধি। প্রত্যহং মণিভদ্রাখ্যং প্রযচ্ছত্যেকরূপকং। ওঁ নমো মণিভদ্রায় নমঃ পূর্ণায় নমো মহাযক্ষসেনাধিপতয়ে মোট মোট ধরাহ স্বাহা ॥ ১৫ ॥

ওঁ নমো মণিভদ্রায় ইত্যাদি মন্ত্র প্রতিদিন অষ্টসহস্র করিয়া জপ করিবে। এইরূপে সপ্তাহ জপ করিলে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া সাধককে প্রতিদিন এক রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করেন ॥ ১৫ ॥

চতুর্লক্ষমিমং মন্ত্রং জপেৎ ত্যাগা প্রসীদতি। দদাতি চিন্তিতানার্থাংস্তস্য ভোগায় মন্ত্রিণঃ। ওঁ অহো ত্যাগি মম ত্যাগার্থং দেহি মে বিত্তং বীরসেবিতং স্বাহা ॥ ১৬ ॥

ওঁ অহো ত্যাগি ইত্যাদি মন্ত্র চারিলক্ষ জপ করিবে। ইহাতে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া সাধকের অভিলাষিত অর্থ ও ভোগ্যবস্তু প্রদান করেন ॥ ১৬ ॥

রাত্রৌ রাত্রৌ জপেন্মন্ত্রং সাগরস্য তটে শুচিঃ। লক্ষজাপে কৃতে সিদ্ধো দত্তে সাগরচেটকঃ। রত্নত্রয়ং তদামৌল্যং তেন মন্ত্রী সুখী ভবেৎ। ওঁ নমো ভগবন্ রুদ্র দেহি রত্নানি জলরাশে নমোস্তুতে স্বাহা ॥ ১৭ ॥

রাত্রিতে সমুদ্রের তীরে উপবেশন করিয়া শুদ্ধচিত্তে ওঁ নমো ভগবান্ ইত্যাদি মন্ত্র একলক্ষ জপ করিবে। ইহাতে সাধক মহামূল্য তিনটি রত্ন লাভ করিয়া থাকে, এই রত্নে সাধক সুখী হইয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

একান্তে চ শুচৌ দেশে ত্রিসন্ধ্যং ত্রিসহস্রকং। মাসমেকং জপেন্মন্ত্রী ততঃ পূজাং সমারভেৎ। পুষ্পধূপাদিনৈবেদ্যঃ প্রদীপৈর্ঘৃতপূরিতৈঃ। রাত্রাবভ্যর্চ্চয়েৎ সম্যক্ সুস্থিরঃ সুমনাঃ সুধীঃ অর্দ্ধরাত্রে গতে দেবী সমাগত্য প্রযচ্ছতি। রসং রসায়নং দিব্যং বস্ত্রালঙ্কারভূষণং। ওঁ হ্রীং আগচ্ছ স্বামীশ্বরি স্বাহা ॥ ১৮ ॥

যে কোন নির্জনস্থানে বসিয়া ত্রিসন্ধ্যা তিনসহস্র করিয়া ওঁ হ্রীঁ আগচ্ছ ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। একমাস এইরূপে জপ করিয়া মাসান্তে দেবীর পূজা আরম্ভ করিবে। পুষ্প, ধূপ, নৈবেদ্য ও ঘৃত প্রদীপদ্বারা পূজা করিবে। অর্দ্ধরাত্রিসময়ে দেবী আগমন করিয়া বিবিধরস, রসায়নদ্রব্য, দিব্যবস্ত্র ও অলঙ্কার প্রদান করিয়া থাকেন ॥১৮॥

ত্রিপথস্থো বটাধঃস্থো রাত্রৌ মন্ত্রং জপেৎ সদা। লক্ষত্রয়ং ততঃ সিদ্ধা স্যাদ্দেবী বটযক্ষিণী। বস্ত্রালঙ্করণং দিব্যং সিদ্ধং রসরসায়নং। দিব্যাঞ্জনঞ্চ সা তুষ্টা সাধকায় প্রযচ্ছতি। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বটবাসিনি যক্ষকুলপ্রসূতে বটযক্ষিণি এহ্যেহি স্বাহা ॥ ১৯ ॥

ত্রিপথস্থানে বটবৃক্ষের নিম্নে উপবেশন করিয়া রাত্রিকালে ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। এই প্রকারে তিনলক্ষ মন্ত্র জপ করিলে বটযক্ষিণী প্রসন্না হইয়া বস্ত্র, অলঙ্কার ও নানাবিধ রসায়নদ্রব্য সাধককে প্রদান করেন ॥ ১৯ ॥

বটবৃক্ষং সমারুহ্য লক্ষমেকং জপেন্মনুং। ততঃ সপ্তাতিমন্ত্রেণ কাঞ্জিকৈঃ ক্ষালয়েন্মুখং। যামদ্বয়ং জপেদ্রাত্রৌ বরং যচ্ছতি যক্ষিণী। রসং রসায়নং দিব্যং ক্ষুদ্রকর্ম্মাণ্যনেকধা। সিদ্ধানি সর্ব্বকার্য্যাণি নান্যথা শঙ্করোদিতং। ওঁ হ্রীঁ নমশ্চন্দ্রদ্রবে কর্ণাকর্ণকারণে স্বাহা। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় চন্দ্রযোগিনি স্বাহা। মন্ত্রদ্বয়স্যৈকসিদ্ধিঃ ॥ ২০ ॥

বটবৃক্ষে আরোহণ করিয়া সাধক ওঁ হ্রীঁ নমশ্চন্দ্রদ্রবে ইত্যাদি মন্ত্র একলক্ষ জপ করিবে। অনন্তর উক্ত মন্ত্রে কাঁজি সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া তদ্দ্বারা মুখপ্রক্ষালন করিতে হইবে। তৎপরে পুনর্ব্বার দুই প্রহর পর্য্যন্ত উক্ত মন্ত্র জপ করিবে। ইহাতে যক্ষিণী প্রসন্না হইয়া সাধককে নানাবিধ রসায়ন দ্রব্য প্রদান করেন এবং তাহার অনেক কর্ম্ম করিয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

চিঞ্চাবৃক্ষতলে মন্ত্রং লক্ষমাবর্ত্তয়েচ্ছুচিঃ। বিশালা বিতরেত্তুষ্টা রসং দিব্যং রসায়নং। ওঁ হ্রীঃ বিশালে দ্রাং দ্রং ক্লীং এহ্যেহি স্বাহা ॥ ২১ ॥

তেঁতুলবৃক্ষের নিম্নে উপবেশন করিয়া ওঁ হ্রীঁ বিশালে ইত্যাদি মন্ত্র একলক্ষ জপ করিবে। ইহাতে বিশালা যক্ষিণী সন্তুষ্টা হইয়া সাধককে বিবিধ রসায়নদ্রব্য প্রদান করেন ॥ ২১ ॥

নরাস্থিনির্ম্মিতাং মালাং গলে পাণৌ চ কর্ণয়োঃ। ধারয়েজ্জপমালাঞ্চ তাদৃশীন্তু শ্মশানতঃ। লক্ষমেকং জপেন্মন্ত্রং সাধয়েন্নির্ভয়ঃ সুধীঃ। ততো মহাভয়া সিদ্ধা দদাত্যেব রসায়নং। তেন ভক্ষিতমাত্রেণ পর্ব্বতানপি চালয়েৎ। বলীপলিতনির্ম্মুক্তশ্চিরজীবী ভবেন্নরঃ। ওঁ হ্রীঁ মহাভয়ে হূঁ ফট্ স্বাহা ॥ ২২ ॥

মনুষ্যাস্থি নির্ম্মিত মালা গলে, কর্ণে ও হস্তে ধারণ করিয়া শ্মশানে উপবেশনপূর্ব্বক উক্ত মালাতে নির্ভয়চিত্তে ওঁ হ্রীঁ মহাভয়ে ইত্যাদি মন্ত্র একলক্ষ জপ করিবে। ইহাতে মহাভয়াযক্ষিণী সিদ্ধা হইয়া সাধককে নানাবিধ রসায়নদ্রব্য প্রদান করেন সাধক তাহা ভক্ষণ করিয়া পর্ব্বতকেও পরিচালিত করিতে পারে এবং সাধক জরামৃত্যু বিহীন হইয়া চিরকাল জীবিত থাকে ॥ ২২ ॥

শুক্লপক্ষে জপেত্তাবদ্ যাবৎ দৃশ্যেত চন্দ্রিকা। দত্তে পীত্বা বদনয়োঽমৃতং তচ্চ ভবেন্নরঃ। ওঁ হ্রীঁ চন্দ্রিকে হংসঃ স্বাহা ॥ ২৩ ॥

শুক্লপক্ষের রাত্রিতে যাবৎকাল চন্দ্র উদিত থাকে তাবৎকাল ওঁ হ্রীঁ চন্দ্রিকে হং সঃ স্বাহা। এই মন্ত্র জপ করিবে। ইহাতে সাধক অমৃতলাভ করে, সেই অমৃত পান করিয়া চিরজীবী হইতে পারে ॥ ২৩ ॥

শক্রচাপোদয়ে লক্ষং নিগুণ্ডীতলমধ্যগঃ। জপেন্মন্ত্রং ততস্তুষ্টা দেবী পাতালসিদ্ধিদা। ঐঁ ক্লীঁ ঐন্দ্রি মাহেন্দ্রি কুলু কুলু চুলু চুলু হংসঃ স্বাহা ॥ ২৪ ॥

যে সময়ে ইন্দ্রধনু উদিত হয় সেই কালে নিগুণ্ডীবৃক্ষের নিম্নে বসিয়া ঐঁ ক্লীঁ ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। ইহাতে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া সাধককে পাতাল গমনের শক্তিপ্রদান করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

হৃদি ধ্যাত্বা জপেদ্রাত্রৌ হংসবদ্ধং সচেতকঃ। যোগং দদাতি না তুষ্টা জরামৃত্যুবিনাশনং। ওঁ হং সঃ সর্ব্বলোচনানি বন্ধয় বন্ধয় দেবী আজ্ঞাপয়তি স্বাহা ॥ ২৫ ॥

রাত্রিকালে ওঁ হং সঃ ইত্যাদি মন্ত্র মনে মনে জপ করিবে। ইহাতে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া সাধককে জরামৃত্যুবিহীন করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

স্বীয়মূর্দ্ধ্নি করং বামং দত্ত্বা লক্ষং জপেন্মনুং। বাক্সিদ্ধিং মন্ত্রিণোলিঙ্গে চেটকস্তু প্রযচ্ছতি। ওঁ নমো লিঙ্গোদ্ভব রুদ্র দেহি মে বাচং সিদ্ধিঃ বিনানাং পর্ব্বতগতে দ্রাং দ্রীঁ দ্রূঁ দ্রৈঁ দ্রৌঁ দ্রঃ ॥ ২৬ ॥

স্বীয় মস্তকে বামহস্ত অর্পণ করিয়া ওঁ নমো লিঙ্গোদ্ভব ইত্যাদি মন্ত্র একলক্ষ জপ করিবে। ইহাতে সাধকের বাক্যসিদ্ধি হইয়া থাকে ॥২৬॥

জপেন্মাসত্রয়ং রক্তকম্বলে সুপ্রসীদতি। মৃতকোত্থাপনং কুর্য্যাৎ প্রতিমাচালনং তথা। ওঁ রক্তকম্বলমহাদেবি ক্রুতমযুকামুকং উত্থাপয় উত্থাপয় প্রতিমাং চালয় চালয় পর্ব্বতং কম্পয় কম্পয় লীলয়া চিলি চিলি হুঁ হুঁ ॥ ২৭ ॥

সাধক কম্বলাসনে উপবেশন করিয়া ওঁ রক্তকম্বলে মহাদেবি ইত্যাদি মন্ত্র প্রতিদিন জপ করিবে। এইরূপে তিন মাস পর্য্যন্ত জপ করিলে দেবী সুপ্রসন্না হন। ইহাতে সাধক মৃতব্যক্তিকে চালিত এবং প্রতিমাকে উত্থাপন করিতে পারে ॥ ২৭ ॥

অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা যৎকিঞ্চিৎ স্বাত্মভোজনং। তত্রৈব বাসরং দত্তে নিত্যং সান্নিধ্যকারকং। অতীতানাগতং কর্ম্ম স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্যং ব্রবীতি সা। প্রতিমাপর্ব্বতান্ সর্ব্বান্ চালয়ত্যেব তৎক্ষণাৎ। ওঁ করঙ্কমুখে বিদ্যুজ্জিহ্বে ওঁ হুঁ চেটকে জঃ জঃ স্বাহা ॥ ২৮ ॥

ওঁ করঙ্কমুখে ইত্যাদি মন্ত্র অষ্টোত্তরশত জপ করিয়া যে কিছু ভোজনদ্রব্য নিজে ভোজন করে তাহা দেবীকে প্রদান করিবে। ইহাতে দেবী সাধকের নিকট আগমন করিয়া সাধকের প্রতি সন্তুষ্টা হইয়া বরপ্রদান করেন। ইহাতে সাধক ভূত ভবিষ্যৎ বিষয় বলিতে পারে এবং প্রতিমা ও পর্ব্বত পরিচালিত করিতে সমর্থ হন ॥ ২৮ ॥

পূর্ব্বমেবাযুতং জপ্ত্বা কৃত্বা হোমং দশাংশতঃ। ঘৃতাক্তৈরজনীকুষ্ঠৈঃ পূর্ণান্তে চ পুনর্জ্জপেৎ। চন্দনেনালিপেদ্ গাত্রং রাত্রৌ মন্ত্রং সমুচ্চরেৎ। যাবন্নিদ্রাবশং যাতি স্বপ্নে বদতি সা তদা। বাঞ্ছিতং যচ্ছুভং কিঞ্চিৎ স্যাৎ সিদ্ধং বা ন সিধ্যতি। ওঁ হ্রীঁ সঃ নমঃ শ্মশানবাসিনি চণ্ডবেগিনি স্বাহা। মন্ত্রদ্বয়ে একমেব সাধনং ॥ ২৯ ॥

ওঁ হ্রীঁ সঃ ইত্যাদি মন্ত্র দশসহস্র জপ করিয়া ঘৃতাক্ত হরিদ্রা ও কুড়দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে। হোমের পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার জপ করিবে এবং রাত্রিতে রক্তচন্দনদ্বারা গাত্রলেপন করিয়া উক্ত মন্ত্র স্মরণ করতঃ শয়ন করিয়া থাকিবে। নিদ্রাবেশ হইলে দেবী সাধকের বাঞ্ছিত বিষয় বলিয়া দেন ॥ ২৯ ॥

করঞ্জবৃক্ষমারুহ্য জপেদ্দশসহস্রকং। তৎপঞ্চাঙ্গেন কল্কেন আপাদং সন্বিলেপয়েৎ। জপান্তে পূর্ব্ববৎ স্বপ্নে কথয়েৎ সা শুভাশুভং। ওঁ নমো রুদ্রায় ওঁ নমো ভগবতে শ্মশানবাসিযোগিনে স্বাহা। ওঁ নমশ্চন্দ্রস্রাবিণি কর্ণাকর্ণকারিণি স্বাহা। উভয়োঃ পূর্ব্ববৎ সিদ্ধিঃ ॥ ৩০ ॥

করঞ্জাবৃক্ষে আরোহণ করিয়া ওঁ নমো রুদ্রায় ইত্যাদি কিম্বা ওঁ নমশ্চন্দ্রস্রাবিণি ইত্যাদি মন্ত্র দশসহস্র জপ করিবে। পরে ঐ বৃক্ষের ফল, ফুল, মূল, বল্কল ও পত্র একত্র পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা আপাদমস্তক লেপন করিবে পরে পুনর্ব্বার ঐ মন্ত্র জপ করত শয়ন করিয়া থাকিবে। ইহাতে দেবী তাহার প্রতি প্রসন্না হইয়া স্বপ্নে শুভাশুভ বলিয়া দেন ॥ ৩০ ॥

পূর্ব্বমেবাযুতং জপ্ত্বা কুষ্ঠকল্কাভিমন্ত্রিতং। সপ্তবার-প্রলেপেন স্বপ্নে বক্তি শুভাশুভং। ত্রৈলোক্যে যাদৃশী বার্ত্তা তাদৃশীং কথয়ত্যলং। ওঁ হ্রীঁ আগচ্ছ চামুণ্ডে স্বাহা ॥ ৩১ ॥

ওঁ হ্রীঁ আগচ্ছ চামুণ্ডে স্বাহা এই মন্ত্র দশসহস্র জপ করিবে পরে কুড় পেষণ করিয়া উক্ত মন্ত্রে ঐ পিষ্টকুড় সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিবে। অনন্তর ঐ কুড় অঙ্গে লেপন করিয়া শয়ন করিয়া থাকিবে। ইহাতে দেবী সাধকের প্রতি সন্তুষ্টা হইয়া স্বপ্নাবস্থায় ত্রিভুবনের সকল কথা বলিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

রোচনাকুঙ্কুমক্ষীরৈঃ পদ্মমষ্টদলং লিখেৎ। নীরসে সূর্য্যপত্রে তু মায়াবীজং দলে দলে। লিখিত্বা ধারয়েন্মূর্দ্ধ্নি ইমং মন্ত্রং ততো জপেৎ। পূর্ব্বমেব তু সপ্তাহং এবং কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ। অতীতানাগতং সর্ব্বং স্বপ্নে বদতি দেবতা। ওঁ হ্রীঁ চিনি পিশাচিনি স্বাহা ॥ ৩২ ॥

গোরোচনা, কুঙ্কুম ও দুগ্ধ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া তদ্দ্বারা অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিবে। নীরস আকন্দপত্রে এই পদ্ম লিখিয়া তাহার অষ্টপত্রে হ্রীঁ এই মন্ত্র লিখিতে হইবে। পরে ঐ আকন্দপত্র মস্তকে ধারণ করিয়া ওঁ হ্রীঁ চিনি পিশাচিনি স্বাহা এই মন্ত্র দশসহস্র জপ করিবে। ইহাতে দেবী সাধকের প্রতি সন্তুষ্টা হইয়া স্বপ্নাবস্থায় ভূত ভবিষ্যৎ কথা বলিয়া দেন ॥ ৩২ ॥

অলাবুমূলিকা পুষ্যে তথা সর্পাক্ষিমূলিকা। সংগ্রাহ্যা মন্ত্রিতা যত্নাদ্রক্তসূত্রেণ বেষ্টয়েৎ। মন্ত্রেণ মূর্দ্ধ্নি বদ্ধস্তু বদত্যেব শুভাশুভং। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় কর্ণ-পিশাচিনি স্বাহা ॥ ৩৩ ॥

পুষ্যানক্ষত্রে অলাবুবৃক্ষের মূল ও সর্পাক্ষীমূল উত্তোলন করিয়া যত্নপূর্ব্বক রক্তসূত্রদ্বারা বেষ্টন করিবে। পরে ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্রে ঐ মূল মস্তকে বন্ধন করিয়া শয়ন করিয়া থাকিবে। ইহাতে দেবী স্বপ্নাবস্থায় সাধককে শুভাশুভ বলিয়া দেন ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুনবিরচিতে কক্ষপুটে
যক্ষিণীসাধনং নাম চতুর্দ্দশঃ পটলঃ ॥

অথাঞ্জনং।

অঞ্জনানান্তু সর্ব্বেষাং মন্ত্রং সাধ্যমঘোরকং। বিনাঘোরেণ বিঘ্নানি নাশয়ন্তি পদে পদে। দক্ষিণামূর্ত্তিমাসাদ্য জপেদষ্টসহস্রকং। ততঃ সর্ব্ববিধানানি সুখসাধ্যানি কারয়েৎ। ওঁ বহুরূপং বিরূপাক্ষং বিদ্যাধরং মহেশ্বরং। জপাম্যহং মহাদেবং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কং। রুদ্রায় নমো বহুরূপায় নাশয় বিচ্ছরূপায় নমো বিশ্বায় বিশ্বরূপায় নমস্তৎপুরুষায় নমো যক্ষিরূপায় নমঃ একযক্ষায় নমঃ একরোমায় নমঃ একমণয়ে নমো বরদায় নম স্ত্র্যক্ষায় নমো রুদ্রায় স্বাহা ॥ সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ো ভূত্বা মহেশ্বরস্য পূজাং কৃত্বা ইমং মন্ত্রং জপেৎ সিদ্ধির্ভবতি ॥ ১ ॥

অনন্তর অঞ্জনপ্রক্রিয়া কথিত হইতেছে। সর্ব্বপ্রকার অঞ্জনপ্রয়োগে অঘোর মন্ত্রে কার্য্য করিবে। অঘোর মন্ত্র সিদ্ধ না করিয়া কার্য্য করিলে তাহার পদে পদে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া সাধককে বিনাশ করে। দক্ষিণকালিকার সম্মুখে বসিয়া অষ্টসহস্র অঘোরমন্ত্র জপ করিবে। অঘোরমন্ত্র সিদ্ধ হইলে সকল কার্য্য সিদ্ধ হইবে। ওঁ বহুরূপং বিশ্বরূপং ইত্যাদি মন্ত্রকে অঘোরমন্ত্র বলে এই মন্ত্রে অঞ্জনপ্রক্রিয়া করিতে হইবে। এই অঞ্জনকার্য্যের বিশেষ পদ্ধতি পরে বিবৃত হইবে। সাধক জিতেন্দ্রিয় হইয়া উপবাসী থাকিয়া মহাদেবের পূজাকরণান্তে অঘোরমন্ত্র জপ করিবে। ইহাতে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয় ॥ ১ ॥

কজ্জলানাং নিপাতায় গ্রাহ্যো যত্নেন পাবকঃ। দীক্ষিতস্য গৃহাৎ শ্রেষ্ঠো যতীনান্তু বিশেষতঃ। রজকস্য গৃহাদ্বাপি তক্ষকস্য গৃহাচ্চ বা। ওঁ জ্বলিতদ্যুতিদেহায় স্বাহা। অয়মগ্নিগ্রহণমন্ত্রঃ। ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় শ্রীপর্ব্বতে কুলপর্ব্বতে বসুবতে স্বাহা। অনেন মন্ত্রেণাগ্নিং রক্ষয়েৎ। ওঁ বর্ত্তিবন্ধ দিশং বন্ধ পাতালং বন্ধ মণ্ডলং বন্ধ বন্ধ স্বাহা। অনেন বর্ত্তিমভিমন্ত্রয়েৎ। ওঁ নমো ভগবতে সিদ্ধিসাবরায় জ্বল জ্বল পত পত পাতয় পাতয় বন্ধ বন্ধ সংহন সংহন দর্শয় দর্শয় নিধিঃ নমঃ অনেন দীপং প্রজ্বালয়েৎ ওঁ ইং সর্ব্বসিদ্ধিভ্যো নমঃ। বিচ্ছে স্বাহা। অনেন কজ্জলং গ্রাহ্যং। ওঁ কালি কালি রক্ষ রক্ষ মদঞ্জনং নমো বিচ্ছে স্বাহা। অনেন যৎ কিঞ্চিদঞ্জনদ্রব্যমভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ২ ॥

অঞ্জনকার্য্যে কজ্জল পাতনার্থ যত্নপূর্ব্বক অগ্নিগ্রহণ করিবে। এই অগ্নি দীক্ষিতব্যক্তির গৃহ হইতে গ্রহণ করিবে। যতিদিগের গৃহ হইতে অগ্নি গ্রহণ করিলে বিশেষ ফলদায়ক হইয়া থাকে। রজকের গৃহ কিম্বা সূত্রধারের গৃহ হইতেও অগ্নি গ্রহণ করা যাইতে পারে। ওঁ জ্বলিত-হুতিদেহায় স্বাহা। এই মন্ত্রে অগ্নি গ্রহণ করিয়া ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্রে তাহা রক্ষা করিবে। ওঁ বর্ত্তিবন্ধ ইত্যাদি মন্ত্রে বর্ত্তিপ্রস্তুত করিয়া তাহা উক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া লইবে। তৎপরে ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্রে প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া সেই দীপের শিখায় ওঁ হ্রং সর্ব্বসিদ্ধিভ্যো নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে কজ্জলপাত করিবে। তৎপরে কালি কালি ইত্যাদি মন্ত্রে অঞ্জনদ্রব্যসকল অভিমন্ত্রিত করিবে ॥ ২ ॥

আদৌ কেবলয়া হেমশলাকয়া নেত্রমঞ্জয়িত্বা ততস্তয়ৈব শলাকয়া অঞ্জনদ্রব্যমঞ্জয়েৎ। অঞ্জয়িত্বাঞ্জনং পশ্চাৎ সপ্ত-বাশ্বত্থপত্রকং বন্ধয়েৎ প্রতিনেত্রস্ত অচ্ছিদ্রং তদধোমুখং। তস্যোপরি সিতং বস্ত্রং পট্টজং বাথ বন্ধয়েৎ। নাঞ্জ্যা-দধিকহীনাঙ্গং চাদৃষ্টং বাগ্নিদগ্ধকং সম্পূর্ণাঙ্গং শুচিস্নাতং দ্বিদিনং নক্তভোজনং। ক্ষীরশাল্যন্নভোক্তারং দ্বিদিনান্তে ততো জপেৎ। অঞ্জিতস্য শিখাবন্ধং কর্ত্তব্যং মন্ত্র উচ্যতে। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ওঁ মাহে হুলু হুলু বিহুলু বিহুলু হাহা যক্ষ যক্ষ পূজিতে যক্ষকুমার্য্যঃ সুলোচনে স্বাহা ॥৩॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে কজ্জল করিয়া প্রথমে কেবল স্বর্ণ শলাকাদ্বারা চক্ষুঃ অঞ্জিত করিয়া পরে ঐ শলাকাদ্বারা অঞ্জনদ্রব্য অঞ্জিত করিয়া প্রতি চক্ষুতে অচ্ছিদ্র সপ্ত অশ্বত্থপত্রদ্বারা অধোমুখে নেত্র বন্ধন করিয়া তাহার উপরে শুক্ল পট্টবস্ত্রদ্বারা বন্ধন করিবে। স্নানাদিদ্বারা শুচি হইয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। অঞ্জনপ্রয়োগ করিয়া দুই দিবস দিবাতে উপবাসী থাকিয়া রাত্রিতে কিঞ্চিৎ ভোজন করিবে। দুই দিবস পরে দুগ্ধান্ন ভোজন করিয়া ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে ॥ ৩ ॥

দক্ষিণামূর্ত্তিমাশ্রিত্য উদয়াস্তময়ং জপেৎ। পূর্ব্বমেব সমাখ্যাতা শিখাবন্ধে শিবোদিতা। অয়ং সর্ব্বাঞ্জনানাং বিধির্জ্ঞেয়ঃ ॥ ৪ ॥

দক্ষিণকালিকার সমীপে বসিয়া সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্তপর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র জপ করিয়া শিখাবন্ধন করিতে হইবে। এই শিখাবন্ধন মহাদেব বলিয়াছেন। ইহাতে সর্ব্বাঞ্জনকার্য্য সিদ্ধি হয় ॥ ৪ ॥

রোচনং কুঙ্কুমং শঙ্খং বালপুষ্পী তু চন্দনং। রাজাবর্ত্তং কুমারী চ সৌবীরাঞ্জনপারদং। কজ্জলং কাঞ্চনী চৈব সিত-পদ্মস্য কেশরং। যাবকং সঘৃতং ক্ষীরং সমভাগং সুপেষ-য়েৎ। শ্মশানচেলমাদায় পূর্ব্বপিষ্টেন লেপয়েৎ। তদ্বর্ত্তিং ঘৃতসংযুক্তং প্রজ্বাল্য কজ্জলং হরেৎ। সর্ব্বাঞ্জনমিদং খ্যাতং পাতালনিধিদর্শনং ॥ ৫ ॥

এইক্ষণ অঞ্জনপাতপ্রণালী কথিত হইতেছে। গোরোচনা, কুঙ্কুম, শঙ্খচূর্ণ, যুথীপুষ্প, রক্তচন্দন, রাজাবর্ত্ত (উপরত্নবিশেষ), ঘৃতকুমারী, সৌবীরাঞ্জন, পারদ, কজ্জল, হরিদ্রা, শুক্লপদ্মের কেশর, আলতা, ঘৃত ও দুগ্ধ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র পেষণ করিবে। পরে শ্মশানস্থিত বস্ত্রখণ্ড আনিয়া তাহা পূর্ব্বপিষ্ট দ্রব্যদ্বারা লেপন করিবে। অনন্তর ঐ বস্ত্রখণ্ডদ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহা প্রজ্বালিত করিয়া সেই দীপের শিখায় কজ্জলপাত করিবে এই কজ্জলদ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে সাধক পাতালস্থিত নিধি দর্শন করিতে পারে ॥ ৫ ॥

শরৎকালে তু সংগ্রাহ্যা ভূলতা রক্তবর্ণকা। সিন্দূর-পূরিতাং কৃত্বা রবিতুলেন বেষ্টয়েৎ। অতিকৃষ্ণতিলাত্তৈলং গ্রাহয়েদ্রক্ষয়েৎ সুধীঃ। তৈলবর্ত্ত্যা প্রয়োগেণ কজ্জলং চোত্তরায়ণে। গ্রাহয়িত্বাঞ্জয়েচ্চক্ষুর্নিধিং পশ্যতি পূর্ব্ববৎ ॥৬॥

শরৎকালে রক্তবর্ণ কেঁচো গ্রহণ করিয়া তাহাকে সিন্দূরদ্বারা পূর্ণ করিয়া আকন্দতুলাদ্বারা বেষ্টন করতঃ বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। পরে অতি-শয় কৃষ্ণবর্ণ তিলের তৈল গ্রহণ করিয়া তাহাতে পূর্ব্বকৃত বর্ত্তি আর্দ্র করিয়া দীপ প্রজ্বালিত করিবে। এই দীপশিখায় কজ্জলপাত করিয়া লইবে। উত্তরায়ণসংক্রান্তিদিবসে এই কার্য্য করিতে হইবে। এই কজ্জলদ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে পাতালস্থিত নিধি দর্শন করিতে পারে ॥৬॥

সপ্তধা পদ্মসূত্রাণি ভাবয়েদিক্ষুজৈ রসৈঃ। সর্ব্বাঞ্জন-মিদং দিব্যং শম্ভুদেবেন ভাষিতং। দীপকজ্জলয়োঃ পাত্রং কর্ত্তব্যং নরমুণ্ডকং। সর্ব্বেষাং কজ্জলানাস্তু শস্তং স্যাচ্ছিব-ভাষিতং ॥ ৭ ॥

পদ্মসূত্র গ্রহণ করিয়া তাহা ইক্ষুরসে সপ্তবার ভাবনা দিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে, এই বর্ত্তি তিলতৈলে সিক্ত করিয়া দীপপ্রজ্বালিত করিবে। এই দীপশিখায় কজ্জলপাত করিয়া সেই কজ্জলদ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে নিধি দর্শন করিতে পারে। এই অঞ্জনকার্য্যে একটি নরমুণ্ডপাত্রে প্রদীপ জালিয়া অপর এক নরমুণ্ডপাত্রে কজ্জলপাত করিতে হইবে। এই কজ্জল সর্ব্বকার্য্যে প্রশস্ত ইহা মহাদেবের উক্তি ॥ ৭ ॥

স্রোতোঞ্জনমূলকস্য গ্রাহয়েদাশু পিত্তকং। শুভে ভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য যাবৎসপ্তদিনাবধি। অনেনাঞ্জিতনেত্রস্তু নির্ব্বিঘ্নং বীক্ষতে নিধিং ॥ ৮ ॥

স্রোতোঞ্জন এবং সদ্যোহত পেঁচকের পিত্ত গ্রহণ করিয়া কোন বিশুদ্ধভাণ্ডে স্থাপন করিয়া সপ্তাহ রাখিয়া দিবে। সপ্তাহ পরে এই অঞ্জনদ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে নির্ব্বিঘ্নে নিধিদর্শন করিতে পারে ॥ ৮ ॥

অতিকৃষ্ণস্য কাকস্য জিহ্বাহৃন্মাংসমাহরেৎ। বেষ্টয়ে-দ্রবিতুলেন বর্জ্জিতেনৈব কারয়েৎ। অজাঘৃতেন দীপস্তু প্রজ্বাল্যাদায় কজ্জলং। অঞ্জিতাক্ষো নরস্তেন নিধিং পশ্যতি পূর্ব্ববৎ ॥ ৯ ॥

অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ কাকের জিহ্বা ও মাংস গ্রহণ করিয়া তাহা আকন্দ-তুলাদ্বারা বেষ্টনকরত বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে, এই বর্ত্তি ছাগঘৃতদ্বারা সিক্ত করিয়া দীপ প্রজ্বালিত করিবে। এই দীপশিখায় কজ্জলপাত করিয়া সেই কজ্জলদ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে পূর্ব্ববৎ নিধিদর্শন করিতে পারে ॥৯॥

স্রোতোঽঞ্জনমুলূকস্য জিহ্বারক্তান্বিতং ক্ষিপেৎ।
সপ্তাহান্তে সমুদ্ধৃত্য অঞ্জনাদীক্ষতে নিধিং ॥ ১০ ॥

স্রোতোঞ্জন, পেঁচকের জিহ্বা ও রক্ত একত্র করিয়া কোন ভাণ্ডে স্থাপন করিয়া রাখিবে সপ্তাহ পরে ঐ দ্রব্য উদ্ধৃত করিয়া চক্ষু অঞ্জিত করিলে ভূগর্ভস্থ নিধিদর্শন করিতে পারে ॥ ১০ ॥

অশ্লেষায়াস্তু কৃষ্ণাহেরতিধূমেন কঞ্চুকং।
দগ্ধ্বা স্রোতোঞ্জনোন্মিশ্রমঞ্জয়েন্নিধিদর্শকং ॥ ১১ ॥

অশ্লেষানক্ষত্রে কৃষ্ণসর্পের খোলস গাঢ়তরধূমে দগ্ধ করিয়া তাহার সহিত স্রোতোঞ্জন মিশ্রিত করিবে। এই দ্রব্যদ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে অনায়াসে নিধিদর্শন করিতে পারে ॥ ১১ ॥

নকুলস্য চ ভেকস্য লোচনানি সমাহরেৎ। স্রোতো-ঞ্জনসমাযুক্তং মেষতৈলেন পেষয়েৎ। অঞ্জিতাক্ষো নর-স্তেন নিধিং পশ্যতি পূর্ব্ববৎ ॥ ১২ ॥

বেজি ও ব্যাঙ ইহাদিগের চক্ষু গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত স্রোতো-ঞ্জন মিশ্রিত করিবে। পরে ঐ দ্রব্য মেষতৈলের সহিত পেষণ করিয়া চক্ষু অঞ্জিত করিলে পূর্ব্ববৎ নিধি দর্শন করিতে পারে ॥ ১২ ॥

উলূকচক্ষুরাদায় কুঙ্কুমং রোচনং শশী।
সমাংশং মধুনা পিষ্টং খ্যাতং সর্ব্বাঞ্জনং পরং ॥ ১৩ ॥

পেঁচকের চক্ষু, কুঙ্কুম, গোরোচনা ও কর্পূর এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া মধুর সহিত পেষণ করিবে পরে এই অঞ্জনদ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে নিধি দর্শন করিতে পারে ॥ ১৩ ॥

পারদং মধু কর্পূরং মধুকস্য চ মূলিকা।
সমং পিষ্ট্বা পিবেৎ সিদ্ধিং দিব্যং সর্ব্বাঞ্জনং পরং ॥১৪

পারদ, মধু, কর্পূর, মধুকবৃক্ষের মূল এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার অঞ্জনের কার্য্য হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

পুষ্যার্কে শ্বেতগুঞ্জায়া বিধিনা মূলমাহরেৎ।
উলূকাক্ষেণ মধুনা সর্ব্বাঞ্জনমিদং পরং ॥ ১৫ ॥

পুষ্যানক্ষত্রে বিধিপূর্ব্বক শ্বেতগুঞ্জার মূল গ্রহণ করিয়া পেচকের চক্ষু ও মধুর সহিত পেষণ করিবে। এই দ্রব্যদ্বারা সর্ব্বপ্রকার অঞ্জনের কার্য্য হয় ॥ ১৫ ॥

স্রোতোঽঞ্জনং সখদ্যোতং মূলকাণ্ডে বিনিক্ষিপেৎ। সপ্তাহান্তে সমুদ্ধৃত্য পাতালমধুনাঞ্জয়েৎ। দিবা নক্ষত্র-বিম্বানি করস্থানি বিপশ্যতি ॥ ১৬ ॥

স্রোতোঞ্জন ও জোনাকিপোকা এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া কোন স্থানে নিক্ষেপ করিয়া রাখিবে। সপ্তাহপরে এই সকল দ্রব্য উদ্ধৃত করিয়া পাতালমধুদ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে দিবাভাগে নক্ষত্রসকল করস্থবৎ দেখিতে পায় ॥ ১৬ ॥

হরিতালং বচা লোধ্রং রেণুকা চাঞ্জনং তথা। কৃষ্ণ-পক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং চূর্ণীকৃত্য বিনিক্ষিপেৎ। সংপুটে তাম্রজে তঞ্চ অঘোরেণাভিমন্ত্রয়েৎ। অঞ্জিতাক্ষো নিধিং পশ্যে-ন্নরো নানাবিধং ভুবি ॥ ১৭ ॥

হরিতাল, বচ, লোধ, রেণুকা এবং অঞ্জন কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া তাম্রনির্ম্মিত সংপুটপাত্রে রাখিয়া (পূর্ব্বোক্ত) অঘোরমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে। এই অঞ্জনদ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে পৃথিবীমধ্যে নানাপ্রকার নিধি-রত্নাদি দেখিতে পাইবার শক্তি জন্মে ॥ ১৭ ॥

রক্তাগস্ত্যস্য তৈলেন ভূধাত্র্যা মূলপেষিতং।
কর্পূরেণ যুতং চাজ্যং সিদ্ধং সর্ব্বাঞ্জনং পরং ॥ ১৮ ॥

রক্তবকের তৈলে ভূমি-আমলকীর মূল পেষণ করিয়া তাহাতে কর্পূর ও ঘৃত মিশ্রিত করিবে। ইহাদ্বারা অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া চক্ষুতে দিলে সর্ব্বপ্রকার নিধি দর্শন হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

কুঙ্কুমং শ্বেতগুঞ্জা চ কাঞ্চনস্যৈব পল্লবং। সুশ্বেতঞ্চ জবাপুষ্পং সূর্য্যাবর্ত্তসমং মধু। সর্ব্বাঞ্জনমিদং খ্যাতং পাতালনিধিদর্শনং ॥ ১৯ ॥

কুঙ্কুম, শ্বেতকুঁচ, কাঞ্চনবৃক্ষের পল্লব, শ্বেতবর্ণ জবাপুষ্প এবং হুল্-টিয়া এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র করিয়া মধুদ্বারা পেষণপূর্ব্বক অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া চক্ষুতে দিলে পাতালস্থ সর্ব্বপ্রকার নিধি দৃষ্ট হয় ॥ ১৯ ॥

রক্তেন কৃকলাসস্য ভাবয়িত্বা মনঃশিলাং।
তেনৈবাঞ্জিতনেত্রস্তু নিধিং পশ্যতি ভূমিগং ॥ ২০ ॥

কাঁকলাসের রক্তে মনছাল ভাব্না দিয়া অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া চক্ষুতে দিলে ভূমির মধ্যস্থিত নিধি দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ২০ ॥

পারদং কাকমাচ্যুত্থং ফলং কর্পূরকং মধু ॥
সূর্য্যাবর্ত্তসমাযুক্তং সিদ্ধং সর্ব্বাঞ্জনং পরং ॥ ২১ ॥

পারা, কাকমাছীবৃক্ষের ফল, কর্পূর, মধু ও হুল্‌টিয়া সমভাগে এক-ত্রিত করিয়া অঞ্জন করিয়া চক্ষু অঞ্জিত করিলে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

হংসপদী জয়া মাংসী কর্পূরঞ্চ মনঃশিলা। সূতং দারুনিশা চৈব সমভাগানি পেষয়েৎ। দিব্যাঞ্জনমিদং খ্যাতং সর্ব্বভূতবশঙ্করং ॥ ২২ ॥

হংসপদীলতা, জয়ন্তী, জটামাংসী, কর্পূর, মনছাল, পারা ও দারু-হরিদ্রা সমান অংশে একত্রে পেষণ করিয়া অঞ্জন করিলে সর্ব্বপ্রাণিকেই বশীভূত করিতে পারা যায়। ইহার নাম দিব্যাঞ্জন ॥ ২২ ॥

সদ্যোহতমনুষ্যস্য পিত্তমাদায় পূজয়েৎ। শশিনা-রোচনয়ৈব ধূমপাকেন শোষয়েৎ। অষ্টাহান্তে জলৈর্ঘৃষ্ট-মঞ্জনং নিধিদর্শনং ॥ ২৩ ॥

সদ্যোবিনষ্ট মনুষ্যের পিত্ত আনিয়া পূজা করিবে। তাহাতে কর্পূর ও গোরোচনা মিশ্রিত করিয়া অগ্নির উপরে টাঙ্গাইয়া ধূমদ্বারা পাক করিয়া বিশুষ্ক করিবে। এইরূপ আটদিন করিতে হইবে। পরে উহা জলে ঘষিয়া চক্ষুতে অঞ্জন করিলে, নিধি দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

উলূকচক্ষুষো রক্তে ভাবয়েৎ পট্টসূত্রকং। তদ্বর্ত্ত্যা-ঙ্কোলতৈলেন প্রদীপোদ্ধৃতকজ্জলং। সর্ব্বাঞ্জনমিদং সাজ্যং পাতালনিধিদর্শনং ॥ ২৪ ॥

পেচকের চক্ষুর রক্তে পট্টসূত্র ভাবনা দিবে। সেই পট্টসূত্রের সলিতা করিয়া (পূর্ব্বোক্ত) অঙ্কোলতৈল দিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া তাহার শিখাতে কজ্জল প্রস্তুত করিবে। এই কজ্জলে ঘৃতমিশ্রিত করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন করিলে পাতালস্থিত সর্ব্বপ্রকার নিধি দর্শন হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

শ্বেতগুঞ্জারসে সূত্রং দিনমেকন্তু ভাবয়েৎ। ততো বারাহজং চূর্ণং সূত্রমধ্যে নিবেশয়েৎ। দীপমঙ্কোলতৈলেন তদ্বর্ত্ত্যাদ্ধৃতকজ্জলং। সিদ্ধং সর্ব্বাঞ্জনং লোকে অঞ্জনং নিধিদর্শকং ॥ ২৫ ॥

শ্বেতকুঁচের রসে একগাছী সূত্র একদিন ধরিয়া ভাবনা দিবে। পরে ঐ সূত্রে শূকরের শুষ্কমাংস চূর্ণ করিয়া উত্তমরূপে মাখাইয়া সলিতা প্রস্তুত করিবে। ঐ সলিতা দিয়া (পূর্ব্বোক্ত) অঙ্কোলতৈলদ্বারা প্রদীপ জ্বালিয়া কজ্জল পাড়াইবে। এই কজ্জলদ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন করিলে সর্ব্বপ্রকার নিধি দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ॥ ২৫ ॥

কৃষ্ণাজপিত্তঞ্চ ময়ূরপিত্তমশোকমূলং স্থিতমুত্তরস্যাং। শশাঙ্কগোরোচনমাক্ষিকঞ্চ সর্ব্বাঞ্জনং নাম শিবোপদিষ্টং। এতে সর্ব্বাঞ্জনাঃ খ্যাতাঃ প্রসিদ্ধাঃ শিবভাষিতাঃ ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণবর্ণ ছাগলের পিত্ত, ময়ূরের পিত্ত, অশোকবৃক্ষের মূলের উত্তর-দিকের শিকড়, কর্পূর, গোরোচনা ও মধু, এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া অঞ্জন করিলে সর্ব্বকাম সিদ্ধ হয়। এই সকল অঞ্জনপ্রস্তুতপ্রণালী মহা-দেবকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

অগস্ত্যবৃক্ষজাং কুর্য্যাৎ পাদুকাঞ্জনদর্শিকাং পাদুকাঞ্জন-যোগেন সিদ্ধযোগা ভবন্তি বৈ। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় উড্ডামরেশ্বরায় শিল শিল ধমনেনালি বেতালি স্বাহা। অনেন পাদুকামভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ২৭ ॥

বকবৃক্ষের কাষ্ঠে পাদুকা নির্ম্মাণ করিয়া ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া লইয়া পায়ে পরিবে এবং পূর্ব্বোক্ত-প্রকার অঞ্জনপ্রস্তুত করিয়া চক্ষুতে দিবে। এইরূপে পাদুকা ও যে কার্য্যের নিমিত্ত যে অঞ্জনপ্রযুক্ত হইবে, তাহাতে সেই কার্য্য বিশেষরূপে সুসিদ্ধ হইবে ॥ ২৭ ॥

অথ কুমারাঞ্জনং।

পুষ্যনক্ষত্রযোগেন পিণ্ডীতগরমূলিকাং। ষড়ঙ্গুলমিতাং কুর্য্যাচ্ছলাকাং রক্ষয়েত্ততঃ। স্নাপয়েচ্চ শিলাপৃষ্ঠে কুমারং বা কুমারিকাং। তচ্ছিলাস্নানতোয়েন রোচনং হেমগৈরিকং। নিঘৃষ্টমঞ্জয়েন্নেত্রং মন্ত্রযুক্তঞ্চ পূর্ব্ববৎ। রক্ষিতয়া শলাকয়া তয়ৈবাঞ্জ্যান্নিধিং লভেৎ ॥ ১ ॥

পুষ্যানক্ষত্রে পিণ্ডীতগর বৃক্ষের মূল গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা ছয় অঙ্গুলী-পরিমিত শলাকা প্রস্তুত করিবে। পরে একটী কুমার কিম্বা কুমারীকে শিলার উপরে রাখিয়া স্নান করাইবে। সেই স্নানকরান শিলায় জলে গোরোচনা ও স্বর্ণগৈরিক উত্তমরূপে গুলিয়া অঞ্জনপ্রস্তুত করিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে মন্ত্রিত করিয়া ঐ পিণ্ডীতগরের শলাকাদ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে নিধিলাভ হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

তিলপর্ণ্যুদ্ভবং মূলং হস্তার্কে বিধিনোদ্ধৃতং। পাতালে মধুনা যুক্তং জলঘৃষ্টং তদঞ্জয়েৎ। নিধিং পশ্যত্যসৌ সত্যমর্থিনে সন্নিধৌ সতি ॥ ২ ॥

হস্তানক্ষত্রে সূর্য্যের ভোগকালে রক্তচন্দনের মূল নিয়মপূর্ব্বক উত্তো-লন করিয়া পাতালনামক পাকযন্ত্রে রাখিয়া মধু ও জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জনপ্রস্তুত করিবে। ঐ অঞ্জন চক্ষুতে দিবামাত্রই অতিসন্নিকটেই নিধি দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

পুষ্যার্কেঽগস্ত্যবৃক্ষস্য মূলমুদ্ধৃত্য বারিণা।
পিষ্ট্বা পাতালে মধুনা সংযুতং নিধিদর্শকং ॥ ৩ ॥

পুষ্যানক্ষত্রে সূর্য্যের ভোগকালে বকবৃক্ষের মূল উত্তোলন করিয়া পাতালযন্ত্রে রাখিয়া জল ও মধুর সহিত পেষণ করিয়া অঞ্জনপ্রস্তুত করিলে নিধিদর্শন হয় ॥ ৩ ॥

পিণ্ডীতগরজং মূলমুদীচীগতমুদ্ধরেৎ। চন্দ্রসূর্য্যো-পরাগে তু পাতালমধুসংযুতং। পেষয়েচ্চাঞ্জয়েন্নেত্রে সম্যক্ পশ্যতি ভূনিধিং ॥ ৪ ॥

চন্দ্রের অথবা সূর্য্যের গ্রহণ কালে পিণ্ডীতগরবৃক্ষের মূলের উত্তর-দিকস্থ শিকড় উত্তোলন করিয়া পাতালমধু দিয়া পেষণপূর্ব্বক অঞ্জন করিয়া চক্ষুতে দিলে ভূমিগর্ভস্থ নিধি দৃষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

অথ পাদাঞ্জনং।

তুলসীমূলিকাং পুষ্যে শনিবারে সমুদ্ধরেৎ। নিষ্পিষ্য কাঞ্জিকেনাথ মধুনা যুতমঞ্জয়েৎ। পাদজাতে কুমারং বা কন্যকাং বা ততো নিধিঃ। দৃশ্যতে নাত্র সন্দেহঃ পাতালান্তর্গতস্তথা ॥ ১ ॥

শনিবারে পুষ্যানক্ষত্রে তুলসীর মূল উত্তোলন করিয়া কাঁজীর সহিত পেষণ করিয়া মধুদ্বারা অঞ্জনপ্রস্তুত করিবে। ঐ অঞ্জন কোন একটী বালক বা বালিকার পাদদেশে লেপন করিয়া তাহা গ্রহণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন করিলে, পাতালগর্ভস্থ নিধি নিঃসন্দেহই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাকে পাদাঞ্জন কহে ॥ ১ ॥

পাশ্চাত্যং পিপ্পলীমূলং পুষ্যার্কে বিধিনোদ্ধৃতং।
পাতালমধুনা যুক্তং পাদজাতাঞ্জনং ভবেৎ ॥ ২ ॥

পুষ্যানক্ষত্রে সূর্য্যের অবস্থানকালে বিধিপূর্ব্বক পশ্চিমভাগস্থিত পিপ্পলীর মূল উত্তোলন করিয়া পাতালমধুর সহিত পূর্ব্বোক্তপ্রকারে পাদাঞ্জন প্রস্তুত করিবে। ইহা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ ॥ ২ ॥

তিলপর্ণ্যুদ্ভবং মূলং কৃষ্ণপক্ষে রবের্দ্দিনে। চতুর্দ্দশ্যাং সমাদায় জলেন সহ ঘর্ষয়েৎ। পাতালমধুনা যুক্তং পাদজাতাঞ্জনং ভবেৎ ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশীতিথিতে রবিবারে রক্তচন্দনের মূল গ্রহণ করিয়া জলের সহিত ঘর্ষণ করিবে। উহাতে পাতালমধু যুক্ত করিয়া পূর্ব্বোক্তপ্রকারে পাদাঞ্জন প্রস্তুত করিবে ॥ ৩ ॥

মধূপুষ্পং বচা ক্ষৌদ্রং রক্তাগস্ত্যঞ্চ চন্দনং।
গুঞ্জা চ তিলপর্ণী চ পাদজাতাঞ্জনং ভবেৎ ॥ ৪ ॥

মধূকপুষ্প, বচ, মধু, রক্তবক, চন্দন, কুঁচ ও তিলপর্ণী, এই সকল বস্তু একত্রে মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্বোক্তপ্রকারে পাদাঞ্জন প্রস্তুত করিবে ॥ ৪ ॥

সুশ্বেতকরবীরস্য পুষ্যার্কে মূলমুদ্ধরেৎ।
পাতালমধুনা যুক্তং পাদজাতাঞ্জনং ভবেৎ ॥ ৫ ॥

পুষ্যানক্ষত্রে সূর্য্যের স্থিতিকালে শ্বেতকরবীরের মূল উত্তোলন করিয়া পাতালমধুদ্বারা পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পাদাঞ্জন প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা নিধিদর্শন প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

অথ লেপাঞ্জনং।

গো-ক্ষীরেণ তু সংপিষ্য তিলকোদ্রবরাজিকাঃ। কণাবীজঞ্চ সংপিষ্য নিশায়াঞ্চ নিধিস্থলং। ভ্রষ্টো লেপো ভবেদ্ যত্র প্রাতস্তত্র নিধিং দিশেৎ ॥ ১

তিল, কোদ্রব (ধান্যবিশেষ), রাইসর্ষপ ও পিপুলের বীজ গোদুগ্ধে পেষণ করিয়া রাত্রিযোগে যে স্থলে নিধি আছে এরূপ সংশয় হয়, সেই স্থলে লেপন করিয়া রাখিবে। পরে প্রাতঃকালে ঐ স্থলে যদি ঐ অঞ্জনলেপ বিলুপ্ত হয় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে অবশ্য সেই স্থলে নিধি আছে জানা যাইবে ॥ ১ ॥

অর্জ্জুনস্য কদম্বস্য বকস্য খদিরস্য চ। ব্রহ্মবৃক্ষস্য পত্রাণি কাকোলিনৈব পেষয়েৎ। নিশায়াং লেপয়েদ্ভূমৌ কল্কং মন্ত্রেণ মন্ত্রয়েৎ। প্রাতর্লেপো ন যত্রাস্তি তত্রৈব নিধিমাদিশেৎ ॥ ২ ॥

অর্জ্জুন, কদম্ব, বক, খদির ও ব্রহ্মবৃক্ষের পত্র কাকোলির সহিত পেষণ করিয়া রাত্রিকালে ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ইত্যাদি মন্ত্রে মন্ত্রিত করিয়া নিধিস্থলে লেপ দিয়া রাখিবে। প্রভাতে ঐ স্থলে যদি লেপ না দৃষ্ট হয়, তবে অবশ্য ঐ স্থলে নিধি আছে জানা যাইবে ॥ ২ ॥

উমাদিমাতৃসংযুক্তং কিরাতং তত্র পূজয়েৎ। তত্র হোমঃ প্রকর্ত্তব্যো নিশায়াং ঘৃতগুগ্‌গুলৈঃ। প্রভাতে তদ্বিবর্ণঞ্চ নিধিস্তত্র সুনিশ্চিতং। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় কল্কলেপাঞ্জনং দর্শয় দর্শয় স্বাহা ঠঃ ঠঃ স্বাহা। অনেন কল্কলেপাঞ্জনমভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ৩ ॥

যে স্থলে নিধি বিদ্যমান আছে এরূপ বিবেচনা হইবে, সেই স্থলে রাত্রিযোগে উমা প্রভৃতি অষ্টমাতৃকার সহিত কিরাতরূপী মহাদেবের পূজা করিবে এবং ঘৃত ও গুগ্‌গুলের সহিত হোম করিবে। প্রভাতকালে যদি ঐ স্থল বিবর্ণ দৃষ্ট হয়, তবে অবশ্য ঐ স্থলে নিধি আছে বিজ্ঞাত হইবে ॥ ৩ ॥

অথ মাত্রাঞ্জনং।

প্রবেশে নগরস্যান্তর্লক্ষমেকং জপেন্মনুং। পঠন্ সূত্রৈর্ঘৃতোপেতৈঃ কৃতে হোমে দশাংশতঃ। প্রযচ্ছত্যঞ্জনং হংসী যেন পশ্যতি ভূনিধিং। ওঁ নমো হংসি হংস জাতে ক্লীঁ স্বাহা ॥ ১ ॥

নগরের মধ্যভাগে প্রবেশ করিয়া ওঁ নমো হংসী ইত্যাদি মন্ত্রে একলক্ষ জপ ও পাঠ করিবে এবং ঐ মন্ত্রজপের দশাংশে ঘৃতাক্তসূত্রদ্বারা হোম করিবে। এইরূপ করিলে হংসীনাম্নী মাতৃকা প্রসন্না হইয়া অঞ্জন প্রদান করেন। সেই অঞ্জনে চক্ষু অঞ্জিত করিলে ভূগত নিধি দর্শন হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

মধূকস্য তলে মন্ত্রং চতুর্দ্দশদিনং জপেৎ। নক্তভোজী চতুর্যামং তুষ্টা যচ্ছতি মেখলা। অঞ্জনং বিঘ্ননির্ম্মুক্তং তেন পশ্যতি ভূনিধিং। ওঁ নমো মদনমেখলে ঠঃ ঠঃ হ্রীঁ স্বাহা ॥ ২ ॥

ওঁ নমো মদনমেখলে ইত্যাদি মন্ত্র মধূকবৃক্ষের তলাতে নিশাহারী হইয়া চতুর্দ্দশদিবস চারিপ্রহর জপ করিবে। তাহা হইলে মদনমেখলা নাম্নী দেবী পরিতুষ্টা হইয়া অঞ্জন প্রদান করেন। ঐ অঞ্জন চক্ষুতে দিলে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয় এবং ভূমিগত নিধি দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

একলিঙ্গং সমভ্যর্চ্চ্য ষড়ঙ্গৈনাভিভাবিতঃ। পূর্ব্বসন্ধ্যাং সমারভ্য কৃষ্ণপক্ষাদিতো জপেৎ। সহস্রাষ্টমিদং নিত্যং মাসান্তে পূজয়েৎ পুনঃ। মন্ত্রক্তাং দেবতাং লিঙ্গে রাত্রৌ মন্ত্রং পুনর্জ্জপেৎ। অর্দ্ধরাত্রে গতে দেবী দত্তে দিব্যাঞ্জনং শুভং। বস্ত্রালঙ্করণং দিব্যং ষণ্মাসাচ্চৈব সিদ্ধিদা। ওঁ চ্চর্ক চ্চর্ক শাল্মলস্বর্ণরেখে স্বাহা। ইতি মন্ত্রঃ। ওঁ হ্রাং

হৃদয়ায় নমঃ । ওঁ হ্রীঁ শিরসে স্বাহা । ওঁ হ্রূঁ শিখায়ৈ । ওঁ হ্রৈঁ কবচায় । ওঁ হ্রৌঁ নেত্রাভ্যাং । ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায় । ইতি ষড়ঙ্গানি ॥ ৩ ॥

ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ষড়ঙ্গমন্ত্রে অভিভাবিত করিয়া একলিঙ্গ শিবের পূজা করিবে। পরে ওঁ চ্চর্ক চ্চর্ক শাল্মলস্বর্ণরেখে স্বাহা এই মন্ত্র কৃষ্ণপক্ষের পূর্ব্বসন্ধ্যায় আরম্ভ করিয়া প্রত্যহ একসহস্র অষ্ট জপ করিবে এবং প্রতিমাসের শেষ দিবসে ঐ একলিঙ্গশিবের এবং শাল্মলস্বর্ণরেখা নাম্নী মাতৃকার পূজা করিবে ও রাত্রিতে ওঁ চ্চর্ক চ্চর্ক ইত্যাদি মন্ত্র পুনর্ব্বার জপ করিবে। তাহা হইলে ঐ স্বর্ণরেখা দেবী ছয়মাসের মধ্যে অর্দ্ধরাত্রিগত হইলে আগমন করিয়া দিব্য অঞ্জন প্রদান করেন এবং দিব্য-বস্ত্র, ভূষণ প্রভৃতিও দান করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

অর্দ্ধরাত্রে সমুত্থায় সহস্রৈকং জপেন্মনুং । মাসমেকং ততো দেবী নিধিং দর্শয়তি ধ্রুবং ॥ ওঁ হ্রীঁ প্রমোদায়ৈ স্বাহা ॥ ৪ ॥

উক্তপ্রকারে ওঁ হ্রীঁ প্রমোদায়ৈ স্বাহা। এই মন্ত্র অর্দ্ধরাত্রে গাত্রোত্থান করিয়া একসহস্র জপ করিবে। এইরূপ একমাস করিলে, প্রমোদা-নাম্নী মাতৃকা প্রসন্না হইয়া নিশ্চিতই নিধি দর্শন করাইয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

দিনত্রয়ং নিরাহারঃ সতি সোমগ্রহে জপেৎ। যাবমুক্তিস্ততো দেবী যচ্ছত্যঞ্জনমুত্তমং ॥ ওঁ হ্রীঁ যক্ষিণি ভৌমিনি রতিপ্রিয়ে ! । স্বাহা ॥ ৫ ॥

ওঁ হ্রীঁ যক্ষিণি ইত্যাদি মন্ত্র চন্দ্রগ্রহণকালে আরম্ভ করিয়া তিনদিন অনাহারী হইয়া জপ করিবে। জপসমাপন হইলেই রতিপ্রিয়ানাম্নী দেবী সন্তুষ্টা হইয়া উত্তম অঞ্জন দান করেন ॥ ৫ ॥

একশিবগৃহস্থানে চন্দনেন সুমণ্ডলং । কৃত্বা হস্তপ্রমাণেন পূজয়েদত্র পদ্মিনীং । ধূপং সগুগ্গুলুং কৃত্বা জপেন্মন্ত্রং সহস্রকং । মাসমেকং ততঃ পূজাং কৃত্বা রাত্রৌ পুনর্জ্জপেৎ । অর্দ্ধরাত্রে গতে দেবী দত্তে দিব্যাঞ্জনং শুভং ॥ ওঁ হ্রীঁ পদ্মিনি স্বাহা ॥ ৬ ॥

একলিঙ্গশিবের মন্দিরে চন্দনদ্বারা একহস্তপ্রমাণ একটি মণ্ডল অঙ্কিত করিবে। সেই মণ্ডলের মধ্যে পদ্মিনীনাম্নী মাতৃকার পূজা করিবে। এই পূজাতে গুগ্গুলুধূপ প্রদান করিতে হইবে। ওঁ হ্রীঁ পদ্মিনি স্বাহা এই মন্ত্র একসহস্রবার জপ করিবে। এইরূপে একমাস ধরিয়া পূজা করিতে হইবে এবং রাত্রিতে পুনর্ব্বার ঐ মন্ত্র জপ করিতে হইবে। শেষদিনে অর্দ্ধরাত্র হইলে পদ্মিনী দেবী প্রসন্না হইয়া মঙ্গলদায়ক দিব্য অঞ্জন দান করেন ॥ ৬ ॥

বটবৃক্ষতলে কুর্য্যাচ্চন্দনেন সুমণ্ডলং । যক্ষিণীং পূজয়েত্তত্র নৈবেদ্যমুপদর্শয়েৎ । শশমাংসাসবৈঃ পশ্চান্মন্ত্রমাবর্ত্তয়েৎ সুধীঃ । দিনে দিনে সহস্রৈকং যাবন্মাসং প্রপূজয়েৎ । ততো দেবী সমাগত্য দত্তে দিব্যাঞ্জনং পরং ॥ ওঁ হ্রীঁ আগচ্ছ কনকাবতি স্বাহা ॥ ৭ ॥

বটবৃক্ষের তলে গমন করিয়া চন্দনদ্বারা একটি মণ্ডল অঙ্কিত করিবে। তাহার মধ্যে কনকাবতী নাম্নী যক্ষিণীর পূজা করিবে। এই পূজাতে শশকমাংস ও মদ্যের সহিত নৈবেদ্যপ্রদান করিতে হইবে। তাহার পর ওঁ হ্রীঁ আগচ্ছ কনকাবতি স্বাহা এই মন্ত্র একসহস্রবার জপ করিবে। এইরূপে একমাসপর্য্যন্ত প্রতিদিন পূজা ও জপ করিতে হইবে। পরে কনকাবতী তুষ্টা হইয়া আগমনপূর্ব্বক অঞ্জনপ্রদান করিয়া থাকেন, এই অঞ্জনদ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে নিধিদর্শন করিতে পারে ॥ ৭ ॥

শৃগালস্যাক্ষিকর্ণেন হ্যঞ্জয়েল্লোচনদ্বয়ং । ভূতং পশ্যত্যসৌ তস্মাৎ সংপ্রাপ্নোতি মহানিধিং ॥ ৮ ॥

শৃগালের চক্ষু ও কর্ণদ্বারা অঞ্জন প্রস্তুত করিবে। ওঁ গণপতয়ে নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে তাহা অভিমন্ত্রিত করিয়া দুই চক্ষুতে দিলে অতীতকালের ঘটনাসকল প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পায় এবং মহানিধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

দেবদানীরসৈশ্চক্ষুরঞ্জয়িত্বাপি তৎফলং ॥ ওঁ গণপতয়ে নমঃ । ওঁ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ। ওঁ ভূতং দর্শয় দর্শয় স্বাহা । উক্তযোগদ্বয়স্যায়মেব মন্ত্রঃ ॥ ৯ ॥

দেবীদানীর রসে অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া ওঁ গণপতয়ে নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রণপূর্ব্বক চক্ষু অঞ্জিত করিলে পূর্ব্বোক্ত ফল হইয়া থাকে ॥৯॥

ইতি শ্রীসিদ্ধনাগার্জ্জুনবিরচিতে কক্ষপুটে সর্ব্বাঞ্জনাদিনিধির্নাম পঞ্চদশঃ পটলঃ ॥

অথাজ্ঞাতনিধানস্য গ্রহণং ।

ব্রহ্মচারিসহস্রেণ শিলামূলশতেন চ। রুদ্রেণাপি সহস্রেণ শিখাবন্ধো বিধীয়তে । ওঁ রক্ষ রক্ষ বিচ্চে স্বাহা । অনেন সর্ব্বসহায়ানাং শিখাবন্ধনং কুর্য্যাৎ ॥ ১ ॥

অনন্তর অজ্ঞাতনিধিগ্রহণ-প্রণালী কথিত হইতেছে। সাধক নিধিগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে স্বয়ং এবং সঙ্গীয় লোকদিগের শিখাবন্ধন করিবে। ওঁ রক্ষ রক্ষ বিচ্চে স্বাহা এই মন্ত্রে শিখাবন্ধন করা কর্ত্তব্য ॥ ১ ॥

শাবরং ধারয়েদ্রূপং মন্ত্রী সর্ব্বার্থসিদ্ধয়ে। গুণিনী যা মৃতা নারী তৎকেশৈরুপবীতকং । কৃত্বা তু ধারয়েত্তস্যা ভস্মনা ধূনয়েত্তনুং । নরমুণ্ডধরো নগ্নঃ শিখিপিচ্ছৈঃ সুভূষিতৈঃ । ইত্যেবং রূপধৃগ্বীরঃ পূজাং কুর্য্যান্নিধিস্থলে । চতুরস্রং চতুর্দ্বারং তন্মধ্যেঽষ্টদলাম্বুজং । কুর্য্যাত্তন্মণ্ডলং মন্ত্রী কুঙ্কুমাগুরুচন্দনং । তন্মধ্যে স্থাপয়েৎ কুম্ভং জলপূর্ণং শিবান্বিতং । ওঁ সোমায় বিশ্বাধিপতয়ে আগচ্ছ আগচ্ছ বলিং গৃহাণ নমো বিশ্বে স্বাহা । অনেনাষ্টদল-

কমলে ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্টকং পূজয়েৎ। ওঁ নমো ব্রাহ্ম্যৈ আগচ্ছ আগচ্ছ বলিং গৃহাণ। এবং সর্ব্বমাতৃণাং তন্নাম-যুতেন মন্ত্রেণ পূজাং কুর্য্যাৎ। ওঁ শক্রায় আগচ্ছ আগচ্ছ বলিং গৃহাণ। এবং সর্ব্বদ্বারপালাঃ পূজ্যাঃ। নন্দিনঞ্চ শ্রিয়ং পূর্ব্বদ্বারদেশে প্রপূজয়েৎ। কীর্ত্তিঞ্চৈব মহাকালং দক্ষিণে পশ্চিমে পুনঃ। সগণেশং কুমারঞ্চ ভৃঙ্গিদণ্ডিনমুত্তরে। ইত্যেবং পূজনং কৃত্বা প্রলিপেৎ স্বল্পহারকঃ। বলিং প্রদর্শয়েন্মন্ত্রী সহায়াংশ্চাভিষেচয়েৎ। ওঁ বলি স্ববলি ভৃপ্যন্তু সিদ্ধিমাদিশন্তু ওঁ নমো বিশ্বে স্বাহা। ইতি বলি-মন্ত্রঃ। মণ্ডলং দর্শয়েন্মন্ত্রী সহায়ায় সমুচিতং। শিব-কুম্ভাম্ভসা সর্ব্বাম্মন্ত্রেণৈবাভিষেচয়েৎ। ওঁ নমো ভগবতে আর্ভটে পিঙ্গলোদরায় পাপং নাশয় নাশয় দুরাচারং হন হন অভিষিক্তানাং রক্ষ রক্ষ অভিষেকং পদং উপধারয় কুরু কুরু সমরভীষণে নমো বিষ্ণে বৌষট্। ইতি অভি-ষেকমন্ত্রঃ॥ ২॥

সাধক সর্ব্বার্থসিদ্ধিহেতু শবরূপ ধারণ করিয়া গুণবতী মৃতা নারীর কেশদ্বারা যজ্ঞোপবীত ধারণপূর্ব্বক সেই নারী-দাহকৃত ভস্মদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ লেপন করিবে। পরে সাধক নগ্ন হইয়া নরমুণ্ড ধারণপূর্ব্বক ময়ূরপুচ্ছ-দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিবে, এই প্রকার বীররূপ ধারণ করিয়া নিধিস্থলে পূজা করিবে। নিধিস্থলে কুঙ্কুম, অগুরু ও চন্দনদ্বারা চতুষ্কোণ, চতুর্দ্বার-বিশিষ্ট ও মধ্যে অষ্টদলপদ্মযুক্ত মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া পদ্মমধ্যে জলপূর্ণ কুম্ভ স্থাপন করিতে হইবে। তৎপরে পদ্মের অষ্টপত্রে ওঁ সোমায় বিশ্বাধিপতয়ে ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রাহ্মী প্রভৃতি দেবতার নাম পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ করিয়া পূজা ও বলিপ্রদান করিতে হইবে। অনন্তর ওঁ শক্র আগচ্ছ ইত্যাদি মন্ত্রে দশদিক্পালের পূজা করিবে। এবং পূর্ব্বদ্বারে নন্দী ও শ্রী, দক্ষিণদ্বারে কীর্ত্তি, পশ্চিমদ্বারে মহাকাল এবং উত্তরদ্বারে গণেশ, কার্ত্তিকেয়, ভৃঙ্গী ও দণ্ডীর পূজা করিবে। এইপ্রকার পূজা করিয়া বলিপ্রদর্শনপূর্ব্বক সহচরদিগকে অভিষেক করিবে। অভিষেকের মন্ত্র মূলে লিখিত আছে, দৃষ্টি করিলে জানিতে পারিবেন॥ ২॥

নিধেঃ খননকালে তু জপংস্তিষ্ঠেদঘোরকং। ধ্যায়েচ্চ শাবরং রূপং সর্ব্বভূতভয়াপহং। ময়ূরপক্ষসংযুক্তং গুঞ্জা-জালেন ভূষিতং দন্তরোদ্ধমতিশ্যামং রক্তোৎপলনিভেক্ষণং। কিরাতমীশ্বরং ধ্যাত্বা সর্ব্বভূতফলপ্রদং। ওঁ হ্রাং হ্রীঁ হ্রূঁ অঘোর তর তর প্রস্ফুর প্রস্ফুর প্রকট প্রকট ধনেশায় কহ কহ সম সম জাত জাত দহ দহ পাতয় পাতয় ওঁ হ্রৌঁ হ্রৌঁ হূঁ অঘোরায় ফট্। ইমমঘোরমন্ত্রং জপেৎ পূর্ব্বমেবাযুতং। ওষধীশেন হোমস্তু ঘৃতৈঃ সিদ্ধো ভবে-দিতি। খন্যমানে নিধৌ সর্পা নিঃসরন্তি ভয়ানকাঃ। ঔষ-ধেন বিনা তেভ্যো ভয়ং স্যান্মন্ত্রিণামপি। তস্মাদৌষধ-যোগেন পাদলেপেন তান্ জয়েৎ॥ ৩॥

অনন্তর নিধিস্থল খনন করিবে। নিধিখননকালে সাধক ওঁ হ্রাঁ হ্রীঁ ইত্যাদি অঘোরমন্ত্র পাঠকরতঃ দণ্ডায়মান থাকিবে। তৎপরে শবর-রূপধারী, সর্ব্বভূতভয়নাশক, ময়ূরপুচ্ছসংযুক্ত, গুঞ্জাজালবিভূষিত, করাল-দন্ত, রক্তপদ্মসদৃশচক্ষুবিশিষ্ট ও শ্যামবর্ণ এইরূপ কিরাতবেশধারী মহা-দেবকে ধ্যান করিবে। ওঁ হ্রাঁ হ্রীঁ ইত্যাদি অঘোরমন্ত্র পূর্ব্বে দশসহস্র জপ করিবে। পূজার পর ঘৃতযুক্ত কর্পূর দ্বারা হোম করিলে সাধক সিদ্ধ হইতে পারে। উক্তরূপ পূজা ও হোম করিয়া নিধিস্থল খনন করিবে, ইহাতে ভয়ানক সর্প সকল পলায়ন করে। নিধিস্থলে কর্পূর হোম করিবে। ঔষধ প্রয়োগ না করিলে সাধকের ভয়সংঘটন হইয়া থাকে, অতএব হোম করিয়া ঔষধদ্বারা পাদলেপনপূর্ব্বক সর্পাদি উপদ্রব জয় করিবে॥ ৩॥

অর্কস্য করবীরস্য পনসস্য চ মূলিকা।
পিষ্ট্বা পাদপ্রলেপাত্তু দূরে গচ্ছন্তি পন্নগাঃ॥ ৪॥

আকন্দ, করবী ও কাঁঠালবৃক্ষের মূল পেষণ করিয়া পাদলেপন করিবে। তৎপরে নিধিস্থলে প্রবেশ করিলে সর্পগণ দূরে পলায়ন করে॥ ৪॥

মল্লিকা গিরিকর্ণী চ শ্বেতার্কং কণ্টকারীকা। বচা চ মূলিকা চৈষাং পিষ্ট্বা পাদং প্রলেপয়েৎ। সর্পা যক্ষ-গণাঃ ক্রূরা যে চান্যে বিঘ্নকারিণঃ। পলায়ন্তে নিধিং ত্যক্ত্বা যথা যুদ্ধেষু কাতরাঃ॥ ৫॥

মল্লিকা, অপরাজিতা, শ্বেত আকন্দ, কণ্টকারী ও বচ এই সকল বৃক্ষের মূল পেষণ করিয়া পাদলেপন করিলে, সর্প, যক্ষ এবং অন্যান্য যে সকল বিঘ্নকারক ক্রূরজন্তু আছে তাহারা যুদ্ধকাতর পুরুষের ন্যায় নিধিস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে॥ ৫॥

বহ্নিকোষাতকী বজ্রী শ্বেতার্কগিরিকর্ণিকা। বচা পাঠা চ নির্গুণ্ডী কটুতুম্ব্যাশ্চ মূলকং। নিম্বকেশরবীজানি গোমূত্রৈঃ পেষয়েৎ শনৈঃ। অনেন পাদলেপেন বিঘ্না যান্তি দিশো দশ। এতন্নারাচযোগেন যাতি পাতালকং ধনং। গৃহ্লাতি নাত্র সন্দেহঃ স্বয়মুক্তং কপর্দ্দিনা॥ ৬॥

চিতা, কোষাতকী (বৃক্ষবিশেষ), সিজ, শ্বেত-আকন্দ, অপরাজিতা, বচ, আকনাদি, নিসিন্দা ও তিৎলাউ এই সকল বৃক্ষের মূল এবং নিম ও নাগকেশরবীজ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া গোমূত্রের সহিত পেষণ করিবে। এই পিষ্টদ্রব্যদ্বারা পাদলেপন করিলে নিধিস্থানের বিঘ্ন সকল দশদিকে পলায়ন করে। এই সকল যোগের নাম নারাচযোগ এই যোগ করিলে সমস্ত বিঘ্ন পাতালে গমন করিয়া থাকে। সুতরাং সাধক অনায়াসে ধনগ্রহণ করিতে পারে ইহা স্বয়ং মহাদেব বলিয়াছেন॥ ৬॥

কুষ্মাণ্ডৈরণ্ডধুস্তূরবীজানি পনসস্য চ। তালদাড়িম-

মূলানি গোমূত্রৈঃ পেষয়েৎ সমং। অনেন পাদলেপেন সর্পা যক্ষাঃ পিশাচিকাঃ। পলায়ন্তে ন সন্দেহো নিধীন্ সংগ্রাহয়েৎ ধ্রুবং ॥ ৭ ॥

কুষ্মাণ্ড, এরণ্ড, ধুস্তূর ও কাঁঠাল ইহাদিগের বীজ এবং তাল ও দাড়িম্বরুক্ষের মূল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া পাদলেপন করিলে সর্প, যক্ষ ও পিশাচ এই সকল পলায়ন করে, সুতরাং সাধক অনায়াসে নিধিগ্রহণ করিতে পারে ॥ ৭ ॥

অথ দৃষ্টে নিধিং সমন্ত্রকীলকৈঃ কীলয়েৎ। প্লক্ষপলাশলোধ্রোশ্বকদম্বনিম্বজৈঃ সুধীঃ। শম্যুড়ুম্বরকাশ্বত্থকীলকৈঃ পঞ্চসংযুতৈঃ। ওঁ পুনস্তু মাং দেবগণাঃ পুনস্তু গণকাধিপাঃ। পুনস্তু বিশ্বে দেবাশ্চ জাতবেদাঃ পুনীহি মাং। ইতি কীলকমন্ত্রঃ। ওঁ সর্ব্বভূতাধিপতয়ে নমঃ। অনেন মধুমাংসাভ্যাং ভূতবলিং দদ্যাৎ। ওঁ হ্রীঁ ফট্ অনেন মন্ত্রেণ নিধিস্থানে পুষ্পং দদ্যাৎ। ওঁ নমো ভগবতে কেতুমালিনে গরুড়ে শুভে ওঁ হ্রীঁ কপালিনি উদ্ধারয় গৃহাণ নিধিং স্বাহা। অনেন কেতুমালিনিমন্ত্রেণ নিধিমুদ্ধরেৎ ॥ ৮ ॥

নিধিস্থান পরিজ্ঞাত থাকিলে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক কীলক করিবে। পাঁকুড়, পলাশ, লোধ্র, কদম্ব, নিম্ব, শমী, যজ্ঞডুম্বর ও অশ্বত্থ এই সকল বৃক্ষের পঞ্চদশাঙ্গুলপরিমিত কাষ্ঠ আনিয়া একত্র ওঁ পুনস্তু মাং দেবগণাঃ ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া নিধিস্থলের দশদিকে প্রোথিত করিবে। তৎপরে ওঁ সর্ব্বভূতাধিপতয়ে নমঃ এই মন্ত্রে নিধিস্থানে মধুমাংসদ্বারা বলিপ্রদান করিয়া ওঁ হ্রীঁ ফট্ এই মন্ত্রে পুষ্পপ্রদান করিবে। অনন্তর ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্রে নিধি উদ্ধার করিবে ॥ ৮ ॥

চত্বারো. নিধয়স্তত্র শম্ভুদেবেন কীর্ত্তিতাঃ। কচ্ছপো মকরঃ শঙ্খঃ পদ্ম ইত্যভিধানতঃ। কচ্ছপো মকরশ্চৈতৌ স্থিরচিত্তৌ স্বভাবতঃ। সুখসাধ্যৌ যথা পূর্ব্বং বিধানেন সমাহরেৎ। শব্দেন তু মনুষ্যাণাং শঙ্খপদ্মৌ রসাতলং। গচ্ছন্তৌ ন তু দৃশ্যেত তত্র মন্ত্রদ্বয়ং স্মরেৎ। শৈবঞ্চ বৈষ্ণবঞ্চৈব ততঃ সিদ্ধো ভবেদ্ ধ্রুবং। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় নিধিমুত্তিষ্ঠ মাচলং স্বাহা। ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ধর ধর বন্ধ শ্রীপর্ব্বতকুলপর্ব্বতে বসুনিধিং সাধয়েৎ। মৃৎকাষ্ঠলোহভাণ্ডেষু স্থিতং দ্রব্যন্তু মৃত্তিকাং। শৈবালং বা সমাশ্রিত্য তিষ্ঠেত্তঞ্চ বিশোধয়েৎ। বালুকৈর্লবণং পিষ্ট্বা তস্মিন্ দ্রব্যে বিনিক্ষিপেৎ। যাবল্লবণসংতুল্যং পাচয়েন্মৃদুবহ্নিনা। স্বর্ণঞ্চ সর্ব্বরত্নানি নির্ম্মলানি ভবন্তি বৈ। অর্জ্জুনস্য বিভীতস্য চিত্রকস্য চ পল্লবান্। পিষ্ট্বা তু লবণং তুল্যমারণালেন লোলয়েৎ। তল্লিপ্তদ্রবিণং হ্যগ্নৌ চার্পয়েন্মলশান্তয়ে ॥ ৯ ॥ ইতি শ্রীসিদ্ধনার্জ্জুনবিরচিতে কক্ষপুটে নিধিবন্ধো নাম ষোড়শঃ পটলঃ ॥

নিধি চারিপ্রকার যথা—কচ্ছপ, মকর, শঙ্খ ও পদ্ম ইহা শম্ভুদেব বলিয়াছেন। এই চারিপ্রকার নিধির মধ্যে কচ্ছপ ও মকর নামক নিধি স্বভাবত স্থিরচিত্ত ইহাদিগকে পূর্ব্বোক্তবিধানে উদ্ধৃত করিতে হয়। মনুষ্যের শব্দ শ্রবণমাত্র শঙ্খ ও পদ্ম এই দুই নিধি রসাতলে গমন করে তাহাদিগকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এমত অবস্থাতে ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ইত্যাদি ও ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি শৈব ও বৈষ্ণবমন্ত্রদ্বয় স্মরণ করিবে। মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, লৌহ, অথবা শৈবাল আশ্রয় করিয়া নিধি অবস্থিত থাকে অতএব তাহা শোধন করিয়া লইতে হইবে। মৃত্তিকাদিমিশ্রিত নিধিদ্রব্য আনিয়া তাহার সহিত বালুকা ও লবণমিশ্রিত করিয়া মৃদু-অগ্নিতে পাক করিবে। ইহাতে স্বর্ণাদি সর্ব্বরত্ন-নির্ম্মল হইয়া থাকে। অন্যপ্রকার—অর্জ্জুন, বিভীতক ও চিতা এই সকল বৃক্ষের পল্লব আনিয়া একত্র পেষণ করিবে এবং তাহার সহিত লবণমিশ্রিত করিয়া কাঁজির সহিত আলোড়ন করিতে হইবে। পরে এই দ্রব্যদ্বারা রত্ন লেপন করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে নিধিপ্রাপ্ত রত্ন নির্ম্মল হইয়া বিশুদ্ধ হয় ॥ ৯ ॥

ইতি সিদ্ধনাগার্জ্জুনবিরচিতে কক্ষপুটে নিধিবন্ধো নাম
ষোড়শঃ পটলঃ ॥

অথাদৃশ্যকরণং।

লক্ষমেকং জপেন্মন্ত্রং রাজদ্বারে শুচিঃ স্থিতঃ। ক্ষীরেণ মালতীপুষ্পৈর্হুতে সিধ্যতি যক্ষিণী। দদাতি গুটিকাং সা তু মুখস্থাদৃশ্যকারিণী। ঐঁ মদনে মদনবিড়ম্বনে আত্মসঙ্গং দেহি মে দেহি শ্রী স্বাহা ॥ ১ ॥

অনন্তর অদৃশ্যকরণপ্রক্রিয়া কথিত হইতেছে। এই প্রক্রিয়ার পূর্ব্বে শুদ্ধচিত্ত হইয়া রাজদ্বারে উপবেশনপূর্ব্বক ঐঁ মদনে ইত্যাদি মন্ত্র একলক্ষ জপ করিবে। তৎপরে দুগ্ধমিশ্রিত মালতীপুষ্পদ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে। ইহাতে যক্ষিণী সিদ্ধা হইয়া গুটিকা প্রদান করেন। এই গুটিকা মুখমধ্যে ধারণ করিলে সর্ব্বসমক্ষে অদৃশ্য হইতে পারে ॥ ১ ॥

চতুর্লক্ষং জপেন্মন্ত্রং শ্মশানে নিয়তঃ শুচিঃ। নগ্নো ব্রতং ততস্তুষ্টা পটং যচ্ছতি যক্ষিণী। তেনাবৃতো নরোঽদৃশ্যো বিচরেদ্বসুধাতলে। নিধিং পশ্যতি গৃহ্ণাতি ন বিঘ্নৈঃ পরিভূয়তে। ওঁ হ্রীঁ শ্মশানবাসিনী স্বাহা ॥ ২ ॥

সাধক শুদ্ধচিত্ত হইয়া শ্মশানে উপবেশনপূর্ব্বক নগ্নবেশে ওঁ শ্মশানবাসিনী স্বাহা এই মন্ত্র চারিলক্ষ জপ করিবে। ইহাতে যক্ষিণী সন্তুষ্টা হইয়া সাধককে একপ্রকার পটপ্রদান করেন। সাধক এই পটদ্বারা আপন শরীর আবৃত করিলে সর্ব্বসমক্ষে অদৃশ্য হইয়া পৃথিবীতল বিচরণ

করিতে পারে এবং গুপ্তনিধি দেখিতে পায় ও তাহাকে কোন বিঘ্ন পরাভব করিতে পারে না ॥ ২ ॥

নিশায়াঞ্চ নিধিং ধ্যাত্বা জপন্ বামেন পাণিনা অদৃশ্য-কারিণীং বিদ্যাং লক্ষজাপে প্রযচ্ছতি। ওঁ নমো বিশ্বাচর মহেশ্বর মম পর্য্যটতঃ ॥ ৩ ॥

সাধক রাত্রিকালে নিধি চিন্তাকরত বামহস্তে ওঁ নমো বিশ্বাচর ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। একলক্ষ মন্ত্র জপ হইলে দেবী প্রসন্না হইয়া সাধককে অদৃশ্যকারিণী বিদ্যা প্রদান করেন, এই বিদ্যা-প্রভাবে সাধক অদৃশ্য হইতে পারে ॥ ৩ ॥

অতিবল্যুপহারেণ কুর্য্যাদর্চ্চনমুত্তমঃ। ততো দীপা-ঙ্কুলীতৈলৈর্ব্বর্ত্তিঃ স্যাদর্কতন্তুজৈঃ। প্রজ্বাল্য নৃকপালে তু তৎপাত্রে ঘৃষ্টকজ্জলং অঞ্জয়েন্নেত্রযুগলং দেবৈরপি ন দৃশ্যতে ॥ ৪ ॥

বলি ও নানাপ্রকার উপহারদ্বারা যক্ষিণীদেবীকে পূজা করিবে। তৎপরে অঙ্কুলীতৈলে আকন্দসূত্রনির্ম্মিত বর্ত্তি আর্দ্র করিয়া প্রদীপ জ্বালিবে এই প্রদীপের শিখায় নরমুণ্ডে কজ্জলপাত করিয়া এই অঞ্জন-দ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে দেবতারাও তাহাকে দেখিতে পান না ॥ ৪ ॥

অর্কশাল্মলিকার্পাসপট্টসূত্রাব্জতন্তুভিঃ। পঞ্চভির্ব্বর্ত্তি-কাভিশ্চ নৃকপালেষু পঞ্চসু। নরতৈলেন দীপেষু কজ্জলং নীরজৈর্দ্দলৈঃ। গ্রাহয়েৎ পঞ্চভির্যত্নাৎ পূর্ব্ববচ্চ শিবা-লয়ে। পঞ্চস্থানেষু যুঞ্জীত একীকুর্য্যাচ্চ তৎপুনঃ। মন্ত্র-য়িত্বাঞ্জয়েন্নেত্রং দেবৈরপি ন দৃশ্যতে। ওঁ হ্রীঁ ফট্ কালি কালি মাংসশোণিতভোজনে রক্তকৃষ্ণমুখে দেবি মামে পশ্যতি মনুষ্যেতি হুঁ ফট্ স্বাহা। অয়ং মন্ত্রঃ অযুতজপ্তে সিদ্ধো ভবতি। ততঃ সর্ব্বে অদৃশ্যকরণপ্রয়োগা অষ্টোত্তরশতমভিমন্ত্র্যাঃ। অনেনৈব কুর্য্যাত্ততঃ সিদ্ধো ভবতি ॥ ৫ ॥

আকন্দতুলা, শাল্মলিতুলা, কার্পাসতুলা, পট্টসূত্র ও পদ্মসূত্র এই পঞ্চ-প্রকার সূত্রদ্বারা পাঁচটী বর্ত্তিপ্রস্তুত করিবে। এই পঞ্চবর্ত্তিদ্বারা পঞ্চ নরমুণ্ডে নরতৈলদ্বারা পঞ্চপ্রদীপ প্রজ্জ্বালিত করিবে। পরে পাঁচটী পদ্ম-পত্র আনিয়া তাহাতে ঐ পঞ্চপ্রদীপশিখায় কজ্জলপাত করিবে। অন-ন্তর কোন শিবমন্দিরে বসিয়া যথাবিধি মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া ঐ পঞ্চ অঞ্জন একত্রিত করিবে এবং ওঁ হ্রীঁ ফট্ ইত্যাদি মন্ত্রে ঐ অঞ্জন অভিমন্ত্রিত করিয়া তদ্দ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে দেবগণও তাহাকে দেখিতে পান না। ওঁ হ্রীঁ ফট্ ইত্যাদি মন্ত্রে অষ্টোত্তরশতবার অভি-মন্ত্রিত করিয়া কার্য্য করিবে। ইহাতে অদৃশ্যকরণপ্রক্রিয়া সিদ্ধিপ্রদা হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

অঙ্কুলীতৈলসংসিক্তা বচা সপ্তদিনাবধি। ত্রিলৌহ-বেষ্টিতাধাতুগুটিকাং কারয়েচ্ছুভাং। অদৃশ্যকারিণী খ্যাতা মুখস্থা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬ ॥

একখণ্ড বচ সপ্তদিনপর্য্যন্ত অঙ্কুলীতৈলে সিক্ত করিয়া রাখিবে। তৎপরে ঐ বচ ত্রিলৌহবেষ্টিত করিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। এই গুটিকা মুখে ধারণ করিলে সর্ব্বজনসমক্ষে অদৃশ্য হইতে পারে ॥ ৬ ॥

তত্তৈলে সর্ষপং শ্বেতং ত্রিলৌহেন চ বেষ্টয়েৎ।
গুটিকা মুখমধ্যস্থা খ্যাতাদৃশ্যত্বকারিণী ॥ ৭ ॥

অঙ্কুলীতৈলে শ্বেতসর্ষপ সিক্ত করিয়া ত্রিলৌহবেষ্টিত করিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। এই গুটিকা মুখে ধারণ করিলে অদৃশ্য হইতে পারে ॥৭॥

কাকোলূকস্য পক্ষাশ্চ আত্মকেশাস্তথৈব চ। অন্ত-র্ধূমগতং দগ্ধং সূক্ষ্মচূর্ণন্তু কারয়েৎ। অঙ্কুলীতৈলগুটিকাং কৃত্বা শিরসি ধারয়েৎ। অদৃশ্যো জায়তে ক্ষিপ্রং দেবৈ-রপি ন দৃশ্যতে ॥ ৮ ॥

কাক ও পেচকের পক্ষ এবং স্বীয় কেশ এই সকল দ্রব্য অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। পরে এই চূর্ণের সহিত অঙ্কুলীতৈল মিশ্রিত করিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে, এই গুটিকা মস্তকে ধারণ করিলে অদৃশ্য হইতে পারে, এমন কি তাহাকে দেবগণও দেখিতে পান না ॥ ৮ ॥

তালকং কৃষ্ণমহিষী-ক্ষীরমঙ্কুলীতৈলকং।
তল্লিপ্তাঙ্গো নরোঽদৃশ্যো জায়তে শঙ্করোদিতং ॥ ৯ ॥

হরিতাল, কৃষ্ণবর্ণামহিষীর দুগ্ধ ও অঙ্কোলতৈল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া সাধক স্বীয় শরীর লিপ্ত করিলে সর্ব্বজনসমক্ষে অদৃশ্য হইতে পারে। ইহা মহাদেবের উক্তি ॥ ৯ ॥

অঙ্কোলতৈলসংসিক্তং মলং পারাবতোদ্ভবং। ললাটে তিলকং তেন কৃত্বাদৃশ্যো ভবেন্নরঃ। ওঁ কঙ্কবো লালামূলং হুনে সৌরে জানে হ্রাঁ হ্রীঁ সিদ্ধে স্বাহা। উক্তযোগানাময়-মেব মন্ত্রঃ ॥ ১০ ॥

পারাবতের বিষ্ঠা অঙ্কোলতৈলে সিক্ত করিয়া কপালে তিলক করিবে। এই তিলকপ্রভাবে সাধক সর্ব্বজনসমক্ষে অদৃশ্য হইতে পারে। ওঁ কঙ্কবো লালা ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকল করিবে ॥ ১০ ॥

শ্বেতাপরাজিতামূলং গ্রাহ্যং চন্দ্রগ্রহে সতি। বালা-ক্ষৌদ্রেণ সংযুক্তা গুটিকা মূর্দ্ধ্নি কারয়েৎ। বক্ত্রে হস্তে চ সা গ্রাহ্যা দেবৈরপি ন দৃশ্যতে ॥ ১১ ॥

চন্দ্রগ্রহণকালে শ্বেত অপরাজিতার মূল গ্রহণ করিয়া মধুর সহিত পেষণ করিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। এই গুটিকা মস্তকে, হস্তে কিম্বা বক্ত্রে ধারণ করিলে দেবগণও তাহাকে দেখিতে পান না ॥ ১১ ॥

পুত্রজীবোত্থিতং তৈলং বর্ত্তিং কৃত্বাব্জতন্তুজাং। গোরোচনামধুভ্যাঞ্চ বীরমুণ্ডে প্রলেপয়েৎ। দীপং প্রজ্বাল্য

চৈকস্মিন্নপরে গ্রাহ্যং কজ্জলং। তদঞ্জনাঞ্জিতো মর্ত্ত্যো বিশ্বেনাপি ন দৃশ্যতে ॥ ১২ ॥

জীবপুত্রিকা বীজের তৈল ও পদ্মসূত্রকৃত বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। পরে দুইটি বীরপুরুষের মুণ্ড আনিয়া তাহা গোরোচনা ও মধুদ্বারা লেপন করিয়া তাহার একটিতে প্রদীপ জালিবে, অন্যটীতে কজ্জলপাত করিবে। এই অঞ্জনদ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে সেই ব্যক্তিকে জগতের কোন লোক দেখিতে পায় না ॥ ১২ ॥

জরায়ুং শ্বেতমার্জ্জারাঃ কৃষ্ণায়া বাথ চূর্ণয়েৎ।
ত্রিলোহ-বেষ্টিতং কুর্য্যান্মুখস্থাদৃশ্যকারিণী ॥ ১৩ ॥

শ্বেতবর্ণ কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ মার্জ্জারের জরায়ু আনিয়া তাহা চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ ত্রিলোহবেষ্টিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে সেই ব্যক্তি অদৃশ্য হইতে পারে ॥ ১৩ ॥

ভোজয়েত্তু কৃষ্ণকাকং মহিষীনবনীতকং। তদ্বিষ্ঠারবিতূলেন নৃকপালেষু পূর্ব্ববৎ। শ্মশানে কজ্জলং গ্রাহ্যং তদ্বৎ ফলমনুত্তমং ॥ ১৪ ॥

একটি কৃষ্ণবর্ণ কাকপক্ষীকে মহিষী দুগ্ধজাত নবনীত ভক্ষণ করাইয়া তাহার বিষ্ঠা গ্রহণ করিবে। এই বিষ্ঠা এবং আকন্দতুলা একত্র করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে, শ্মশানে বসিয়া ঐ বর্ত্তি নরতৈলে ভিজাইয়া নরমুণ্ডে প্রদীপ জালিতে হইবে। এই দীপশিখায় অপর নরমুণ্ডে কজ্জলপাত করিয়া সেই কজ্জলদ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে পূর্ব্ববৎ কার্য্য হয় ॥১৪

পারাবতস্য কুক্ষিস্থং পক্ষং স্রোতোঽঞ্জনং হিতং।
কৃষ্ণমার্জারস্য রক্তেন সিক্তমঞ্জ্যাদদৃশ্যকৃৎ ॥ ১৫ ॥

স্রোতোঽঞ্জন ও কৃষ্ণমার্জ্জারের রক্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া অঞ্জন প্রস্তুত করিবে, পরে পারাবতের উদরস্থ পালকদ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে অদৃশ্য হইতে পারে ॥ ১৫ ॥

কৃষ্ণমার্জ্জাররক্তেন ভাবিতৈরক্ততন্তুভিঃ। বর্ত্তিস্তৎকপিলাজ্যেন নৃকপালে চ পূর্ব্ববৎ। গ্রাহয়েৎ কজ্জলং দিব্যমদৃশ্যকরণোদিতং ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণমার্জ্জারের রক্তে রক্তসূত্র ভাবনা দিয়া সেই সূত্রদ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি ও কপিলাঘৃতদ্বারা পূর্ব্ববৎ কজ্জলপাত করিবে, এই কজ্জল মনুষ্যকে, অদৃশ্য করিতে পারে ॥ ১৬ ॥

দরদো দেবদারুশ্চ চিতা মাংসং নরস্য চ।
স্রোতোঽঞ্জনযুতং কুর্য্যাদঞ্জনেঽদৃশ্যকারকং ॥ ১৭ ॥

হিঙ্গুল, দেবদারু, চিতা, নরমাংস ও স্রোতোঽঞ্জন এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া অঞ্জন প্রস্তুত করিবে। এই অঞ্জন অদৃশ্যকারক ॥ ১৭ ॥

উলূকস্য শৃগালস্য শূকরস্যাক্ষিনাসিকাং। নীলাঞ্জনযুতং পিষ্ট্বা রুদ্ধ্বা শ্রাবপুটে দহেৎ। তেনাঞ্জিতো নরোঽদৃশ্যো জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥

পেচক, শৃগাল ও শূকর এই সকল জীবের চক্ষু ও নাসিকা আনিয়া তাহা নীলাঞ্জনের সহিত মিশ্রিত করিয়া পুটপাকে দগ্ধ করিবে। পরে ঐ ভস্মদ্বারা অঞ্জন প্রস্তুত করিবে। এই অঞ্জন অদৃশ্যকারক ॥ ১৮ ॥

খঞ্জরীটং সজীবন্তু গৃহীত্বা ফাল্গুনে ক্ষিপেৎ। পঞ্জরে রক্ষয়েত্তাবদ্ যাবদ্ভাদ্রপদং লভেৎ। তদা স পঞ্জরেঽদৃশ্যো জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥

ফাল্গুনমাসে একটি সজীব খঞ্জনপক্ষী আনিয়া তাহা পিঞ্জরমধ্যে রাখিবে। এইরূপে কিয়ন্মাস গত হইলে যৎকালে ভাদ্রমাস আগত হইবে, তখন আর সেই পক্ষীকে পিঞ্জরমধ্যে দেখিতে পাইবেনা॥ ১৯ ॥

খঞ্জরীটশিখা গ্রাহ্যা হস্তস্থাদৃশ্যকারিণী।
ত্রিলোহবেষ্টিতাং রক্ষেদ্ধারয়েন্মূর্দ্ধ্নি সর্ব্বদা ॥ ২০ ॥

পূর্ব্বোক্ত খঞ্জনপক্ষীর শিখা ত্রিলোহবেষ্টিত করিয়া হস্তে কিম্বা মস্তকে ধারণ করিলে সেই ব্যক্তি সর্ব্বজনসমক্ষে অদৃশ্য হইতে পারে ॥ ২০ ॥

দশ হেম দ্বিষট্তাম্রং রৌপ্যং ষোড়শভাগিকং। এষা সংখ্যা ত্রিলোহস্য জ্ঞাতব্যা সর্ব্বকর্ম্মণি। ক্রমেণ বেষ্টয়েদ্ গস্থাদ্ গুটিকানাময়ং বিধিঃ। ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় নমো রুদ্রায় বিলি বিলি ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধান কমল কভুল চণ্ড প্রচণ্ড কিলি কিলি স্বাহা। উক্তযোগানাময়ং মন্ত্রঃ ॥ ২১ ॥

এইরূপ ত্রিলোহবিধি ও পরিমাণ কথিত হইতেছে। স্বর্ণ ১০ দশ ভাগ, তাম্র ১২ বারভাগ এবং রৌপ্য ১৬ ষোলভাগ এইরূপ তিন দ্রব্য একত্রিত করিলেই তাহাকে ত্রিলোহ কহে। এই ত্রিলোহ সর্ব্বকার্য্যে প্রশস্ত। উক্তরূপ ত্রিলোহদ্বারা বেষ্টন করিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সকল করিবে ॥ ২১ ॥

অজমোদস্য মূলস্তু তুরগীগর্ভশয্যয়া।
সহ তালকসংপিষ্টং তিলকেঽদৃশ্যকারকং ॥ ২২ ॥

যমানীবৃক্ষের মূল, ঘোটকীর জরায়ু ও হরিতাল একত্র পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে অদৃশ্য হইতে পারে ॥ ২২ ॥

রাত্রৌ কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং লাঙ্গলীমূলমুদ্ধরেৎ। শ্বেতচ্ছাগলিকাগর্ভশয্যয়া নরতৈলকং। একীকৃত্যাঞ্জয়েন্নেত্রে অদৃশ্যঃ খেচরো ভবেৎ। ওঁ অঃ সখে অঃ সকর্ণে অরিহূর্ব্বল অন্ধাকোশ দাটা করালে চক্কারাবে ফিক্কারিণি হুঁ হুঁ চণ্ডালিনি স্বাহা। উক্তযোগদ্বয়ে অয়মেব মন্ত্রঃ ॥ ২৩ ॥

কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে লাঙ্গলীমূল উত্তোলন করিয়া তাহার সহিত কৃষ্ণবর্ণা ছাগলীর জরায়ু ও নরতৈল মিশ্রিত করিয়া অঞ্জন প্রস্তুত করিবে, এই অঞ্জনদ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে সেই ব্যক্তি অদৃশ্য হইয়া আকাশে গমন করিতে পারে। উক্ত যোগদ্বয়ে ওঁ অঃ সখে ইত্যাদি মন্ত্রে কার্য্য করিতে হইবে ॥ ২৩ ॥

অমাবস্যাথবা পূর্ণা পঞ্চমী বা ত্রয়োদশী। শ্বেতপুষ্পৈর্গন্ধধূপৈর্ব্বলিদীপোপহারকৈঃ। রাত্রৌ পূজা ততো গ্রাহ্যা দেবদানী সুমন্ত্রিতা। ওঁ অমৃতগণপরিবেষ্টিতে রুদ্রগণায় ওঁ নমঃ স্বাহা। অয়ং মন্ত্রঃ। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ফট্ অনেন গ্রাহ্যা। তদ্রসৈঃ পারদং মদ্যং দিনমেকং ততোঽঞ্জয়েৎ। অদৃশ্যো জায়তে সত্যং স্বয়ং প্রোক্তং কপর্দ্দিনা ॥ ২৪ ॥

অমাবস্যা, পূর্ণিমা, পঞ্চমী অথবা ত্রয়োদশীর রাত্রিতে শ্বেতপুষ্প, গন্ধ, ধূপ, দীপ, বলি প্রভৃতি বিবিধ উপহারে রাত্রিকালে পূজা করিয়া ওঁ অমৃতগণ ইত্যাদি মন্ত্রে দেবদানীর মূল গ্রহণ করিবে। তৎপরে ঐ মূলের রস, পারদ ও মদ্য একত্র করিয়া একদিন ধরিয়া অঞ্জন প্রস্তুত করিবে। ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্রে উক্ত অঞ্জনদ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে সর্ব্বজনসমক্ষে অদৃশ্য হইতে পারে ইহা স্বয়ং মহাদেব বলিয়াছেন ॥ ২৪ ॥

তদ্রসং দেবদান্যুত্থং কেতকীস্তন্যসংযুতং।
অঞ্জয়েন্নেত্রযুগলং অন্তর্দ্ধানকরং পরং ॥ ২৫ ॥

দেবদানীর রস ও কেতকীপুষ্পের রস একত্র করিয়া অঞ্জন প্রস্তুত করিবে। এই অঞ্জনদ্বারা চক্ষুদ্বয় অঞ্জিত করিলে সেই ব্যক্তি অদৃশ্য হইতে পারে ॥ ২৫ ॥

রাত্রৌ কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং চতুর্ভিঃ সহ সাধকৈঃ। একান্তে চ শ্মশানে বা খড়্গহস্তৈর্ম্মহাবলৈঃ। অর্চ্চয়েৎ কৃষ্ণমার্জ্জারং গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ। কৃষ্ণমাজং বলিং দদ্যাত্তস্য মেদঃ সমাহরেৎ।উপোষিতায় তস্মৈ হি মেদো দেয়স্তু ভক্ষণে। তৃপ্যতে তস্তু মার্জ্জারং গৃহিত্বা পশ্চিমে পদে। চালনাদ্বাময়েদ্ভাণ্ডে জলপূর্ণে সমর্চ্চিতে। তদ্বান্তং পাচয়েদগ্নৌ দীপং তেনৈব দাপয়েৎ। বর্ত্তিশ্চ শুভ্রতন্তুথা জ্বালয়েন্নৃকপালকে। তৎপাত্রে কজ্জলং গ্রাহ্যং রাত্রৌ দেবীং প্রপূজয়েৎ। পরস্পরাশ্লিষ্টকরাশ্চত্বারঃ খড়্গপাণয়ঃ। দীপমাবৃত্য রক্ষেয়ুঃ পঞ্চমস্তু জপেৎ সদা। মহাকালীয়মন্ত্রেণ পূর্ব্বযোগ উদাহৃতঃ। তত্রত্যং কজ্জলং যত্নাৎ পঞ্চভির্গ্রাহয়েৎ সমং। অদৃশ্যকারকং রাজ্যপ্রদো যোগ উদাহৃতঃ ॥ ২৬ ॥

সাধক কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে খড়্গধারী মহাবল চারিজন সহচরের সহিত কোন নির্জ্জনস্থানে কিম্বা শ্মশানে গমন করিয়া গন্ধপুষ্পাদি নানাবিধ উপহারে একটি কৃষ্ণবর্ণ মার্জ্জারকে পূজা করিবে। পরে একটি কৃষ্ণবর্ণ ছাগ বলিপ্রদান করিয়া তাহার বসা গ্রহণ করিবে। ঐ বসা সেই উপবাসী মার্জারকে অপর্য্যাপ্তরূপে ভক্ষণ করাইয়া পরিতৃপ্ত করিবে। অনন্তর ঐ মার্জারের পশ্চাদ্ভাগের পদ ধরিয়া ভ্রমণ করাইয়া জলপূর্ণ ভাণ্ডে সেই বিড়ালকে বমন করাইবে। পরে সেই বিড়ালের বান্তগ্রহণ করিয়া অগ্নিতে পাক করিবে। ইহাদ্বারা প্রদীপ প্রস্তুত করিয়া শুভ্রসূত্রকৃত বর্ত্তিদ্বারা মনুষ্যমস্তকে প্রদীপ জ্বালিবে। এই দীপশিখায় নরমুণ্ডে কজ্জলপাত করিয়া রাত্রিতে দেবীর পূজা করিবে। পরে পূর্ব্বোক্ত খড়্গধারী সহচর চারিজন পরস্পরের হস্তধারণ করিয়া প্রদীপ আবরণ করিয়া রাখিবে এবং সাধকব্যক্তি মহাকালের মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। তৎপর পঞ্চব্যক্তি একত্রিত হইয়া ঐ কজ্জল গ্রহণ করিবে। এই কজ্জল অদৃশ্যকারক ও রাজ্যপ্রদ ॥ ২৬ ॥

শুনকস্যাতিকৃষ্ণস্য গলে সূত্রে বিবন্ধয়েৎ। ওঁ নমঃ অকান্তি নৃকটয়তু কুটকটিমেন। অনেন মন্ত্রেণ কৃষ্ণশ্বানস্য দক্ষিণাধোদংষ্ট্রমূলস্থং মাংসং গ্রাহ্যং পঞ্চোপচারৈঃ পূজয়িত্বা সমাহরেৎ। ত্রিলৌহবেষ্টিতং কৃত্বা বক্ত্রস্থোঽদৃশ্যকারকঃ ॥ ২৭ ॥

অতিকৃষ্ণবর্ণ কুক্কুরের গলে সূত্র বন্ধন করিয়া ওঁ নমঃ অকান্তি ইত্যাদি মন্ত্রে অধোভাগের দক্ষিণপার্শ্বস্থ দন্তমূলের মাংস গ্রহণ করিবে। তৎপরে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া ঐ মাংস ত্রিলৌহমধ্যগত করিয়া মুখে ধারণ করিলে অদৃশ্য হইতে পারে ॥ ২৭ ॥

ময়ূরবানরাস্থীনি পাচয়েন্মাহিষৈর্ঘৃতৈঃ।
পিষ্ট্বা তদঞ্জয়েন্নেত্রে অদৃশ্যো জায়তে নরঃ ॥ ২৮ ॥

ময়ূর ও বানরের অস্থি মাহিষঘৃতে পাক ও পেষণ করিয়া অঞ্জন প্রস্তুত করিবে। এই অঞ্জনদ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে অদৃশ্য হইতে পারে ॥ ২৮ ॥

উপবাসত্রয়ং কৃত্বা ততঃ পুষ্যে নিবাপয়েৎ। নৃকপালে যবান্ কৃষ্ণান্ কৃষ্ণমৃৎপূরিতে নিশি। নিশায়াং সেচয়েন্নিত্যং সুপক্কমাহরেন্নিশি। তৈর্ব্বীজৈস্তু কৃতা মালা শিরঃস্থাদৃশ্যকারিণী ॥২৯॥

তিনদিন উপবাস করিয়া রাত্রিকালে পুষ্যানক্ষত্রে কৃষ্ণমৃত্তিকাপূরিত নরমুণ্ডে কৃষ্ণযব বপন করিয়া রাখিবে এবং প্রতিদিন রাত্রিতে ঐ স্থানে সেচন করিবে। পরে সেই বৃক্ষের বীজ সুপক্ক হইলে তাহা গ্রহণ করিয়া মালা প্রস্তুত করিবে। এই মালা মস্তকে ধারণ করিলে সাধক সর্ব্বজনসমক্ষে অদৃশ্য হইতে পারে ॥ ২৯ ॥

শরেণ নিহতো মর্ত্ত্যো দগ্ধে তল্লোহমাহরেৎ। কাকোলূকস্য নীলস্য গ্রাহ্যে এতস্য লোচনে। তল্লোহেনাঞ্জয়েচ্চক্ষুরদৃশ্যো ভবতি ধ্রুবং ॥ ৩০ ॥

কোন এক মনুষ্যকে লৌহশরবিদ্ধ করিয়া বিনাশ করিবে। পরে এই মৃত মনুষ্যকে দাহ করিয়া সেই লৌহশর গ্রহণ করিবে। অনন্তর কাক ও নীলবর্ণ পেচকের চক্ষু আনিয়া অঞ্জন প্রস্তুত করিবে। পূর্ব্বোক্ত লৌহদ্বারা এই অঞ্জনে চক্ষু অঞ্জিত করিলে অদৃশ্য হইতে পারে ॥ ৩০ ॥

সংপ্রাপ্তে হৃষ্টমে মাসে যদি গর্ভং পতেৎ স্ত্রিয়ঃ। তস্য